هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

(কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তাওহীদ, ঈমান, ইসলাম ও মানব জীবনের অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর দলীল-প্রমাণ নির্ভর বক্তব্যের এক অদ্বিতীয় সংকলন: 'এসো আল্লাহর পথে' -২)

কিতাবুত তাওহীদ

শাইখুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।

খতীব: হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিস: জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

সাবেক শাইখুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

আল্ বায়ান পাবলিকেশন্স

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার ঢাকা

মোবাইল: ০১৬৭৭৪৭৭৮৩৪, ০১৭৪০১৯২৪১১

কিতাবুত তাওহীদ

শাইখুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

সংকলন ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

প্রকাশনায়: আল্ বায়ান পাবলিকেশন্স

মোবাইল: ০১৬৭৭৪৭৭৮৩৪, ০১৭৪০১৯২৪১১

প্রকাশকাল : মার্চ, ২০১১

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০০ (একশত) টাকা মাত্র

KITABUT TAWHEED
SHAIKH MUFTI JASHIMUDDIN RAHMANI
AL BAYAN PUBLICATIONS
FIXD PRICE : 100.00 TK. 5 DOLAR (US).

উপহার

আমার শ্রদ্ধেয়/স্নেহের..
....
....কে
'কিতাবুত তাওহীদ' বইখানা উপহার দিলাম ।

উপহারদাতা

....
....
স্বাক্ষর
....
তারিখ
....

উৎসর্গ

কোন নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব কিংবা জশ-খ্যাতির জন্যে নয়, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ সা. অবশম্ভাব্য ভবিষ্যতবাণী 'নবুওয়াতের আদলে আবারও ফিরে আসবে খিলাফত' এই মহান সত্যকে বাস্ত্মবে রূপ দিতে যারা খিলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত -দীনের সেই সকল দায়ী ও কল্যাণকামীদের উদ্দেশ্যে ।

প্রকাশকের আরয

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। অত:পর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. এর প্রতি। যিনি এধরার বুকে এসেছিলেন রাহমাতুল লিল আলামীন হয়ে। বিশ্বমানবতাকে মানব রচিত মতবাদ আর মতাদর্শের জুলুম থেকে, মানুষকে মানুষের ইবাদাত আর গোলামী থেকে মুক্ত করে পরম করুণাময় এক আল্লাহর ইবাদত আর গোলামীতে নিয়ে যাবার জন্য সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সারা পৃথিবী জুড়ে মুসলিমদের অবস্থা যে কি করুণ আর ভয়াবহ তা বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না। মুসলিম উম্মাহর এই দূরাবস্থার পেছনে যে বিষয় গুলো প্রধান ভূমিকা রাখছে তার মধ্যে অন্যতম দু'টি বিষয় হচ্ছে, ১. দীন ইসলামকে নিছক ধর্মে রুপান্তর করা। ২. ইসলামের অন্যতম প্রধান কিছু পরিভাষা যেমন খিলাফত, বাইআত, ইমামত ইত্যাদির ভুল ব্যাখ্যা।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অমুসলিম ও অনৈসলামিক শক্তি ইসলামকে দীন তথা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা থেকে ইহুদী-খৃষ্টানদের ধর্মের মতো নিছক কিছু রিচুয়েলস তথা আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মে রূপান্তরের মাধ্যমে ইসলামের সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি বিসর্জন দেয়ার জন্য তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি এজন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। অধিকাংশ মিডিয়া আর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী গুলোও কাফিরদের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

অপরদিকে খিলাফত, বাইআত, ইমামতসহ ইসলামের অন্যতম প্রধান পরিভাষা গুলোর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে গুটিকয় খানকাহ আর পীর-মুরিদী সিলসিলার মধ্যে বিসর্জন দেয়া হচ্ছে। অথচ খিলাফত ছিলো ইসলামের মূল শক্তি, বায়আতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে এক খলীফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ রেখে সারা বিশ্বের সকল বাতিল জীবনাদর্শের উপর দীন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য অপরিহার্য উপাদান।

মুসলিম উম্মাহ্র বর্তমান এই অধ:পতিত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ঈমান-আকীদা-তাওহীদ, কুফর-শিরক এবং তাগুতসহ উপরোক্ত বিষয় দু'টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইলম অর্জনের কোন বিকল্প নেই।

এ লক্ষ্যে ব্যাপক মুসলিম জনসাধারণের কাছে এই বিষয় গুলোকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য বর্তমান আধুনিক যুগের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক

মিডিয়া অকল্পনীয় ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু দু:খজনক সত্য আর বাস্তবতা হলো, বর্তমান মিডিয়ার অধিকাংশই ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সেই সাম্রাজ্যবাদী আর তাগুতেরই দাসত্য করছে। যার ফলে মুসলিম উম্মাহ্ বঞ্চিত হচ্ছে সত্য ও সঠিক তথ্য থেকে। দূরে সরে যাচ্ছে তাওহীদ ও ঈমানের মূল জ্ঞান থেকে। ইসলামকে আবারো বিজয়ী করা ও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিষয়কে ভাবতে শিখছে চরমপন্থা বা সন্ত্রাস হিসেবে।

এই দূরাবস্থা নিরসন ও ইসলামের সঠিক স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য একটি শক্তিশালী মিডিয়ার প্রয়োজন অনেক আগ থেকেই সমভাবে বিরাজমান ছিলো, এখনো আছে। দীনের এই প্রয়োজন পূরণ এবং মুসলিম উম্মাহর চিন্তার স্তরকে আরো উন্নত করার জন্যই আমাদের একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার বহি:প্রকাশ হচ্ছে, আল্ বায়ান পাবলিকেশন্স।

মহান আল্লাহ এবং তার প্রিয় রাসূলের অমীয় বাণী এবং দীন ইসলামের সুমহান আদর্শ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এই পাবলিকেশন্স থেকে আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করছি। যার প্রথম প্রকাশনা হচ্ছে বক্ষমান এই বই। ইনশাআল্লাহ আমরা এধরণের প্রকাশনা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করবো। তবে এজন্য প্রয়োজন হলো আপনাদের সকলের সর্বাত্মক আন্তরিক নেক দুয়া ও সহযোগীতা।

সচেতন পাঠকদের জন্য শাইখ মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী সাহেবের পরিচয় নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়না। আর যারা নতুন তারা এ বই পড়লেই তার সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

শাইখের সীমাহীন ব্যস্ততা আর ধারাবাহিক সফরের মধ্যে খুবই স্বল্পতম সময়ে এক সাথে দু'টি বই বের করায় এতে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশীই বানান ও শব্দ বিভ্রাট থেকে যেতে পারে। তবে আকীদা ও কুরআন সুন্নাহর খেলাফ কোন বিষয় আশা করি এতে নেই। বইতে কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা লেখকের নয়, প্রকাশকের বলে গ্রহণ করার ও সে ব্যাপারে আমাদেরকে অবগত করার অনুরোধ রইলো সবার প্রতি। এটি দীন দরদী ভাইদের জন্য একটি ছোট পরীক্ষাও বটে। দেখা যাক দীনের জন্য কার কাছ থেকে কতটুকু আন্তরিকতা পাওয়া যায়!

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার দীনের জন্য কবুল করুন - এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবারকার মতো আল্লাহ হাফেজ।

-মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

আল্ বায়ান পাবলিকেশন্স

ভূমিকা

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাত করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ.

অর্থ: "আমি জীন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।" (সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

আর ইবাদাত করার পূর্বে প্রয়োজন হলো যার ইবাদাত করবো তার সঠিক পরিচয় জানা এবং তার পছন্দ মতো ইবাদাত করা। এক্ষেত্রে তার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক না করা। ইরশাদ হচ্ছে,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

অর্থ: "সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (কাহফ, ১৮ঃ ১১০)

একারণেই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। এক. إخلاص النية। إخلاص النية বা নিয়তকে বিশুদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে ইবাদাতকে শিরক মুক্ত করে খালেসভাবে এক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে পেশ করা। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ.

অর্থ: "তাদেরকে এ ছাড়া কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।" (বাইয়্যিনাহ, ৯৮ঃ ৫)

দুই. إتباع السنة বা সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। অর্থাৎ যে কোনো ইবাদাত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরীত রাসূল সা. এর সুন্নাহ (বা আদর্শ) কে অনুসরণ করা। ইরশাদ হচ্ছে,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ: "হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা মহান আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ তো সীমাহীন দয়াময় ও ক্ষমাশীল।" (আলে ইমরান, : ৩১)

এই দুই শর্ত পূরণ না করলে কোন ইবাদাতই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ প্রথম শর্ত ইখলাসের অবর্তমানে ইবাদাত টি শিরক যুক্ত হবে। আর শিরক যুক্ত ইবাদাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গ্রহণ করেন না। বরং যে ব্যক্তি শিরক করে মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

অর্থ: "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। (মায়েদা, ৫ঃ ৭২)

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বহু নবীদের নাম উল্লেখ করার পরে বলেছেন,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থ: "তারা যদি শিরক্ করতো তবে তাদের কৃতকর্ম নিস্ফল হত।" (সূরা আন'আম, আয়াত : ৮৮)

এমনকি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা. কে উদ্দেশ্য করেও আল্লাহ সুবঃ ইরশাদ করেছেন,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

অর্থ: "তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহী হয়েছে তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" (যুমার, ৩৯ঃ৬৫)

তাছাড়া আল্লাহ সুবঃ আরও সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

অর্থ: "নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচছা করেন। (নিসা, ৪ঃ ৪৮)

আর দ্বিতীয় শর্ত তথা إتباع السنة এর অবর্তমানে যে ইবাদাত করা হয় সেটি হবে বিদ'আহ্।

আর এ বিষয়ে রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন,

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

অর্থ: হযরত আয়শা রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি এই দীনের মাঝে নতুন কোন বিদ'আত প্রবেশ করাবে, সে আমার উম্মত নয়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৫০)

রাসূল সা. আরো ইরশাদ করেছেন,

وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار.

অর্থ: "জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহীরই নিশ্চিত পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।" (সহীহ ইবনে খুজাইমান, নং ১৭৮৫)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সা. এর তরীকার অনুসরণ ছাড়া কোন ইবাদাত করলে তা যত ভালো উদ্দেশ্যেই করা হোক না কোন মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। মনে করুন, জোহরের ফরজ সালাত চার রাকাত। আসরের সালাত চার রাকাত। ইশার সালাতও চার রাকাত। মাঝ খানে মাগরিবের সালাত তিন রাকাত। এখন কেউ যদি মাগরিবের সালাতকেও পূর্ণ খুশু-খুযূ ও ইখলাসের সাথে চার রাকাত পড়ে তাহলে তার এই সালাত কি আদায় হবে? মোটেই নয়। এ বিষয়টি যেমন সকলের কাছে স্পষ্ট তেমনিভাবে আল্লাহ সুবঃ এর যে কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রেই ইখলাস ও রাসূলের অনুসরণ ছাড়া তা গ্রহণ যোগ্য হবে না।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমরা লক্ষ্য করছি এদেশের দীনদার ও ধার্মিক লোকদের অনেকেও শিরক ও বিদ'আতে জর্জরিত। যেমনটি স্বয়ং মহান আল্লাহ সুবঃ ইরশাদ করেছেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

অর্থ: "তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদাতে) শিরক করা অবস্থায়।" (সুরা আল ইউসুফ ১২:১০৬)

রাষ্ট্র থেকে দীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে আলাদা করে বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদাতের রাস্তা খোলা হয়েছে। এরপরে রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই শিরক এবং বিদ'আত ঢোকানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় শিরক ও বিদ'আত যেমন: জনগণ সমস্ত ক্ষমতার মালিক, সংসদকে স্বার্বভৌম ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু মনে করা, প্রয়োজনে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরীর ক্ষমতা দেয়া, মানব রচিত আইনে বিচার-ফায়সালা করা এবং সে আইন মানতে জনগণকে বাধ্য করা, রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি তৈরী করা, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির সামনে মূর্তি তৈরী করা, মূর্তির সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা, নগ্ন পায়ে হেটে যাওয়া, মূর্তিকে ফুল দেয়া, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণের নামে অগ্নি পূজা করা। তাছাড়া প্যারেড করার সময় রাসূলের সুন্নাহ রাইট-লেফট (ডান-বাম) না বলে শয়তানের সুন্নাহ (লেফ্ট-রাইট) বাম-ডান বলা, যাতায়াতের ক্ষেত্রে রাস্তার ডান দিকের পরিবর্তে বাম দিক ব্যবহার করা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় শিরক ও বিদ'আত।

অপরদিকে ধর্মীয় শিরক ও বিদ'আত হচ্ছে মুসলিম জাতীর খিলাফাহ ও বাইআতের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় বিষয়কে ব্যক্তি পর্যায়ে এনে পীর প্রথা চালু করে গোটা মুসলিম উম্মাহকে এক খলীফা বা ইমামের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথকে স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করে দিয়ে বিভিন্ন দল-উপদল, ফেরকা, মনগড়া তরীকা ইত্যাদিতে বিভক্ত করা। পীরদের নামে বিভিন্ন তরীকা তৈরী করা। তাছাড়া কবর পূঁজা, মাজার পূঁজা, পীর পূঁজা, কুমির পূঁজা, কচ্ছপ পূঁজা, পাথর পূঁজা, কবরে ফুল দেয়া, টাকা-পয়সা, আগরবাতি-মোমবাতি দেয়া, এমনকি সেজদা করা ও প্রার্থনা করা আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতকেও হার মানিয়েছে। পীর-বুজুর্গ আর খাজাবাবা, গাঁজা বাবা, লেংটা বাবাদেরকে গাউছ, কুতুব, আবদাল, আকতাব, আওতাদ, বান্দানেওয়াজ, গরীব নেওয়াজ, আতাবখশ্, গঞ্জেবখশ, গাউছুল আজম ইত্যাদি উপাধি দিয়ে তাদেরকে এবং নবী, ফিরিশতা, ওলী-আউলিয়া, সাধু-স্বজনদেরকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী, তাদেরকে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে "মাধ্যম" সাব্যস্ত করে তাদেরকে ক্ষমতার অধিকারী, হেদায়াত দানকারী এবং ইলাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজন করার অধিকারী বিশ্বাস করে তাদেরকে রবের আসনে বসানো। এ চিত্রটিই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এভাবে তুলে ধরেছেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

অর্থ: "তারা তাদের ধর্মীয় পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত।" (তাওবা : ৩১)

অথচ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

অর্থ: “আল্লাহ বললেন: তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না, তোমাদের ইলাহ তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর।” (নাহল : ৫১)

ইসলামের সঠিক শিক্ষার অবর্তমানে সৃষ্ট এই নারকীয় পরিস্থিতি হতে মুক্তি পেতে হলে সকল প্রকার তাগুত ও বহু ইলাহ-বহু রবের ইবাদাত এবং তাদের তৈরী করা তন্ত্র-মন্ত্র ও সকল বিধান বাতিল করে ওহীর বিধান কায়েম করতে হবে। ফিরে আসতে হবে এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে। আঁকড়ে ধরতে হবে কুরআন-সুন্নাহকে। কায়েম করতে হবে খিলাফাহ ‘আলা মিন্‌হাজিন নুবুওয়্যাহ। সেই মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই এই সিরিজ প্রকাশনার সূচনা। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমাদের এই ক্ষুদ্র মেহনতকে কবুল করে তার খাস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দিন, আমীন।

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থ: “আসুন! আমরা অন্তত: একটি বিষয়ের ব্যাপারে একমত হই যে, - যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান- যে, আমরা এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে ‘রব’ বানাবো না।” (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

-মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩।

সূচীপত্র

চতুর্থ প্রধান ত্বাগুত: হাওয়া বা প্রবৃত্তির অনুসরণ.................................. ১৫
পঞ্চম প্রধান ত্বা-গুত যাদুকর... ২০
যাদু দুই প্রকার: হাক্বিক্বী এবং তাখঈলী.. ২১
যাদু টোনা, জ্বিনের আসর বদ নযর ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়...২৪
বিপদ-মুসীবতের প্রকারভেদ..২৬
যে সব পথে শয়তান মানুষকে আক্রমণ করে....................................২৭
বদনযর বা যাদুটোনা থেকে বাঁচার জন্য ঝাড়-ফুক করার দোয়া...............২৯
যাদুর চিকিৎসা..৩১
কালো জিরা দ্বারা চিকিৎসা...৩৪
ঝাড়-ফুঁক এর জন্য শর্তাবলী ৩৪
ঝাড়-ফুঁকের কয়েকটি নিয়ম আছে..৩৬
বদনযর লাগা ব্যক্তির জন্য উপদেশাবলী ৩৮
কয়েকটি সতর্কতা ৩৯
যাদুকর ও ভেল্কীবাজদেরকে চেনার উপায়.......................................৪০
যাদু ও মু’জেযার পার্থক্য...৪১
যাদুর শরয়ী বিধান..৪৩
যাদুকর কাফের কি না? ৪৭
‘গণক-জ্যোতিষী’..৫০
ষষ্ট প্রধান ত্বা-গুত বিচারক’...৬২
সপ্তম প্রধান ত্বা-গুত: কবর, মাজার, দরগা’ পীর-ফকির.........................৬৪
শরীয়তের বিধান জানার মাধ্যম ৬৬
পীর-মুরীদী সম্পর্কে আমাদের চূড়ান্ত কথা ৭২
তাওহীদের দ্বিতীয় রুকনঃ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান..............................৭৩
আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়্যাতের প্রতি ঈমান.......................................৭৪
শিরক...৭৬
শিরক দুই প্রকার ৭৭
শির্কের ভয়াবহতা ৮৫
তাওহীদ ও শির্কের চিরকালীন দ্বন্দ্ব..৯৩
শির্ক কেন এত ভয়াবহ ৯৬
শির্ক না করার নির্দেশ এবং আহ্বান ৯৭
শির্ক না করার ফযীলত ৯৯
শির্ক সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা ১০০
শির্কের কারণ ১০২
রবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শিরক...১০৫

ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্‌ক ১০৬
তাঁর গুণের মধ্যে শির্‌ক ১০৬
শিরকের প্রকারভেদ ১০৭
তাই তাওহীদের মত শিরকও তিন প্রকার ১০৭
এক. শিরক ফির রুবুবিয়্যাহ ১০৭
দ্বিতীয় ধরনের শিরক হচ্ছে শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ........ ১০৮
শিরক ফিল ইবাদত' দুই প্রকার........ ১০৯
তৃতীয় ধরনের শিরক হচ্ছে: শিরক ফিল আসমা ও সিফাত ১০৯
ইসলাম ও কুফর........ ১১১
শরীয়তের পরিভাষায় কুফর ১১২
কুফর দুই প্রকার........ ১১৩
দোষারোপ ও অপবাদ এবং ঠাট্টা বিদ্রুপ........ ১২৩
ছোট কুফুর ১২৫
আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ ১২৮
২০ টি দলীল........ ১৪০
তাওহীদের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও সকলক্ষেত্রে তাওহীদ প্রয়োগ ১৫২
মৌলিক অধিকার রক্ষায় ইসলামের নির্দেশ সমূহ........ ১৫৪
দ্বীন হিফাজত করার জন্য ইসলামের নির্দেশ সমূহ ১৫৪
জীবনের নিরাপত্তা বা জান হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান সমূহ........ ১৬৭
আক্বল-জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধি হেফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান সমূহ........ ১৭৫
বংশ হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান সমূহ ১৭৭
মান-মর্যাদা হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান ১৮৫
মাল হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান সমূহ........ ১৮৯
সুদের প্রকারভেদ ১৯৮
সুদ ও মুনাফা ২০০
ইসলামী ব্যাংকের নামে সুদের প্রচলন ২০০
সুদ ও মুনাফার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র ২০৩
সংক্ষেপে মূল কথা........ ২০৭

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

অর্থ: "যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে তো মজবুত ও শক্ত এক রজ্জুকে আকড়ে ধরলো ।"
(সূরা বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৬)

চতুর্থ প্রধান ত্বাগুত: الهوى 'হাওয়া' বা প্রবৃত্তির অনুসরণ

الهوى **শব্দের আভিধানিক অর্থ হলঃ**

الميل والحب والعشق، ويكون فى مداخل الخير والشر আকৃষ্ট হওয়া, ভালবাসা, আসক্ত হওয়া। ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। তবে সাধারণতঃ মন্দ কাজের ইচ্ছা করার ক্ষেত্রেই বেশী ব্যবহার করা হয়। **ويكون معنى ارادة الشىء وتمنيه** সুতরাং মূল অর্থ হচ্ছেঃ কোন কিছু মনে মনে আশা-আকাঙ্খা করা।

هوى النفس মানে হচ্ছে 'মনের ইচ্ছা'। পবিত্র কুরআনে এসেছে ঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى

অর্থ: "পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং **মনের খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে।** (নাযিআ'ত, ৭৯ঃ ৪০)

هوى দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ (ক) **الهوى بمعنى الكفر الاكبر المخرج عن الملة** বা বড় কুফর; যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

(খ) **الهوى بمعنى الفسوق او المعصية التى هى دون الكفر الاكبر** বা সাধারণ পাপ এবং নাফরমানী; যা কুফরে আকবারের চেয়ে ছোট। যা পাপ বটে তবে ইসলাম থেকে খারিজ করে না।

প্রথম প্রকার ঃ الهوى بمعنى الكفر الاكبر المخرج عن الملة বা বড় কুফর; যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ

অর্থ: "আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ্ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। (জাসিয়া, ৪৫ঃ ২৩)

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

অর্থ: "আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? (ফুরকান, ২৫ঃ ৪৩)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ

অর্থ: "আল্লাহ্‌র হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? (কাসাস, ২৮ঃ ৫০)

অর্থাৎ মানুষকে গোমরাহ করার মত যত জিনিষ আছে, তার মধ্যে মানুষের **هوى** বা নফসই হচ্ছে সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টকারী শক্তি। কারণ শয়তানকেও শয়তান বানিয়ে ছিল এই 'নফসই'। কেননা শয়তানকে ধোকা দেওয়ার

জন্য অন্য কোন শয়তান ছিল। বরং তার নফসই তাকে **انا خير منه** (আমি তার চেয়ে ভাল) বলতে শিখিয়ে ছিল। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের **هوى** বা প্রবৃত্তির দাসত্ব করবে, তার পক্ষে আল্লাহর বান্দা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান পাওয়া যাবে, যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, কেবল সে কাজই করতে সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করবে। সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ নিষেধও করে থাকেন, তবুও সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। আর এসব জিনিস যেসব কাজে পাওয়া যাবে না সেসব কাজ করতে সে কখনও প্রস্তুত হবে না। আল্লাহ তাআলা যদি সেই কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবুও সে তার কিছুমাত্র পরোয়া করবে না। এমতাবস্থায় একথা পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, সে আল্লাহ তা'আলাকে তার ইলাহ রূপে স্বীকার করেনি বরং তার নফসকেই সে তার একমাত্র ইলাহের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। কাজেই এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে আল্লাহর হেদায়াত লাভ করতে পারে না। কুরআন শরীফে একথা অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে ঃ

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ـ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

অর্থ: "আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে ? তারা তো চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রষ্ট। (ফুরকান, ২৫ঃ ৪৩-৪৪)

যে ব্যক্তি নফসের দাস, সে যে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না। কোন পশুকে আপনারা নির্ধারিত সীমালংঘন করতে দেখবেন না। প্রত্যেক পশু সেই জিনিসই আহার করে এবং ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য খায় যে পরিমাণ আল্লাহ তাআলা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু এই মানুষ এমনই এক শ্রেণীর পশু যে, সে যখন নফসের দাস হয়ে যায়, তখন সে এমন সব কাজ করে যা দেখে শয়তানও ভয় পেয়ে যায়। মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার এটাই প্রথম কারণ। এই জাতীয় মানুষের অনুসরণ করতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

অর্থ: "যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্য কলাপ হচেছ সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না। (কাহাফ, ১৮ঃ ২৮)

فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا

অর্থ: "অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। (নিসা, ৪ঃ ১৩৫)

فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى

অর্থ: "তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। (ছোয়াদ, ৩৮ঃ ২৬)

فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى

অর্থ: "সুতরাং যে ব্যক্তি কেয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। (ত্বহা, ২০ঃ ১৬)

وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا

অর্থ: "এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। (মায়েদা, ৫ঃ ৭৭)

وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

অর্থ: "এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে। (আনআম, ৬ঃ ১৫০)

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ

অর্থ: "যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। (বাক্বারা, ২ঃ ১২০)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

অর্থ: "সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃংখল হয়ে পড়তো। (মুমিনুন, ২৩ঃ ৭১)

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থ: "যদি আপনি তাদের বাসনার অনুসরণ করেন, সে জ্ঞানলাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (বাক্বারা, ২ঃ ১৪৫)

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

অর্থ: "আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। (মায়েদা, ৫ঃ ৪৯)

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ

অর্থ: "যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে আল্লাহর কবল থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী আছে এবং না কোন রক্ষাকারী। (রা'দ, ১৩ঃ ৩৭)

এই সকল আয়াতে **الهوى** শব্দটি **الكفر الاكبر** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেনঃ

فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه. (الفتاوى ٨/٣٥٩)

অর্থ: "যে ব্যক্তি মনের পূজা করে বা মনে যা চায় তাই করে, সে ব্যক্তি মূলত: নিজের মনকেই ইলাহ বা মাবূদ বানিয়ে নিয়েছে। (আল ফাতাওয়া, ৮/৩৫৯)

দ্বিতীয় প্রকার ঃ

الهوى بمعنى الفسوق او المعصية التى هى دون الكفر الاكبر

বা সাধারণ পাপ এবং নাফরমানী; যা কুফরে আকবারের চেয়ে ছোট। যা পাপ বটে তবে ইসলাম থেকে খারিজ করে না।

এই প্রকারের দলীল হচ্ছেঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

অর্থ: "অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ

কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত। (নিসা, ৪ঃ ১৩৫)

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ـ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

অর্থ: "পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং মনের খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা। (নাযিআ'ত, ৭৯ঃ ৪০)

قال البغوى فى التفسير، قال مقاتل: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها

অর্থ: "ইমাম বাগাভী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেনঃ এর মানে হচ্ছে 'গুনাহের ইচ্ছা করার পরে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা স্মরণ করে উক্ত গুনাহকে ত্যাগ করা।

পঞ্চম প্রধান ত্বা-গুত الساحر 'যাদুকর'

الشى الخفى শব্দটি السِّحْر থেকে নির্গত। السِّحْر অর্থ হচ্ছে الساحر গোপন, সুক্ষ বস্তু, ধোঁকা, ভেল্কি বাজী, কৌশল।

وقيل السحر ما خفى ولطف سببه، فتح المجيد صـ٢٩٥ যাদু এমন একটি বস্তু যার কারণ সুক্ষ, অদৃশ্য السَّحَر রাতের শেষ অংশ। কেননা রাতের শেষ অংশের অন্ধকার ভেদ করে আস্তে আস্তে গোপন এবং সূক্ষ্মভাবে দিন বের হয়ে আসে।

السحر اصطلاحاً পরিভাষায় সিহর- যাদু

قال أبو محمد المقدسى فى الكافى : السحر : عزائم ورقى تؤثر فى القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ احد الزوجين عن صاحبه،

অর্থ: "আবু মুহাম্মাদ আল মাক্বদেছী বলেনঃ 'যাদু হচ্ছে এমন কিছু মন্ত্র এবং ঝাড়-ফুঁক যা দেহ বা মনে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মানুষ অসুস্থ হয়, মারা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল সৃষ্টি করে।" ইরশাদ হচ্ছেঃ

قال الله تعالى: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وقال سبحانه : وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تيسير العزيز الحميد، صـ٣٨٢ وفتح المجيد صـ ٣١٤

"অত:পর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে" (বাক্বারা, ২ঃ ১০২) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে" (ফালাক্ব, ১১৩ঃ ৪)।

ونقل ابن حجر فى الفتح عن القرطبى قوله ان السحر حيل صناعية يتوصل اليها بالاكتساب غير انها لدقتها لايتوصل اليها الا آحاد الناس ومادته الوقوف على خواص الاشياء والعلم بوجوه تركيبها واوقاته. فتح البارى جـ١٠ ،صـ٢٢٣

ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী তাফছীরে কুরতুবী হতে বর্ণনা করেন যে, যাদু হচ্ছে কিছু কারিগরি কৌশল যা শিখতে হয়। তবে এগুলো অতিসূক্ষ্ম হওয়ার কারণে খুব কম লোকই এটাকে অর্জন করতে পারে। আর মৌলিক উপাদান হলো "বিভিন্ন জিনিষের ক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া, এর গঠন প্রণালী এবং সময় জানা। (ফাতহুল বারী ১৩/২২৩)

السحر/যাদুর কোন ভিত্তি আছে কিনা তা নিয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে, কেউ কেউ বলেছেন এর কোন ভিত্তিই নেই। আবার কেউ বলেছেন হাঁ এর ভিত্তি আছে। কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে যাদুকরা যায়, কষ্ট পায়, অসুস্থ হয়, মরে যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, মূলত: এই মতবিরোধের কারণ হচ্ছে যাদুর বিভিন্ন প্রকার থাকা।

السحر ينقسم الى قسمين: حقيقى وتخيلى
যাদু দুই প্রকার: হাক্বিক্বী এবং তাখঈলী

প্রথম প্রকার: হাক্বিকী সিহর

فالحقيقى منه : عبارة عن عمل يؤثر فى الأبدان أو فى القلوب، يؤثر فى الأبدان بالمرض أو بالموت، أو يؤثر فى الكفر بأن يخيل ألى إنسان أنه فعل شيأً وهو لم يفعله.

হাক্বিকী সিহর (যাদু): এমন কিছু আমল যা মানুষের দেহ অথবা মনের ভিতরে প্রতিক্রিয়া করে - যাতে মানুষ অসুস্থ হয়, মরে যায়, অথবা মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় ফলে কোন কাজ করে ভুলে যায়।

أو يؤثر فى القلب فيورث به كراهة، أو محبة غير طبعين، فهذا هو الصرف والعطف، بأن يعطف الإنسان ويحدث فيه محبة غير عادية لبعض الأشياء أو بعض الأشخاص، أو يكرهه إلى هذا الشىء أو يبغضه إليه، كأن يفرق بين المرء وزوجه أو يحبب أحدهما للآخر، ويسمى بالتولة.

অথবা অন্তরের ভিতরে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে ফলে কাউকে সে অপছন্দ করে, কারো প্রতি আসক্ত হয়, কাউকে ঘৃণা করে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল সৃষ্টি করে, আবার কারো প্রতি আসক্ত করে। এইগুলোকে تولة বলা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রকারের সিহর (যাদু) করা হয়েছিল, যা বুখারীর হাদীস নং- ৫৭৬৫ এবং মুসলিম ২১৮৯ নং হাদীস।

عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: (أتانى ملكان، فجلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال لبيد بن الأعصم فى مشط ومشاطة، وفى جف طلعة ذكر فى بئر ذروان). رواه البخارى

অর্থ: "হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, লাবিদ ইবনুল আ'সাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদু করেছিল, এবং জিব্রাঈল (আ:) সূরায়ে ফালাক্ব দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে গেলেন - যেমনভাবে রশির বাধঁন খুলে দিলে বন্দি প্রাণি দ্রুত চাঙ্গা হয়। (বিস্তারিত জানার জন্য হাদীস থেকে দেখে নিন)

দ্বিতীয় প্রকার: তাখ্ঈলী সিহর

التخييلى : ما يؤثر فى الأبصار والأنظار فترى الشىء على خلاف ما هو عليه.

অর্থাৎ যে যাদু চোখ এবং দৃষ্টিশক্তির উপর প্রভাব ফেলে। যার কারণে কোন বস্তুকে বাস্তবতার বিপরীত দেখে। ফেরাউনের যাদুকররা মুসা (আ:)-এর সাথে এই প্রকারের যাদুই করেছিল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

অর্থ: "অকস্মাৎ তাদের যাদুর প্রভাবে তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে বলে মূসার মনে হতে লাগলো।" (ত্বহা, ২০ঃ ৬৬)

এমনিভাবে সুরা আ'রাফে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

অর্থ: "যখন তারা নিজেদের যাদু ছাড়লো, তখন তা দ্বারা লোকদের দৃষ্টিকে যাদু করলো এবং তাদেরকে আতংকিত করে তুললো।" (আরাফ : ১১৬)

এখানে আল্লাহ তা'আলা **سحروا الناس** (মানুষকে যাদু করলো) না বলে **سحروا اعين الناس** (মানুষের চোখে যাদু করেছে) বলেছেন।

এখানে একথা বলা হচ্ছে যে, এ প্রভাব সাধারণ লোকদের ওপর পড়েনি, হযরত মূসাও (আ:) যাদু দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার চোখই কেবল এটা অনুভব করেনি বরং তাঁর মস্তিষ্কও অনুভব করছিল যে, লাঠি ও রশিগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। এবং হাঠাৎই তার চোখ ভেসে উঠেছে যেন শত শত সাপ কিল বিল করতে করতে তার দিকে দৌড়ে চলে আসছে। এ দৃশ্য দেখে হযরত মূসা (আ:) তাৎক্ষণিকভাবে নিজের মধ্যে যদি একটি আশংকার ভাব অনুভব করে থাকেন তাহলে এটা কোন অবাক হবার কথা নয়। মানুষ তো সর্বাবস্থায় একজন মানুষই। একজন নবী নবী হলেও মানবিক আবেগ-অনুভূতি এবং অন্যান্য মানবিক চাহিদা থেকে তিনি কখনোই মুক্ত নন। তাছাড়া এ সময় হযরত মুসা (আ:) স্বাভাবিকভাবে এ আশংকাও করে থাকতে পারেন যে, মু'জিযার সাথে এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ দৃশ্য দেখে জনসাধারণ নিশ্চয়ই বিভ্রাটে পড়ে যাবে এবং তাদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

এখানে একটি কথা অবশ্যি উল্লেখযোগ্য। কুরআন এখানে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করছে যে, নবীও যাদু প্রভাবিত হতে পারেন। যদিও

যাদুকর তার নবুওয়াত কেড়ে নেবার অথবা তাঁর প্রতি নাযিলকৃত অহীর মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার কিংবা যাদুর প্রভাবে তাঁকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে না, তবুও মোটামুটিভাবে কিছুক্ষণের জন্য তার স্নায়ুর ওপর এক ধরনের প্রভাব বিস্তার অবশ্যি করতে পারে। এ থেকে হাদীসগ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করার ঘটনাটি পাঠ করে শুধুমাত্র এ রেওয়ায়াতগুলোকে মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত হন না বরং আরো সামনে অগ্রসর হয়ে সমগ্র হাদীস শাস্ত্রকেই অনির্ভরযোগ্য গণ্য করে, তাদের চিন্তাধারার গলদও সামনে এসে যাবে।

যাদু টোনা, জ্বিনের আসর বদ নযর ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়

পৃথিবীতে আল্লাহর প্রচলিত নিয়ম-নীতির প্রতি কেউ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, বিপদ-মুসীবত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি অবধারিত নীতি। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেনঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

অর্থ: "আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-অভাব দিয়ে। আরো পরীক্ষা করব সম্পদ, জান ও ফসলের ঘাটতি করে। এসকল ক্ষেত্রে যারা ধৈর্য ধারণ করে আপনি তাদের সুসংবাদ প্রদান করুন।" (সুরা বাক্বারা, ২ঃ ১৫৫)

যারা মনে করে যে নেক লোকদের কোন বিপদ নেই, তাদের ধারণা ভুল; বরং বিপদ-মুসীবতই হচ্ছে ঈমানের পরিচয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করা হল কোন মানুষ সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্থ হয়? তিনি বললেন ঃ

الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالأمثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه وإن كان فى دينه رقة خفف عنه

অর্থ: "নবীগণ, তারপর নেককারগণ, তারপর তাদের নিকটবর্তীগণ। ধর্মের দৃঢ়তা অনুযায়ী মানুষকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ধর্মীয় দিক

থেকে যদি সে সুদৃঢ় হয় তবে তার বিপদাপদও বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। তার ধর্মীয় দিক যদি হালকা হয় তবে বিপদাপদও হালকা হয়।" (আহমাদ)

বিপদাপদ হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালবাসার একটি অন্যতম আলামত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وأن الله اذا احب قوماً ابتلاهم

অর্থ: "আল্লাহ যখন কোন জাতীকে ভালবাসেন তাদেরকে বিপদে আক্রান্ত করেন।" (আহমাদ তিরমিযী)

এছাড়া বিপদাপদ হল বান্দার প্রতি আল্লাহর কল্যাণের একটি অন্যতম পরিচয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا واذا اراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة

অর্থ: "আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতে তড়িৎ তার শাস্তির ব্যবস্থা করেন। আর আল্লাহ যখন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন গুনাহ করার পরও তাকে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর সেই শাস্তি ক্বিয়ামত দিবসে পূর্ণরূপে দান করবেন।" (তিরমিযী)

বিপদ-মুসীবত সামান্য হলেও তা গুনাহ মাফ হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.

অর্থ: "কোন মুসলমান যদি কাঁটা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় বা তার চাইতে কোন বড় বিপদে পড়ে, তবে এমনভাবে আল্লাহ তা দ্বারা তার পাপকে মোচন করে যেমন গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে।" (বুখারী ও মুসলিম)

এজন্য বিপদগ্রস্থ মুসলিম ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তবে তার বিপদ পূর্বকৃত পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ হয়ে যায়। অথবা তা দ্বারা তার মর্যাদা উন্নীত করা হয়। কিন্তু সে যদি গুনাহগার হয় তবে বিপদাপদ তার পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ হয় এবং পাপের ভয়াবহতার কথা তাকে স্মরণ করানোর জন্য হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থ: “জলে-স্থলে যে সকল বিপদ-বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে তা মানুষের কৃতকর্মের জন্যই। যাতে করে তার মাধ্যমে তাদের কর্মের কিছুটা শাস্তি প্রদান করা হয়। যাতে করে তারা সৎ পথে ফিরে আসে।” (সুরা রূম :৪১)

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ:) বলেনঃ বান্দার যখন সকাল ও ঘটে এমতাবস্থায় যে, এক আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন লক্ষ্য থাকে না, তখন আল্লাহ তার সকল প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব বহন করেন। তাঁর সকল বিষন্নতা দূর করে দেন। আর আল্লাহর ভালবাসার জন্য তার অন্তরকে, তাঁর যিকিরের জন্য জিহ্বাকে ও তাঁর অনুসরণের জন্য তার অঙ্গ-প্রতঙ্গকে মুক্ত করে দেন।

আর যখন সকাল ও সন্ধ্যা হয় এমতাবস্থায় যে, দুনিয়াই তার লক্ষ্য, তখন আল্লাহ তার উপর দুনিয়ার সকল চিন্তা ভাবনা ব্যস্ততা চাপিয়েদেন। আর তাকে তার নিজের উপর নির্ভরশীল করেন। অতঃপর তার অন্তরকে আল্লাহর ভালবাসার পরিবর্তে সৃষ্টির ভালবাসা দ্বারা, তার জিহ্বাকে আল্লাহর যিকিরের পরিবর্তে তাদের স্মরণ দ্বারা ও তার সকল অঙ্গকে আল্লাহর অনুসরণ পরিবর্তে তাদের সেবা ও কাজ দ্বারা ব্যস্ত করে দেন। অতঃপর সে বন্য পশুর মত অন্যের সেবায় পরিশ্রম করে। কামারের মশকের মত যা ভিতরে বাতাস ভরে এবং তা অন্যের উপকারের জন্য চিপিয়ে বের করে। (তাতে নিজের কোন উপকার হয় না)

অতএব যেসব লোক আল্লাহর ইবাদত, তাঁর অনুসরণ ও তাঁর ভালবাসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাকে সৃষ্টির ইবাদত (দাসত্ব) ও তাদের ভালবাসা দ্বারা পরীক্ষায় লিপ্ত করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ.

অর্থ: “যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অত:পর সেই তার সঙ্গী হয়।” (যুখরুফ : ৩৬)

বিপদ-মুসীবতের প্রকারভেদ:

কল্যাণের বিপদ। যেমন ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি। অকল্যাণের বিপদ। যেমন: ভয়-ভীতি, ক্ষুদা-দারিদ্রতা, জান-মালের ক্ষতি ইত্যাদি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً আমি তাদেরকে কল্যাণ

ও অকল্যাণের ফিতনায় ফেলে পরীক্ষা করে থাকি। (সুরা আম্বিয়া, ২১ঃ ৩৫) আরো মারাত্মক বিপদ হচ্ছে অসুস্থতা ও মৃত্যু। যার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, হিংসা-বিদ্বেষ করে বদনযর ও যাদুতে আক্রান্ত করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ اكثر من يموت من أمتى بعد قضاء الله وقدره بالعين ‘আল্লাহর নির্ধারণ ও ফায়সালার পর আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মানুষ মারা যায় বদনযরের কারণে। (মুসনাদে তায়ালেসী ও বাযযার, হাদীছটি হাসান)

যে সব পথে শয়তান মানুষকে আক্রমণ করে

অজ্ঞতা, ক্রোধ, দুনিয়ার ভালবাসা, দীর্ঘ আশা, লোভ, কৃপণতা, অহংকার, প্রশংসা পাওয়ার বাসনা, লোক দেখানো কাজ, আত্মম্ভরিতা, হা-হুতাশ, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ, কুধারণা হওয়া, মুসলমানকে অবজ্ঞা করা, গুনাহসমূহকে তুচ্ছ মনে করা, আল্লাহর পাকড়াও ব্যাপারে নির্লিপ্ততা ও আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হওয়া।

বাড়ী-ঘরকে শয়তান থেকে রক্ষা করা ঃ

১. বাড়িতে প্রবেশ, পানাহার ও ঘুমানোর সময় আল্লাহকে স্মরণ করা।

২. বাড়িতে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা, বিশেষ করে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা।

৩. ছবি, ক্রুশ ও মূর্তি হতে বাড়ি ঘর পবিত্র রাখা।

৪. কুকুর থেকে বাড়ি ঘর পবিত্র রাখা।

৫. গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র ও ডিশ থেকে বাড়ি ঘর মুক্ত রাখা।

৬. শঙ্খ বাজানো ও ইবলিসের বাঁশি থেকে বাড়ি ঘর পবিত্র রাখা।

যাদুটোনা, বদ নযর ও জিনের আসর থেকে বাঁচার উপায় ঃ সতর্কতা চিকিৎসার চাইতে উত্তম। অতএব সতর্কতার প্রতি সচেতন থাকা জরুরী। যে সমস্ত বিষয় আমাদেরকে যাদু ও বদ নযর থেকে বাঁচাতে পারে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ

- ঈমান ও তাওহীদ দ্বারা নিজেকে শক্তিশালী করা। সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস রাখা যে, পৃথিবীর যাবতীয় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। সেই সাথে বেশী বেশী সৎ কাজে লিপ্ত থাকা।

- আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ও তাঁর উপর ভরসা করা। কোন সমস্যা দেখা দিলেই যেন তা অসুখ বা বদনযর ধারণা না করে। কেননা ধারণা ও খেয়ালই একটি অসুস্থতা।
- কোন লোক যদি সমাজে পরিচিত হয় যে, তার বদনযর আছে বা সে যাদুকর তবে তার থেকে দূরে থাকা উচিত। তাদের ভয়ে নয়; বরং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার কারণে তাদের থেকে দূরে থাকবে।
- সর্বদা আল্লাহর যিকির করা এবং আশ্চর্য ও আনন্দময় কিছু দেখলে তার বরকতের জন্য দুআ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

اذا رأى احدكم من اخيه او من نفسه او من ماله يعجبه فليبركه فإن العين حق

অর্থ: "কোন মানুষ যদি নিজের মধ্যে বা নিজ সম্পদের মধ্যে বা কোন মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে আনন্দময় কিছু দেখে তবে তার জন্য যেন বরকতের দুআ করে। কেননা বদনযর সত্য।" (আহমাদ)

বরকতের দুআ করার নিয়ম হচ্ছে বলবে: 'বারাকাল্লাহু লাকা'। 'তাবারাকাল্লাহু' বলবে না।

- যাদু ইত্যাদি থেকে বাঁচার শক্তিশালী একটি মাধ্যম হচ্ছে, প্রতিদিন সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনার (আজওয়া) নামক সাতটি খেজুর খাওয়া।
- আল্লাহ তাআলার স্মরণাপন্ন হওয়া, তাঁর উপর ভরসা করা, তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং যাদু ও বদনযর থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যার যিকির সমূহ যথারীতি পাঠ করা। আল্লাহর হুকুমে এই যিকিরগুলোর বিশেষ প্রভাব আছে। আর তার কারণ দু'টি: ১) এগুলোর মধ্যে যা বলা হয়েছে তা সত্য ও সঠিক একথার প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর হুকুমে এগুলো উপকারী। ২) উহা নিজের মুখে উচ্চারণ করে নিজের কানে শোনা এবং অন্তর উপস্থিত রেখে পাঠ করা। কেননা উহা দুআ। আর উদাস অন্তরের দুআ কবুল করা হয় না। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।
- শিরক মিশ্রিত আক্বীদা (বিশ্বাস) থেকে মুক্ত থাকা।

- শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা, অন্য কাউকে ভয় না করা।
- ধারণা ও অনুমান ভিত্তিক কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা।
- বেশি বেশি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।
- অন্তর পরিষ্কার রাখা, নিয়ত সঠিক করা ও মুসলমানদের প্রতি হিংসা করা থেকে বিরত থাকা।
- সকল নামায যথাসময়ে জামাতের সাথে যথাপোযুক্তভাবে আদায় করার প্রতি যত্নবান হওয়া। নামায বর্জন ও নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করা শয়তানের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণ।
- রাতের বেলায় নামায মানে তাহাজ্জুদের নামায বাড়ীতে পড়া।
- অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা ও সকাল সন্ধ্যার পঠনীয় দুআগুলো পাঠ করা।
- সন্তানের জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা।
- তাওবাহ করা ও বান্দা যে সকল বিপদাপদে পতিত হয় সেসব বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর তা (বিপদ) তার গুনাহের কারণেই ঘটে থাকে। অতঃপর সে যখন তাওবাহ করে তখন তা (বিপদ) তার নিকট হতে দূর করা হয়।
- পবিত্রতা অর্জন করা, নিশ্চয় শয়তান পবিত্রতা ও পবিত্রতা অর্জনকারী থেকে ভয়ে দূরে চলে যায়।
- বাড়ি ঘরকে ছবি, মূর্তি, কুকুর, বাদ্যযন্ত্র ও বিপর্যয়ের সরঞ্জামাদি যেমন ডিশ ইত্যাদি থেকে পবিত্র রাখা।
- দুআ করা ও আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করা।
- বাড়ি ও অন্যান্য স্থানে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা, বিশেষ করে সূরা বাক্বারা।
- আল্লাহর বিষয়ে তুমি যত্নবান হও আল্লাহ তোমার যত্ন নিবেন।

বদনযর বা যাদুটোনা থেকে বাঁচার জন্য ঝাড়-ফুক করার দোয়া

জিবরাঈল (আঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিচের দোয়াটি পড়ে ফুঁ দিয়েছিলেনঃ

بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك والله يشفيك.

অর্থঃ প্রতিটি কষ্টদায়ক রোগ হতে, প্রতিটি প্রাণের অথবা হিংসুটে চোখের অনিষ্ট হতে আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। (মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বলে হাসান ও হুসাইন (রা:) এর জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন ঃ

أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

অর্থ: “আমি তোমাদের দু’জনকে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের মাধ্যমে সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতিকর চক্ষু থেকে আশ্রয় চাই।”

اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافى لاشفاء إلا شفاءك شفاء لايغادر سقما.

‘হে আল্লাহ মানুষের প্রভু, রোগ ব্যধি দুর করে দিন। আরোগ্য দান করুন। আপনিই আরোগ্য দানকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া আর কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য করুন যাতে কোন রোগ না থাকে।’ (বুখারী)

যিকির-আযকার করার সময়ঃ সকালের যিকির সমূহ ফজরের নামাযের পর পাঠ করবে। কিন্তু সন্ধ্যার যিকির সমূহ আছরের পর পাঠ করতে হবে। কেউ যদি উক্ত যিকির সমূহ যথাসময়ে পাঠ করতে ভুলে যায় বা অলসতা করে, তবে যখনই স্মরণ হবে পাঠ করে নিবে।

বদনযর প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার আলামতঃ শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে কোন দ্বন্দ্ব নেই। শারীরিক ও মানসিক সবধরণের রোগের চিকিৎসা রয়েছে পবিত্র কুরআনে। বদনযরে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষ হয়তো বাহ্যিকভাবে শারীরিক রোগ থেকে মুক্ত থাকবে, কিন্তু তারপরও সাধারণত: বিভিন্ন ধরণের উপসর্গ দেখা যেতে পারে। যেমন বিভিন্ন সময় মাথা ব্যথা অনুভব করবে। মুখমন্ডলের রং পরিবর্তন হয়ে হলুদ হয়ে যাবে। বেশী বেশী ঘাম নির্গত হবে। বেশী বেশী পেশাব করবে। খানা-পিনার আগ্রহ কমে যাবে। শরীরের বিভিন্ন পার্শ্বে ঠান্ডা বা গরম বা কখনো গরম কখনো ঠান্ডা অনুভব করবে। হার্টের উঠা-

নামা বা বুক ধরফড় করবে। পিঠের নিম্নাংশে বা দু’স্কন্ধে বিভিন্ন সময় ব্যথা অনুভব করবে। অন্তরে দুঃশ্চিন্তা ও সংকীর্ণতা অনুভব হবে। রাতে অনিদ্রা হবে। অস্বাভাবিক ক্রোধ বা ভয়ের কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। বেশী বেশী ঢেকুর বা উদগিরণ হবে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে। একাকীত্বকে পছন্দ করবে। অলস ও শ্রমবিমুখ হবে। নিদ্রার প্রতি আগ্রহী হবে। স্বাস্থ্যগত অন্যান্য সমস্যা দেখা দিবে যার ডাক্তারী কোন কারণ নেই। রোগের দুর্বলতা ও কাঠিন্যতা অনুযায়ী এই আলামতের কিছুটা দেখা যেতে পারে।

আবশ্যক হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি শক্তিশালী ঈমান ও সুদৃঢ় হৃদয়ের অধিকারী হবে। কোন ওয়াসওয়াসা যেন তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ না পায়। কোন উপসর্গ অনুভব করলেই আমি রোগে আক্রান্ত এরূপ ধারণা যেন মনের মধ্যে স্থান না পায়। কেননা ‘ধারণা’ রোগের চিকিৎসা করা খুবই কঠিন। অবশ্য কারো কারো মধ্যে উক্ত উপসর্গগুলো থেকে কিছু কিছু দেখা যেতে পারে অথচ তারা সুস্থ। আবার কখনো কিছু উপসর্গ দেখা যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে, কখনো ঈমানের দুর্বলতার কারণে। যেমন অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব, দুশ্চিন্তা, অলসতা ইত্যাদি। তখন আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিষয়কে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত।

রোগ যদি বদনযরের কারণে হয়, তবে আল্লাহর হুকুমে নিম্ন লিখিত যে কোন একটি মাধ্যমে চিকিৎসা নেয়া যেতে পারে ঃ

১) **যার বদনযর লেগেছে তাকে যদি জানা যায়:** তবে তাকে গোসল করিয়ে (গোসলকৃত) পানি নিবে এবং তার ছোঁয়া কোন জিনিস সংগ্রহ করবে। অতঃপর সেই পানি দ্বারা বদনযরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে গোসল করাবে এবং তাকে পান করতে দিবে।

২) **যার বদনযর লেগেছে তাকে জানা না গেলে:** শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক, দুআ ও শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করতে হবে।

যাদুর চিকিৎসা

আল্লাহর পক্ষ থেকে যাদুর চিকিৎসা দুভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম ভাগ ঃ যাদুতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই উহা থেকে বাঁচার উপায়। আর সেগুলি হল ঃ

১। সকল ওয়াজিব পালন করা, হারামসমূহকে বর্জন করা ও সকল গুনাহ থেকে তাওবাহ করা।

২। প্রচুর পরিমাণে কুরআনুল কারীম প্রতি দিন নিয়মিত অজিফা হিসাবে পাঠ করা।

৩। বিভিন্ন প্রকার তাআওউয (মানে যে সব দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়) ও যিকিরসমূহ দ্বারা রক্ষা পাওয়া, আর সেগুলি নিম্নরূপ:

بسم الله الذى لايضر مع اسمه شيىء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم.

দুআটি তিনবার পড়া। অর্থ (আল্লাহর নামে যার নামে পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সব শুনেন ও জানেন। সকল নামাযের পর, নিদ্রার পূর্বে ও সকাল সন্ধ্যা আয়াতুল কুরসী পড়া। এবং সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস ও সূরা ইখলাস তিনবার করে পড়া।

لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير.

প্রতিদিন একশত বার পড়বে। অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপায় নেই তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য রাজত্ব আর তিনি সর্বশক্তিমান। সকাল ও সন্ধ্যার পাঠনীয় দুআ পড়া, নামাযয়ান্েতর দুআগুলি, নিদ্রার পূর্বের ও পরের দুআ, বাড়িতে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআ, যান বাহনের দুআসমূহ, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআ, টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআ ও বিপদাপদে পাঠনীয় দুআগুলি নিয়মিত পাঠ করা।

৪। সম্ভব হলে সকালে খালি পেটে সাতটি খেজুর খাওয়া যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ভোরে সাতটি খেজুর খাবে, সে দিন তাকে কোন বিষক্রিয়া ও যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।' (শাইখ ইবন উছাইমীন) আর মদীনার খেজুর হতে দুহাররাহ (দু'টি কাল পাহাড়) এর মাঝের খেজুর অতিশ্রেয়। যেমনটি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহঃ) এর অভিমত হল, মদীনার সকল খেজুরের মধ্যে এ গুণ আছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'মদীনার দু প্রস্তর কঙ্করময় ভূমির মাঝের সাতটি খেজুর যে ভোরে খেল......। (মুসলিম)

দ্বিতীয় ভাগ ঃ যাদুতে আক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহর হুকুমে নিম্ন লিখিত যে কোন একটির মাধ্যমে চিকিৎসা হতে পারেঃ

১) **কোথায় যাদু করা হয়েছে তা জানা গেলে:** সেই যাদুকৃত বস্তু বের করে নিয়ে আসতে হবে। অতঃপর সেখানে গিরা ইত্যাদি থাকলে মুআবেবেযাতাইন (সুরা নাস ও ফালাক) পড়ে তা খুলতে হবে। তারপর ঐ বস্তুকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে।

২) **শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক:** কুরআনের আয়াত বিশেষ করে মুআবেবেযাতাইন (সুরা নাস ও ফালাক), সুরা বাক্বারা, দুআ ইত্যাদি দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করবে। (অচিরেই ঝাড়-ফুঁকের কিছু দুআ উল্লেখ করা হবে)

৩) নুশরা দ্বারা যাদু প্রতিহত করা। উহা দু'ভাগে বিভক্ত: (ক) হারাম: উহা হচ্ছে যাদু দ্বারা যাদুকে প্রতিহত করা এবং যাদু থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যাদুকরের কাছে যাওয়া। (খ) জায়েয: এর পদ্ধতি হচ্ছে সাতটি বরই পাতা নিয়ে তা পিশে ফেলবে তারপর তাতে তিনবার করে সুরা কাফেরূন, ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে ফুঁ দিবে। তারপর উহা পানিতে মিশিয়ে তা পান করবে এবং তা দ্বারা গোসল করবে। (আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত বারবার এই পদ্ধতি ব্যবহার করবে। আল্লাহ চাহে তো উপকার হবে।) (মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক)

৪) যাদু বের করা: যদি পেটের মধ্যে যাদুর ক্রিয়া অনুভব হয় তবে ঔষধ ইত্যাদি দিয়ে তা পায়খানার মাধ্যমে বের করে দেয়ার চেষ্টা করবে। যদি অন্য কোন স্থানে থাকে তবে শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে তা বের করার চেষ্টা করবে।

৫) **প্রাকৃতিক ঔষধসমূহ ঃ** অনেক প্রাকৃতিক উপকারী ঔষধ আছে। যেগুলি কুরআনুল কারীম ও পবিত্র সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। মানুষ যদি আস্থা ও সততার সাথে সেগুলি ব্যবহার করে এ বিশ্বাস রেখে যে, আরোগ্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। তবে ইনশাআল্লাহ উহা দ্বারা আল্লাহ উপকার করবেন। এমনি আর কিছু ঔষধ আছে ঘাস ও অন্যান্য তরুলতা থেকে, সেগুলি পরীক্ষা করে বানানো হয়েছে। অতএব সেগুলি দ্বারা উপকৃত হওয়া নিষেধ নয়। আল্লাহর অনুমতিক্রমে উপকারী প্রাকৃতিক চিকিৎসার মধ্য থেকে মধু, কালো জিরা, যমযমের পানি ও আকাশের পানি। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ونزلنا من السماء ماء مباركاً

“আমি আকাশ হতে বরকতময় পানি অবতীর্ণ করেছি।” (ক্বাফ ঃ ৯) এবং যাইতুনের তেলও উপকারী। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “তোমরা যাইতুনের তেল খাও ও উহা দ্বারা (শরীরে) তেল মর্দন কর, নিশ্চয় ইহা বরকতময় বৃক্ষ হতে।” বাস্তব পরীক্ষা, ব্যবহার ও গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, উহা সর্বোৎকৃষ্ট তেল। এছাড়াও নিয়মিত গোসল করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া ও সুগন্ধি ব্যবহার করা।

কালো জিরা দ্বারা চিকিৎসা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ “তোমরা এ কালো জিরা সর্বদা ব্যবহার করবে, নিশ্চয় এতে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের রোগ মুক্তি রয়েছে।”

যমযমের পানি দ্বারা চিকিৎসা ঃ ইহা সকল পানির প্রধান, সর্বোৎকৃষ্ট সবচেয়ে মূল্যবান ও আত্মার নিকট সবচেয়ে প্রিয় পানি। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি আবু যরকে এমতাবস্থায় বললেন যখন তাঁর নিকট কোন খাদ্য ছিল না, (নিশ্চয় ইহা সকল খাদ্যের সেরা খাদ্য)। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ “যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যেই পান করা হোক তাই ফলবে।” ইবনু মাজাহ ও আহমাদ হাদীসটিকে হা'কিম সহীহ বলেছেন ও ইবনু হাজার হাসান বলেছেন।

আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেন, তিনি যমযমের পানি কলসিতে ভরে রাখতেন আর বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করতেন, রুগী উপর ছিটিয়ে দিতেন ও তাদেরকে পান করাতেন। (ইমাম বুখারী তারীখুল কাবীর)

ঝাড়-ফুঁক এর জন্য শর্তাবলীঃ

১) ঝাড়-ফুঁক হতে হবে কুরআনের আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত দুআর মাধ্যমে। ২) উহা আরবী ভাষায় হতে হবে। তবে দুআ আরবী ছাড়া অন্য ভাষাতেও হতে পারে। ৩) এই বিশ্বাস রাখবে যে, ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে কোন প্রভাব নেই। আরোগ্য শুধুমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন। ৪) হারাম কোন বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত যাতে না হয়। যেমনঃ গালিগালায করা অথবা গাইরুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য

কাউকে) ডাকা। ৫) এর উপরেই যেন নির্ভরশীল না হয়। অতঃপর ইহা শুধু একটি মাধ্যম মাত্র, ইহা দ্বারা কখনো ভাল হতেও পারে অথবা ভাল নাও হতে পারে।

ঝাড়-ফুঁকের প্রভাব বেশী পেতে চাইলে কুরআন পাঠ করবে আরোগ্যের নিয়তে ও জিন-ইনসানের হেদায়েতের নিয়তে। কেননা কুরআন হেদায়াতের জন্য এবং আরোগ্যের জন্য নাযিল হয়েছে। তবে জিনকে হত্যা করার নিয়তে কুরআন পড়বে না। অবশ্য জিনকে বের করা অসম্ভব হয়ে পড়লে পূর্বের নিয়মে ঝাড়-ফুঁক করে যদি সে নিহতও হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

যিনি ঝাড়-ফুঁক করবেন তার জন্য কতিপয় শর্ত

১) তিনি মুসলমান হবেন। নেককার ও পরহেজগার হবে। যত বেশী আল্লাহভীরু হবেন ততই তার ঝাড়-ফুঁকে কাজ বেশী হবে। ২) ঝাড়-ফুঁকের সময় একনিষ্ঠ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দিকে নিজেকে ধাবিত করবেন। যাতে করে মুখ যা বলবে অন্তর যেন তা অনুধাবন করে। উত্তম হচ্ছে মানুষ নিজে নিজেকে ঝাড়-ফুঁক করবে। কেননা সাধারনতঃ অন্যের অন্তর ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া নিজের বিপদ ও প্রয়োজন সে নিজে যেমন অনুভব করে অন্যে তা অনুভব করতে পারবে না। বিপদগ্রস্তরা আল্লাহর দারস্থ হলে তাদের ডাকে সাড়া দেয়ার অঙ্গিকার তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।

যাকে ঝাড়-ফুঁক করা হবে তার জন্য কতিপয় শর্ত

১) সে মুমিন ও নেককার হওয়া মুস্তাহাব। ঈমান অনুযায়ী প্রভাব হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا “আমি কুরআনে যা নাযিল করেছি তাতে মুমিনদের জন্য রয়েছে আরোগ্য ও রহমত। আর জালেমদের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করবে না। (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭ঃ ৮২) ২) সত্যিকারভাবে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যে, তিনি তাকে আরোগ্য দান করবেন। ৩) আরোগ্য পেতে দেরী হচ্ছে কেন এরূপ অভিযোগ করবে না। কেননা ঝাড়-ফুঁক এক ধরণের দুআ। দুআ কবূল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে হয়তো তা কবূলই হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ يستجاب لأحدكم ما يعجل يقول دعوت فلم يستجب لى

“তোমাদের একজনের দুআ কবুল করা হবে, যতক্ষণ সে তাড়াহুড়া না করবে আর একথা না বলবে যে, এত দুআ করলাম কিন্তু কবূল হল না। (বুখারী ও মুসলিম)

ঝাড়-ফুঁকের কয়েকটি নিয়ম আছে

১) ঝাড়-ফুঁকের সাথে হালকা থুথু বের করবে। ২) থুথুসহ ফুঁক দেয়া ছাড়াই ঝাড়-ফুঁকের দুআ পড়া। ৩) আঙ্গুলে সামান্য থুথু নিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে তা দ্বারা ব্যাথার স্থানে মাসেহ করা। ৪) ঝাড়-ফুঁকের দুআ পড়ে ব্যথার স্থানে হাত ফেরানো।

ঝাড়-ফুঁকের জন্য আয়াত ও হাদীছঃ

সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষের দু'আয়াত, সূরা কাফেরূন, সূরা ইখলাস, সূলা ফালাক, সূরা নাস এবং নিম্নের আয়াত সমূহ পাঠ করবে।

(فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (সুরা বাকারাঃ ১৩৭)

(يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) (সুরা আহকাফঃ ৩১)

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا) (সুরা বানী ইসরাঈলঃ ৮২)

(أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (সুরা নিসাঃ ৫৪)

(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) (সুরা শু'আরাঃ ৮০)

(وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) (সুরা তাওবাঃ ১৪)

(قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ) (সুরা ফুসসিলাতঃ ৪৪)

(لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) (সুরা হাশরঃ ২১)

(فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ) (সুরা মুলকঃ ৩)

(وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) (সুরা কলমঃ ৫১)

(وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ـ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ) (আরাফঃ ১১৭-১১৯)

(قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ـ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ـ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ـ قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ـ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) (سورة طه : ৬৫-৬৯)

(ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (সুরা তাওবাঃ ২৬)

(فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا) (সুরা তাওবাঃ ৪০)

(لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا) (সুরা ফাতাহঃ ১৮)

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ) (সূরা ফাতাহঃ ৪)

: এ সংক্রান্ত কিছু হাদীস :

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك

অর্থ: “সুবিশাল আরশের প্রভু সুমহান আল্লাহর কাছে আমি প্রার্থনা করছি, তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করুন।” (আবু দাঊদ, তিরমিযী) এ দুআটি সাতবার পড়বে।

اعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

অর্থ: “আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল প্রকার শয়তান থেকে, বিষধর প্রাণীর অনিষ্ট থেকে এবং সকল প্রকার বদ নযর থেকে।” (বুখারী) তিনবার।

اذهب البأس، رب الناس، أشف انت الشافى لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.

অর্থ: “হে মানুষের রব, বিপদ দূরীভূত করে দাও, আরোগ্য দান কর- এমন আরোগ্য যার পর আর কোন রোগ অবশিষ্ট না থাকে, কেননা তুমিই একমাত্র আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া আর কারো আরোগ্য নেই।” (বুখারী, মুসলিম) তিনবার।

اللهم اذهب عنه حرها وبردها ووصبها

অর্থ: “হে আল্লাহ তার থেকে গরম, ঠান্ডা ও ক্লান্তি দূর করে দাও।” (একবার)

حسبى الله لا اله الا هو توكلت وهو رب العرش العظيم

অর্থ: "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাঁর প্রতি ভরসা করছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি।" (সাতবার)

بسم الله ارقيك من كل شىء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك

অর্থ: "আমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার ঝাড়-ফুঁক করছি- তোমাকে কষ্টদানকারী সকল বস্তু হতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা হিংসুক ব্যক্তির নযরের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।" (বুখারী ও মুসলিম) তিনবার। শরীরের যে স্থানে ব্যথা অনুভূত হয় সেখানে হাত রেখে 'বিসমিল্লাহ' বলবেন তিনবার। তারপর এই দুআ পড়বেন: اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 'আল্লাহর ইজ্জত ও ক্ষমতার উসীলায় যে অনিষ্ট আমি অনুভব করছি এবং যার ভয় করছি তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' (মুসলিম) সাতবার।

বদনযর লাগা ব্যক্তির জন্য উপদেশাবলী:

- শুধুমাত্র এক আল্লাহর তাওহীদে (একত্ববাদ) বিশ্বাসী হওয়া।
- আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর সীমা রক্ষা করা।
- শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট সঠিকভাবে আশ্রয় চাওয়া।
- বেশি করে কুরআন পড়া।
- বেশি করে আল্লাহর যিকির করা ও উহা দ্বারা রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করা।
- হিংসুকের হিংসায় ধৈর্য্য ধরা।
- আল্লাহর উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভরশীল হওয়া।
- দৃঢ় ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা।
- বেশি বেশি গুনাহ ক্ষমা চাওয়া।
- ছদকাহ করা ও হিংসুকের প্রতি দয়া করা।

কয়েকটি সতর্কতা:

১) বদনযরকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট কুসংস্কারকে বিশ্বাস করা জায়েয নয়। যেমন তার পেশাব পান করা, তার স্পর্শকৃত বস্তু পাওয়া গেলে তা দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাবে এমন বিশ্বাস করাও যাবে না।

২) বদনযর লাগবে এই আশংকায় তাবীজ লটকানো বা চামড়া বা রিং বা তাবীজের মালা পরিধান করা জায়েয নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে, তাকে সেই বস্তুর প্রতি সোপর্দ করা হবে।' (তিরমিযী) তাবীজ যদি কুরআনের আয়াত লিখে হয় তবে তাতে মতবিরোধ আছে, তবে উত্তম হচ্ছে তা পরিত্যাগ করা।

৩) গাড়ীর মধ্যে 'মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ' লিখে, তলোয়ার, চাকু, চোখ আঁকিয়ে লটকিয়ে দেয়া, কুরআন রাখা, অথবা বাড়ীতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত লিখে লটকিয়ে রাখা জায়েয নয়। কেননা এগুলো দ্বারা বদনযর থেকে বাঁচা যাবে না। বরং এগুলো নিষিদ্ধ তাবীজের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতে পারে।

৪) রুগী দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে তার দুআ কবুল হবে। আরোগ্য হতে দেরী হচ্ছে কেন একথা বলবে না। যদি বলা হয় যে আরোগ্যের জন্য সারা জীবন ঔষধ খেতে হবে তবে ভীত হয় না। কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় ঝাড়-ফুঁক করা হয় তবে অস্থির হয়ে যায়। অথচ ঝাড়-ফুঁকের জন্য যে আয়াত পাঠ করা হয় তার প্রত্যেকটা অক্ষরে নেকী পাওয়া যাবে। আর একটি নেকীকে দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। রুগীর উপর আবশ্যক হচ্ছে বেশী বেশী দুআ, ইস্তেগফার করা এবং বেশী বেশী দান-সাদকা করা। কেননা এগুলোর মাধ্যমে আরোগ্য আশা করা যায়।

৫) দলবদ্ধ হয়ে ঝাড়-ফুঁকের দুআ পাঠ করা সুন্নাতের খেলাফ। এর প্রভাবও দুর্বল। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে শোনাও ঠিক না। কেননা এতে নিয়ত উপস্থিত থাকে না। অথচ ঝাড়-ফুঁককারীর নিয়ত থাকা অন্যতম শর্ত। যদিও টেপরেকর্ডারের কেরাত শোনাতে কল্যাণ আছে। আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত ঝাড়-ফুঁকের দুআ বারবার পাঠ করা সুন্নাত। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে গেলে ঝাড়-ফুঁক কমিয়ে দিবে যাতে করে বিতৃষ্ণাভাব সৃষ্টি না হয়। বিনা দলীলে আয়াত ও দুআ পাঠ করার ক্ষেত্রে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়।

৬) কিছু কিছু আলামত আছে যা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, ঝাড়-ফুঁককারী যাদু বা শিরকী কিছু ব্যবহার করছে; কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করছে না। উপরে ধর্মীয় কিছু পরিচয় থাকলেও ধোকায় পড়া যাবে না। শুরুতে কুরআন থেকে হয়তো কিছু পাঠ করবে, অল্পক্ষণ পরেই অন্যকিছু পড়া শুরু করবে। আবার অনেকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঘনঘন মসজিদে যাবে। আপনার সামনে ঠোঁট নাড়িয়ে যিকির পাঠ করবে। সাবধান! এদের আক্বীদা ও মূল পরিচয় না জেনে যেন ধোকায় না পড়েন।

যাদুকর ও ভেল্কীবাজদেরকে চেনার উপায়

সে রোগী এবং তার বাবা-মার নাম জিজ্ঞেস করবে। অথচ নাম জানা না জানার সাথে চিকিৎসার কোন সম্পর্ক নেই। • রুগীর ব্যবহৃত কোন বস্তু যেমন টুপি বা কাপড় বা চুল ইত্যাদি তলব করবে। • জিনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের কোন প্রাণী যবেহ করার কথা বলবে। কখনো যবেহকৃত প্রাণীর রক্ত নিয়ে রোগীর গায়ে মাখবে। • ঝাড়-ফুঁক করার সময় দুর্বোধ্য শব্দে গুনগুন করে মন্ত্র পাঠ করবে বা লিখে দিবে। • তাবিজ-কবচ যেমন: নম্বরের মাধ্যমে বা বিচ্ছন্ন অক্ষরের মাধ্যমে ছক আঁকিয়ে রুগীকে প্রদান করবে। • রুগীকে নির্দিষ্ট কিছু দিন অন্ধকার ঘরের মধ্যে নির্জনে একাকী থাকার জন্য নির্দেশ দিবে। • নির্দিষ্ট দিনের জন্য রুগীকে পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করবে। • রুগীকে এমন কিছু প্রদান করবে যা মাটিতে বা কবরস্থানে বা নিজ গৃহে পুঁতে রাখতে বলবে বা কাগজে কিছু লিখে দিবে যা পুড়িয়ে ধোঁয়া নেয়ার জন্য বলবে। • রুগীকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে (অতীত, ভবিষ্যত) সম্পর্কে কিছু খবর প্রদান করবে যা একমাত্র সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না। অথবা রুগীর কথা বলার পূর্বেই তার নাম, ঠিকানা ও কি অসুখ হয়েছে ইত্যাদি বলে দিবে। • রুগী তার কাছে যাওয়া মাত্র ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দিবে বা টেলিফোন বা ডাকের মাধ্যমে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিবে।

যাদু ও মু'জেযার পার্থক্য

পয়গম্বরদের মু'জেযা ও ওলীদের কারামাত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, জাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মুর্খ লোকেরা বিভ্রান্িতে পতিত হয়ে

জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার।

বলাবাহুল্য, প্রকৃত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সত্তাগত পার্থক্য এই যে, জাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলীও ব্যাখ্যাতীত কোন কার্যকারণের আওতাবহির্ভূত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয় এবং ঘটনাকে মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয় না। কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক 'কারণ' না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য সাধারণ ঘটনার মতই। কোন দূরপ্রাচ্য থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমাত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে। অথচ জ্বিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলীও বিশেষ কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন মানুষ অলৌকিকতার বিভ্রান্িতে পতিত হয়।

মু'জেযার অবস্থা এর বিপরীত। মু'জেযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তাআলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোন হাত নেই। ইবরাহীম (আ:)-এর জন্যে নমরূদের জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ তা'আলাই আদেশ করেছিলেন, 'ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে যাও'। কিন্তু এতটুকু শীতল নয় যে, ইবরাহীম কষ্ট অনুভব করে।' আল্লাহর এই আদেশের ফলে আগুন শীতল হয়ে যায়।

ইদানিং কোন কোন লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভেতরে চলে যায়। এটা মু'জেযা নয়; বরং ভেষজের প্রতিক্রিয়া। তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে ধোঁকা খায়।

স্বয়ং কোরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'জেযা সরাসরি আল্লাহর কাজ। বলা হয়েছে- وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

অর্থা আপনি যখন (একমুষ্টি কঙ্কর) নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ এক মুষ্টি কঙ্কর যে সমবেত সবার চোখে পৌঁছে গেল, এতে আপনার কোন হাত

ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহর কাজ। এই মু'জেযাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একমুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা সবার চোখেই পড়েছিল।

মু'জেযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর কাজ আর জাদু অদৃশ্য স্বাভাবিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মু'জেযা ও জাদুর স্বরূপ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বোঝার জন্যেও আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথমতঃ মু'জেযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের খোদাভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহর যিকর থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জেযা ও জাদুর পার্থক্য বুঝতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মু'জেযা ও নবুওত দাবী করে জাদু করতে চায়, তার জাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অবশ্য নবুওয়তের দাবী ছাড়া জাদু করলে, তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পয়গম্বরগণের উপর জাদু ক্রিয়া করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হবে 'ইতিবাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। পয়গম্বরগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটা নবুওয়তের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পয়গম্বরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এব জাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল।

حكم السحر فى الشرع যাদুর শরয়ী বিধান

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় যাদু এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ড যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন জ্বিন ও শয়তানদের সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেয়া হয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

অর্থ: "তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অত:পর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচেছদ ঘটে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আখেরাত বিক্রয় করেছে, তা খুবই মর্মন্তুদ যদি তারা জানত।" (বাক্বারা, ২ঃ ১০২-১০৩)

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যখন নৈতিক ও বস্তুগত পতন সূচিত হলো, গোলামি, মুর্খতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও হীনতা যখন তাদের সমস্ত জাতিগত উচ্চ মনোবল ও উচ্চাকাংখার বিলোপ সাধন করলো তখন যাদু-টোনা, তাবীজ-তুমার, টোটকা ইত্যাদির প্রতি তারা আকৃষ্ট হতে থাকলো বেশী করে। তারা এমন সব পন্থার অনুসন্ধান করতে লাগলো যাতে কোন প্রকার পরিশ্রম ও সংগ্রাম-সাধন ছাড়াই নিছক ঝাড়-ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রের জোরে বাজীমাত করা যায়। তখন শয়তানরা তাদেরকে প্ররোচনা দিতে লাগলো। তাদেরকে বুঝাতে থাকলো যে, সুলাইমান আলাইহিস সালামের বিশাল

রাজত্ব এবং তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতা তো আসলে কিছু মন্ত্র-তন্ত্র ও কয়েকটা আঁচড়, নকশা তথা তাবীজের ফল। শয়তানরা তাদেরকে সেগুলো শিখিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিল। বনী ইসরাঈলরা অপ্রত্যাশিত মহামূল্যবান সম্পদ মনে করে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফলে আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকলো না এবং কোন সত্যের আহবায়কের আওয়াজ তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আমি যা কিছু বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র বনী ইসরাঈল জাতি যে সময় ব্যাবিলনে বন্দী ও গোলামির জীবন যাপন করছিল, আল্লাহ তখন তাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দু'জন ফেরেশতাকে মানুষের বেশে তাদের কাছে হয়তো পাঠিয়ে থাকবেন। লূত জাতির কাছে যেমন ফেরেশতারা গিয়েছিলেন সুদর্শন বালকের বেশ ধারণ করে তেমনি বনী ইসরাঈলদের কাছে তারা হয়তো পীর ও ফকীরের ছদ্মবেশে হাযির হয়ে থাকবে। সেখানে একদিকে তারা নিজেদের যাদুর দোকান সাজিয়ে বসে থাকতেন আর অন্যদিকে লোকদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতেনঃ দেখো, আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। কাজেই নিজেদের পরকাল নষ্ট করো না। কিন্তু তাদের এই সতর্কবাণী ও সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও লোকেরা তাদের দেয়া ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ-তুমারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ফেরেশতাদের মানুষের আকার ধারণ করে মানুষের মধ্যে কাজ করার ব্যাপারটায় অবাক হবার কিছুই নেই। তারা আল্লাহর সাম্রাজ্যের কর্মচারী। নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য যে সময় যে আকৃতি ধারণ করার প্রয়োজন হয় তারা তাই করেন। এখনই এ মুহূর্তে আমাদের চারদিকে কতজন ফেরেশতা মানুষের আকার ধরে এসে কাজ করে যাচ্ছেন তার কতটুকু খবরই বা আমরা রাখি। তবে ফেরেশতাদের এমন একটা কাজ শেখাবার দায়িত্ব নেয়া, যা মূলত খারাপ, এর অর্থ কি? এটা বুঝার জন্য এ ক্ষেত্রে এমন একটি পুলিশের দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে যে পুলিশের পোশাক ছেড়ে সাধারণ নাগরিকের পোশাক পরে কোন ঘুষখোর প্রশাসকের কাছে হাযির হয় তার ঘুষখোরীর প্রমাণ সংগ্রহের জন্য। একটি নোটের গায়ে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে সে ঘুষ হিসেবে প্রশাসককে দেয়, যাতে ঘুষ নেয়ার

সময় হাতেনাতে তাকে ধরতে পারে এবং তার পক্ষে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার কোন অবকাশই না থাকে।

এ আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হলোঃ

১. সেহর (যাদু) শয়তানের কাজ।

২. সেহর (যাদু) কুফরী কাজ। যা একজন নবীর জন্য অসম্ভব وما كفر سليمان ।

৩. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ অর্থ: শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতো। এ থেকে বুঝা যায়, যাদু শিক্ষা দেয়া একটি কুফরী কাজ এবং উহা শয়তানের তালিম। কোন নবীর তালিম নয়।

৪. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ অর্থ: তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। সুতরাং যে যাদু শিখলো সে কুফরী করলো।

৫. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ 'তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। এটা কাফেরদের জন্য আর কাফেরদের জন্য পরকালে কোন হিস্যা (জান্নাত) নেই। বুঝা গেল যে, যাদু এমন একটা কুফর যার দ্বারা জান্নাত চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

৬. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا 'যদি তারা ঈমান আনত এবং খোদাভীরু হত। বুঝা গেল সেহর (যাদু) এটা ঈমান এবং তাকওয়ার পরিপন্থী।

এই সব আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, যাদু শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা করা কুফরী কাজ বটে। যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যায়। আরো প্রমাণিত হলো যে, সেহর ঈমানের পরিপন্থী কাজ এবং উহা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের একটি। এইজন্য ফেরেশতারা যাদু শিক্ষা দেওয়ার আগে বলতেনঃ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ ' আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না'।

قال ابن عباس : ((وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من الكفر)). تفسير ابن كثير : ١٤٧/١

ইবনে আব্বাস বলেনঃ 'হারুত-মারুত উভয় ফেরেশতা ভাল-মন্দ, কুফর-ঈমান উভয় প্রকারই শিখাতো এবং সিহর (যাদু) একটি কুফরী কাজ তাও সুস্পষ্ট করে দিতো।

وعن الحسن وقتادة : ((أن الله قد أخذ على الملكين أن لا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر)). تفسير الطبرى : ٤٦١/١

হাসান এবং কাতাদাহ বলেনঃ 'আল্লাহ তাআলা উভয় ফেরেশতা থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা কাউকে কিছু শিখাবে না যতক্ষণ না তারা বলবে আমরা ফেতনাহ' (পরীক্ষার বস্তু), সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।

قال ابن جرير الطبرى : ((وما يعلم الملكان أحد من الناس الذى أنزل عليهما من التفريق بين المرء وزوجه حتى يقولا إنما نحن بلاء وفتنة لبنى آدم فلا تكفر بربك)). تفسير الطبرى : ٤٦١/١

ইবনে জারীর তাবারী বলেনঃ উভয় ফেরেশতা কোন মানুষকে তাদের প্রতি নাযিলকৃত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী যাদু শিখাতেন না যতক্ষণ না তারা সুস্পষ্টভাবে বলতেনঃ 'আমরা পরীক্ষার বস্তু' কাজেই তোমরা তোমাদের রবের সাথে কুফরী করো না।

قال ابن كثير : وقد استدل بقوله (ولو أنهم آمنوا واتقوا...) من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف تفسير ابن كثير : ١٤٧/١

ইবনে কাসীর বলেনঃ ...ولو أنهم آمنوا واتقوا দ্বারা প্রমাণ করেন। যাদুকর কাফির, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও একদল সলফ থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

قال النووى رحمه الله : ((عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع...وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصيته كبيرة، فإن كان فيه قول أو قول أو فعل يقتضى الكفر كفّر وإلا فلا)) شرح النووى على صحيح مسلم : ٤٢٤/١٤ـ ٤٢٥ وانظر نيل الأوطار : ٢٠٠/٧

ইমাম নববী বলেনঃ যাদুর কাজ হারাম এবং উহা সর্বসম্মতিক্রমে কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। তবে কখনও কুফর হয় কখনও হয় না। বরং গুনাহে কাবীরা হয়। যদি যাদুর মধ্যে কোন কুফরী কথা বা কাজ পাওয়া যায় তাহলে কাফের হবে নতুবা নয়।

ساحر বা যাদুকর কাফের কি না?

আস-সিহরুল-হাক্বিকী কুফরী কাজ। আর যে ব্যক্তি এটা করে সে কাফের। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন উলামাদের অভিমতঃ

قول الشافعى : ((إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر)) المغنى : ١٥٢/٨

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেনঃ 'যদি কেউ যাদু শিখে। আমরা তাকে বলবোঃ তোমার যাদুর বর্ণনা দাও, যদি সে এমন কিছু বর্ণনা করে যা কুফরী কাজ, তাহলে সে কাফের।

قول الصابونى : ((ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر)) عقيدة السلف وأصحاب الحديث – مجموعة الرسائل المنيرية : ١٣٠/١

ইমাম সাবুনী বলেনঃ যাদু শিখলো এবং তা কাজে লাগালো এবং এ আক্বিদাহ পোষণ করে যে, উহা মানুষের লাভ-ক্ষতি করতে পারে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে কুফরী করলো।

মোটকথা যাদু শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা করা, যাদু দিয়ে কাজ করা, এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এসবই কুফরী কাজ।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

حد الساحر ضربه بالسيف. ترمذى ١٤٦٠ وعمل الصحابة بذلك فقتلوا السحرة :

যাদুকরের শাস্তি তরবারী দিয়ে গর্দান উড়িয়ে দেওয়া।

كتب عمر إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. أبو داود ٣٠٤٣

উমর (রা.) তার শাসনামলে সরকারী কর্মকর্তাদের আদেশ দিলেনঃ যাদুকর নারী-পুরুষ সকলকে হত্যা কর।

وفى صحيح البخارى عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنِ اقتلوا كلَّ ساحرٍ وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر.

হযরত বাজালাহ ইবনে উবাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হযরত উমর (রা.) (তার সরকারী কর্মচারীদের নিকট) চিঠি লিখলেন। এই মর্মে যে, প্রত্যেক যাদুকর নারী-পুরুষ সকলকে হত্যা করতে। তিনি (বাজালাহ) বলেনঃ আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করেছি। (বুখারী)

وحفصة بنت عمر أم المؤمنين أمرت بقتل جارية لها سحرتها. البيهقى فى الكبرى ١٦٩٦٧

উম্মুল মু'মীনিন হাফসা বিনতে উমর (র.) তার এক বাদীকে হত্যা করার আদেশ দিলেন যে, যাদু করেছিল।

وجندب بن كعب الصحابى قتل الساحر بحضرة أحد أمراء بنى أمية، لما جاء ووجد الساحر يلعب عند الأمير يخيل إلى الناس أنه يقتل شخصاً ثم يحييه، يقطع رأسه ثم يعيده – من باب السحر التخييلى – فهو لم يصنع شيئاً ولكنه تخييل على الناس، فقرب منه جندب بن كعب حتى ضربه بالسيف وقطع رأسه وقال : إن كان صادقاً فليحى نفسه، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبى عن عمر، وحفصة، وجندب بن كعب. البيهقى فى الكبرى ١٦٩٦٠

অর্থ: "হযরত জুনদুব ইবনে কা'আব (রা.) বনু উমাইয়্যা'র কোন এক শাসকের সামনে একজন যাদুকরকে দেখতে পেলেন। সে আমীরের মানুষকে ভেল্কী দেখাচ্ছিলো, সে একটা লোককে কতল করে আবার জীবিত করছে, মাথা কেটে ফেলছে আবার জোড়া দিচ্ছে। এসব দেখে হযরত জুনদুব ইবনে কা'আব (রা.) কাছে গেলেন এবং তরবারী দিয়ে আঘাত করে যাদুকরকে দ্বি-খণ্ডিত করে বললেনঃ যদি সে সত্যাবাদী হয়ে থাকে, তাহলে নিজেকে জীবিত করুক। এই কারণেই আহমদ (র.) বলেছেন যে, তিনজন ছাহাবী থেকে সাহের (যাদুকর)কে হত্যা করা প্রমাণিত। উমর (রা.), হাফসা (রা.), জুনদুব ইবনে কা'ব (রা.)।

قال ابن قدامة : ((تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم)). المغنى لابن قدامة : ١٥١/٧

ইবনে কুদামা বলেনঃ যাদু শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উভয়টাই হারাম। এ ব্যাপারে কোন আলেমের দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।

فالأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أنه يكفر من تعلم السحر واستعمله. الفقه على المذاهب الأربعة : ٤٦٢/٥ الافصاح لابن حبيرة ٢٢٦/٢

ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমাদ সকলই একমত যে ব্যক্তি যাদু শিখে এবং তা কাজে লাগায় সে কাফের।

প্রশ্ন ঃ ساحر (যাদুকর) ত্বা-গুত কেন?

উত্তর ঃ

هو طاغوت لكونه يدعى قدرته على التأثير فى الأشياء، فينزل الضر فيمن يشاء، ويرفع الضر عمن يشاء، وهذه من أخص خصوصيات الله تعالى كما تقدم.

যেহেতু সে বিভিন্ন জিনিসের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা দাবী করে, মানুষের লাভ-ক্ষতির অধিকারী মনে করে, এ কারণে তার মানুষ তার প্রতি আস্থা (ঈমান) রাখে এবং তার আনুগত্য করে। আর একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইরুল্লাহ'র প্রতি আস্থা (ঈমান) পোষণ করা হয় এবং তার আনুগত্য (ইবাদত) করা হয় এবং এতে সে সন্তুষ্ট সেই ত্বা-গুত। কারণ মানুষের লাভ-ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। সুতরাং যে কেহ এইগুলোর দাবী করবে সেই ত্বা-গুত।

الكاهن 'গণক-জ্যোতিষী'

هو الذى يتكهن علم الغيب، فيدعى علم الغيب وما سيكون، وهذا من أخص خصائص الله تعالى، حيث لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى.

كاهن ঐ সকল গণক, জ্যোতিষী যারা হস্তরেখা দেখে অথবা বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ এবং তারকার উদয়-অস্তাচলের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোন লক্ষণ দেখে বা তিথী গণনা করে অথবা استراق السمع অর্থাৎ শয়তানদের মাধ্যমে ফেরেশতাদের পরামর্শ চুরি করে ভবিষ্যত বাণী করে এবং ইলমে গায়েবের দাবী করে।

অবশ্য শেষোক্ত বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত প্রাপ্তির আগে বেশী ছিল। নবুওয়ত প্রাপ্তির পরে কমে গেছে। কেননা আল্লাহ তাআলা আকাশকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিখন্ড দিয়ে হেফাজত করেছেন। এই উম্মতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জ্বিনেরা এবং শয়তানেরা তাদের মানব বন্ধুদের কাছে বিভিন্ন গায়েব সম্পর্কীয় খবর পৌঁছায়, সে অনুযায়ী ঐ শয়তানের বন্ধু পীর-সাহেব, গণক, জ্যোতিষী ভবিষ্যত বাণী করে ও আগাম খবর দেয়। কিন্তু মুর্খ মুরীদ এবং অনুসারীগণ ইহাকে কাশফ্ এবং কারামত মনে করে। আর এভাবেই ধোকা খেয়ে অনেক মানুষ এই আওলিয়া-উশ-শয়তানদেরকে আল্লাহর অলী মনে করে ধোকা খায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

অর্থ: "যেদিন আল্লাহ্ সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে: হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন: আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ্। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।" (আনআম : ১২৮)

روى مسلم فى صحيحه عن بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم قال : من اتى عرافاً ، فسئله عن شىء، فصدقه بما يقول لم تقبل له صلوة اربعين يوماً.

অর্থ: "ইমাম মুসলিম (রহ.) ছহীহ মুসলিম শরীফে রাসূল (সা.) কোন একজন স্ত্রী (হাফসা রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসলো এবং কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো অতঃপর সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো। সে ব্যক্তির চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হবে না।

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

অর্থ: "হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করলো, সে মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করলো। (আবু দাঊদ) অপর একটি হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেনঃ

عن عمران بن حسين رضى الله عنه مرفوعاً ليس منآ من تطيَّرَ أو تُطيِّر له، أو تكهَّن أو تكهِّن له، أو سَحر أو سُحر له، ومن أتى كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه بزار باسناد جيد

অর্থ: "হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি পাখী উড়িয়ে মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভ নির্ণয় করে অথবা যার উদ্দেশ্যে এইগুলো করা হয়, এমনিভাবে যে ব্যক্তি গণনা করে ভবিষ্যত বাণী করে অথবা যার জন্য করা হয়, অথবা যে যাদু করলো অথবা যার জন্য করা হলো। সে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিম) অন্তর্ভূক্ত নয়। যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বা গণকের কাছে গেল এবং সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো। সে মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে অস্বীকার করলো।

প্রশ্নঃ كاهن (গণক) কেন ত্বা-গুত?

উত্তরঃ যেহেতু সে (গণক) নিজেকে **عالم الغيب** (অদৃশ্যের জ্ঞান) রাখে বলে দাবী করে এবং গায়েবের ব্যাপারে খবর দেয়। যা একান্তই আল্লাহর কাজ। সে কারণে সে বাতিল ইলাহ এবং বাতিল রব হিসাবে গণ্য হয়। আর যেহেতু সে এর মাধ্যমে লোকদেরকে নিজের ইবাদতের দিকে আহবান করে এ কারণে ত্বা-গুত। অথচ গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ তাআলায় রাখেন।

আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না عالم الغيب هو الله سبحانه وتعالى

আল্লাহ তায়ালার যে অর্থে **عالم الغيب** (নিজের থেকে নিজে সব কিছু জানেন) সে অর্থে কোন নবী, রাসূল, অলী, বুযুর্গ **عالم الغيب** নন। তবে আল্লাহ তাআলা যাকে যতটুকু জানান, তিনি ততটুকুই জানেন। আর

এভাবে যিনি জানেন তাকে পরিভাষায় **عالم الغيب** বলা হয় না। যখন নবী-রাসূলগণই **عالم الغيب** নন, তখন গণক, জ্যোতিষী, টিয়া পাখী ওয়ালা, জ্বীন-শয়তান বা কোন অলী-বুযুর্গ, খাজা বাবা, গাজা বাবা, ল্যাংটা বাবা, পীর বাবা, জ্বীন হুজুর **عالم الغيب** হওয়ার বা গায়েব জানার প্রশ্নই আসে না।

জাহিলী যুগে যেভাবে গণক, জ্যোতিষী এবং এক শ্রেণীর পীর-বুযুর্গ গায়েব জানার দাবী করতো বর্তমানেও এক শ্রেণীর জ্যোতিষী, গণক, টিয়া পাখী ওয়ালা এবং এক শ্রেণীর ভন্ড আলেম যারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবকিছু জানে বলে দাবী করে, তারা মূলতঃ কুরআন এবং সহীহ হাদীস থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে গেছে। কেননা **عالم الغيب** (অদৃশ্যের জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহ তাআলায় জানেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ

অর্থ: "আপনি বলুন: আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমন বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন: অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না ? (আনআম, ৬ঃ ৫০)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

অর্থ: "তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এ গুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্য কণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুস্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। (আনআম, ৬ঃ ৫৯)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

অর্থ: "তিনিই সঠিকভাবে নভোমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন: হয়ে যা, অত:পর হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (আনআম, ৬ঃ ৭৩)

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

অর্থ: "আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম, ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। (আরাফ, ৭ঃ ১৮৮)

ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থ: "তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও আগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (তাওবা, ৯ঃ ৯৪)

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থ: "আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া তোমরা শীগ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে যা করতে। (তাওবা, ৯ঃ ১০৫)

وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ

অর্থ: "তারা বলে, তাঁর কাছে তাঁর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এল না কেন? বলে দাও গায়েবের কথা আল্লাহই জানেন। আমি ও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।" (ইউনুছ, ১০ঃ ২০)

وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থ: "আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভান্ডার রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়বী খবরও জানি; একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা; আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্চিত আল্লাহ্ তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায় কারী হব।" (হুদ, ১১ঃ ৩১)

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

অর্থ: "এটি গায়বের খবর, আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরন করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্যধারণ করুন। যারা ভয় করে চলে, তাদের পরিণাম ভাল, সন্দেহ নেই। (হুদ, ১১ঃ ৪৯)

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থ: "আর আল্লাহ্‌র কাছেই আছে আসমান ও যমীনের গোপন তথ্য; আর সকল কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে; অতএব, তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁর উপর ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার পালনকর্তা কিন্তূ বে-খবর নন।" (হুদ, ১১ঃ ৪৯)

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

অর্থ: "বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।" (নামল, ২৭ঃ ৬৫)

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ

অর্থ: "এগুলো অদৃশ্যের খবর, আমি আপনার কাছে প্রেরন করি। আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত করছিল।" (ইউছুফ, ১২ঃ ১০২)

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

অর্থ: "তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচচ মর্যাদাবান।" (রা'দ, ১৩ঃ ৯)

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ: "নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর শক্তিমান।" (নাহল ১৬ঃ ৭৭)

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থ: "তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরীক করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে।" (মুমিনুন, ২৩ঃ ৯২)

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

অর্থ: "যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচিছল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না। (সাবা, ৩৪ঃ ১৪)

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

অর্থ: 'আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত। (ফাতির, ৩৫ঃ ৩৮)

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

অর্থ: "বলুন, হে আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মত বিরোধ করত।" (যুমার, ৩৯ঃ ৪৬)

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থ: 'আল্লাহ্ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন। (হুজরাত, ৪৯ঃ ১৮)

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

অর্থ: "না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারাই তা লিপিবদ্ধ করে?" (তুর, ৫২ঃ ৪১)

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى

অর্থ: "তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে দেখে?" (নাজম : ৩৫)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

'তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (হাশর, ৫৯ঃ ২২)

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

অর্থ: 'না তাদের কাছে গায়বের খবর আছে? অত:পর তারা তা লিপিবদ্ধ করে। (কলম, ৬৮ঃ ৪৭)

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا

অর্থ: 'তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। (জ্বিন, ৭২ঃ ২৬)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ

অর্থ: "যেদিন আল্লাহ্ সব পয়গম্বরকে একত্রিত করবেন, অত:পর বলবেন তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন: আমরা অবগত নই, আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।" (মায়েদা, ৫ঃ ১০৯)

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ

অর্থ: "যখন আল্লাহ্ বললেন: হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে

শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথা ও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।" (মায়েদা, ৫ঃ ১১৬)

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

অর্থ: "সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ খবর নিলেন, অত:পর বললেন, কি হল, হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত?" (নামল, ২৭ঃ ২০)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও গায়েব জানতেন না। হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عن عائشة رضى الله عنها انها قالت .....فقال له ورقة هذا الناموس الذى نزل الله على موسى ياليتنى فيها جذعاً، يا ليتنى اكون حياّ اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَوَ مُخرجِىَّ هم قال نعم، لم يأت رجلٌ قطّ بمثل ما جئت به الا عودى وان يدركنى يومك انصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة ان توفى وفتر الوحى. بخارى حـ٣

অর্থ: "হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুওয়ত প্রাপ্ত হলেন। তখন হযরত খাদিজা (রা:) তাঁকে ওরাক্বাহ ইবনে নাওফাল এর কাছে নিয়ে যান।) তখন ওরাক্বাহ ইবনে নাওফাল বলেন, ...হায় আফসোস! যদি আমি তখন জীবিত থাকতাম যখন আপনার কওম আপনাকে (নিজ দেশ থেকে) বের করে দিবে। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ 'তারা কি আমাকে (নিজ দেশ থেকে) বের দিবে? তিনি (ওরাক্বাহ) বললেনঃ হাঁ,....... ।

বুঝা গেল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানতেন না। কারণ যদি তিনি গায়েব জানতেন তাহলে ওরাক্বাহ কথার উত্তরে তিনি (তারা কি আমাকে নিজ দেশ থেকে বের দিবে?) এ কথা বলতেন না।

অন্য হাদীসে আছেঃ

عن عائشة رضى الله عنه .....قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال اماّ بعد يا عائشة انه بلغنى عنك كذا وكذا فان كنتِ برئية فسيبرئك الله وان كنت الممتِ بذنب

فاشتغفرى الله وتوبى اليه فان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه....الخ. (بخارى)

অর্থ: "হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত...সেই অবস্থায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন। তিনি বসে শাহাদাহ পাঠ করে বললেন, হে আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমার কানে এ ধরনের কথা এসেছে। যদি তুমি এসব থেকে মুক্ত থাকো তবে শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি আল্লাহ না করুন, তুমি কোন পাপ করে থাকো, তবে তুমি আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাও, তাওবা করো। বান্দা যখন নিজের পাপের কথা স্বীকার করে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তায়ালা সেই তাওবা কবুল করেন......শেষ পর্যন্ত। (বুখারী)

এই হাদীসটি হচ্ছে 'ইফকের হাদীসের অংশবিশেষ'। এইখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা:) কে বললেন: (তুমি যদি কোন পাপ করে থাকো.....)। বুঝা গেল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানেন না কারণ যদি জানতেন তাহলে তিনি বলেদিতেন যে, আয়েশা (রা:) কোন পাপ কাজ করেননি।

এমনিভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যখন হুদায়বিয়ার এখানে আটকে দেওয়া হলো। তখন হযরত উসমান (রা:) আসতে দেরী হওয়ায় গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, উসমান (রা:) কে হত্যা করা হয়েছে। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সাহাবীদের কাছ থেকে বায়আত নিলেন এই মর্মে যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করবো না।"

এই হাদীস দ্বারাও বুঝা গেল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানতেন না কারণ উসমান (রা:) কে তারা হত্যা করেনি বরং বন্দী করেছিল।

নিম্নে আরো একটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে। যেখানে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যাদু করা হয়েছিল এবং যে যাদু করেছিল তার নাম ছিল 'লাবিদ ইবনুল আ'সাম'। এ যাদুর কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন,

শেষে দুই ফেরেশতার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তাকে যাদু করা হয়েছে। বুঝা গেল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি গায়েব জানতেন তাহলে ফেরেশতাদের মাধ্যমে জানানোর প্রয়োজন হতো না। হাদীসটি এইঃ

عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: (أتانى ملكان، فجلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال لبيد بن الأعصم فى مشط ومشاطة، وفى جف طلعة ذكر فى بئر ذروان). رواه البخارى

অর্থ: "হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, লাবিদ ইবনুল আ'সাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদু করেছিল, এবং জিব্রাঈল (আ:) সূরায়ে ফালাক্ব দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে গেলেন। (বিস্তারিত জানার জন্য হাদীস থেকে দেখে নিন)

অন্য এক হাদীসে আছে যে, খায়বার যুদ্ধের পরে সালাম ইবনে মুশকিম এর স্ত্রী যয়নব বিনতে হারেছ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে বকরির ভূনা গোশত বিষ মিশিয়ে উপঢৌকন হিসেবে পাঠায়। সেই মহিলা আগেই খবর নিয়েছিলো যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরির কোন অংশ বেশী পছন্দ করেন। শোনার পর পছন্দনীয় অংশে বেশী করে বিষ মেশায়। অন্যান্য অংশেও বিষয় মেশায়। এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে এনে সেই বিষ মিশ্রিত গোশত রেখে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দনীয় অংশের একটুকরো মুখে দেন। কিন্তু চিবিয়েই তিনি ফেলে দেন। এরপর তিনি বললেন, এই যে হাড় আমাকে বলছে যে, আমার মধ্যে বিষ মেশানো রয়েছে। যয়নবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে স্বীকার করলো। তিনি বললেন, তুমি কেন একাজ করেছ? মহিলা বললো, আমি ভেবেছিলাম যদি এই ব্যক্তি বাদশাহ হন, তবে আমরা তার শাসন থেকে মুক্তি পাবো, আর যদি এই ব্যক্তি নবী হন, তবে আমার বিষ মেশানোর খবর তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। এ নির্জলা

স্বীকারোক্তি শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহিলাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এ ঘটনার সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে হযরত বাশার ইবনে বারা ইবনে মারুরও ছিলেন। তিনি এক লোকমা খেয়েছিলেন। এতে তিনি বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহিলাকে ক্ষমা না হত্যা করেছিলেন, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। একাধিক বর্ণনার সমন্বয় এভাবে করা হয়েছে যে, প্রথমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করলেও, হযরত বাশার-এর ইন্তেকালের পর কেসাসস্বরূপ তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃ.৪৯৭, ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৩৭)

এ হাদীস দ্বারা ও বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানতেন না। কারণ যদি গায়েব জানতেন তাহলে তিনি বিষ মেশানো গোশাত খেতেন না। এবং এর কারণে একজন ছাহাবী ও মৃত্যুবরণ করতো না।

জুমার বয়ান। তারিখ : ২৫-০৯-২০০৯
স্থান : হাতেম বাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি ঢাকা।

ষষ্ট প্রধান ত্বা-গুত الحاكم ‘বিচারক’

আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান ছাড়া যে বিচার-ফয়সালা করে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

অর্থ: “যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফের।” (আল-মায়েদাহঃ ৪৪)

এর দ্বারা এমন বিচারক বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহর শরীয়তকে পরিবর্তনকারী কোনো বিধানের সাহায্যে বিচার-ফয়সালা করে।

শাইখূল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, “আল্লাহর কিতাব ছাড়া যার কাছে বিচারফায়সালা চাওয়া হয়, তাকেই তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হয়” - অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার ফায়সালাকারীই তাগুত (মাজমু উল ফতোয়া ৭০১/ ৭৮পৃঃ)

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, “প্রত্যেক কওমের ঐ ব্যক্তিই হচ্ছে তাগুত, কওমের লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে (সঃ) বাদ দিয়ে যার কাছে বিচার-ফয়সালা চায়।” (এ’লামু মুকিঈন৪০/১পৃঃ)

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা-বাতীন (রহঃ) বলেন, “আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের পরিপন্থী সব জাহেলী আইনের মাধ্যমে যারা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে তারাও তাগুতের মধ্যে শামিল।” (মাজমুআতুত্ তাওহীদ ১৭৩/১পৃঃ)

পুর্ববর্তী শ্রেনীর তাগুতের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টভাবে দেখেছি যে আইন-বিধান দান হচ্ছে রব হিসেবে আল্লাহর একক অধিকার, এ ক্ষেত্রে কেউই তাঁর শরীক নেই, হতে পারে না। কারণ তিনিই একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী । তিনি মানব জাতির কল্যানার্থে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন শাস্তির বিধান দিয়েছেন। অথচ বর্তমানে এমন

অনেক বিচারক আছে যারা আল্লাহর এসব বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান দিচ্ছে, এ কারণে তারা ত্বাগুতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে যারা এ শ্রেনীর ত্বাগুত-

সমাজের মধ্যে এরূপ কিছু নেতা শ্রেনীর লোক আছে যারা মনগড়া বিধানে বিচার-ফায়সালা করে। সমাজে যখন কোন অপরাধ সংঘটিত হয় তখন মানুষ এদেরকে জড়ো করে এদের কাছে ফায়সালা চায়, তখন এরা নিজেদের মনমত বিধান দিয়ে অপরাধের বিচার করে। যেমন চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হচ্ছে হাত কাটা। কিন্তু এদের কাছে যখন মানুষ যায়, তখন এরা চুরির অপরাধের জন্য বিধান দেয় - চোরকে এতটা জুতার বাড়ি, এত টাকা জরিমানা কিংবা জুতার মালা গলায় দিয়ে হাটানো, পায়ে আকদেয়া নাকে খত দেয়া ইত্যাদি।

আবার যিনা-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর ফায়সালা হচ্ছে- যিনাকার অবিবাহিত হলে একশ দোররা মারা আর যদি বিবাহিত হয় তবে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুতে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (রজম করা) এবং একদল মু'মিন সেটা প্রত্যক্ষ্য করা। অথচ এদের কাছে যখন উক্ত অপরাধের বিচার চায় তখন এরা বিধান দেয় - জেনাকারের এত হাজার টাকা জরিমানা, সমাজ বহির্ভূত করা অথবা ছেলে-মেয়ের বিয়ে পড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। এরূপভাবে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান দিয়ে এরা তাগুতে পরিণত হয়েছে আর মানুষ তাদের সেই বিধানকে গ্রহন করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে রব রূপে গ্রহন করছে। আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ: "তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে দ্বীন সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (শূরা, ৪২ঃ ২১)

সপ্তম প্রধান ত্বা-গুতঃ কবর, মাজার, দরগা' পীর-ফকিরঃ

ইসলামের সুন্নাতী আদর্শে আর একটি মারাত্মক ধরনের বিদয়াত দেখা দিয়েছে- তা হল পীর-মুরীদী। পীর-মুরীদীর যে সিলসিলা' বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে, এ জিনিস সম্পূর্ণ নতুন ও মনগড়াভাবে উদ্ভাবিত। এ জিনিস রাসূলে করীম (সাঃ) এর যুগে ছিল না, তিনি পীর-মুরীদী করেন নি কখনো। তিনি নিজে বর্তমান অর্থে না ছিলেন পীর আর না ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর মুরীদ। সাহাবায়ে কিরামও এ পীর-মুরীদী করেন নি কখনো। তাঁদের কেউ কারো 'পীর' ছিলনা এবং কেউ ছিলো না তাদের মুরীদ। তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের যুগেও এ পীর-মুরীদীর নাম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

শুধু তাই নয়। কুরআন হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ পীর-মুরীদীর কোন দলীলের সন্ধান পাওয়া যাবে না। অথচ বর্তমানকালের এক শ্রেণীর পীর নামে কথিত জাহিল লোক ও তাদের ততোধিক জাহিল মুরীদ এ পীর-মুরীদীকে ইসলামের অন্যতম ভিত্তিগত জিনিস বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। আর এর মাধ্যমে অজ্ঞ মুর্খ লোকদের মুরীদ বানিয়ে এক একটি বড় আকারের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে।

শরীয়াত মারিফাত ঃ এ পর্যায়ে সবচেয়ে মৌলিক বিদয়াত হল শরীয়ত ও তরীকতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পর সম্পর্কহীন দুই স্বতন্ত্র জিনিস মনে করা। এতোদূর পতন ঘটেছে যে, শরীয়াতকে 'ইলমে জাহের' এবং 'তরিকত বা মারিফাতকে ইলমে বাতেন বলে অভিহিত করে দ্বীন ইসলামকেই দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর জাহিল তরীকতপন্থী বলতে শুরু করেছে যে, ইসলামের আসলই তরীকত মারিফাত, আর এই হাকীকত। এ হাকীকত কেউ যদি লাভ করতে পারল, তাহলে তাকে শরীয়াত পালন করতে হয় না, সেতো আল্লাহকে পেয়েই গেছে। তাদের মতে শরীয়াতের আলিম এক, আর মারিফাত বা

তরীকতের আলিম অন্য। এ তরীকতের আলিমরাই উপমহাদেশে পীর নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

কিন্তু তাসাউফবাদীরা এ মারিফাতকে কেন্দ্র করে গোলক ধাঁধার এক প্রাসাদ রচনা করেছে। তাদের মতে মারিফাত বা ইলমে বাতেন ইসলামী শরীয়াত থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জিনিস। তাদের মতে রাসূলে করীম (সাঃ) না কি এ মারিফাত তাঁর কোন কোন সাহাবীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর অনেককে দেন নি। তাঁরা আরো মনে করেন, ইলমে বাতেন হযরত আলী (রাঃ) থেকে হাসান বসরী পর্যন্ত পৌছেছে। আর তাঁরই থেকে সীনায়-সীনায় এ জিনিস চলে এসেছে এ কালের পীরদের পর্যন্ত।

এই সমস্ত কথাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা রাসূলে করীম (সাঃ) কাউকেই এ জিনিস শিখিয়ে জান নি, যা এখনকার পীর তার মুরীদকে শিখিয়ে থাকে। তিনি এরূপ করতে কাউকে বলেও যান নি। কোন দরকারী ইলম তিনি কোন কোন সাহাবীকে শিখিয়ে দেবেন, আর অনেক সাহাবীকেই তা থেকে বঞ্চিত রাখবেন- এরূপ করা নবী করীমের নীতি ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তা ছাড়া হাসান বসরী, আলী (রাঃ) এর সাক্ষাত পাননি, তাঁর নিকট থেকে মারিফাত শিক্ষা করা ও খিলাফতের 'খিরকা' লাভ করা তো দুরের কথা। আসলে এ কথাটাই বাতিল। শেষের জামানার লোকেরা এটাকে রচনা করেছে ও কবুল করেছে। আর এ ধরনের কথা আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানীর (৭৭৩হিঃ-৮৫২হিঃ, যিনি বুখারী শরীফের তাফসীর বা ভাষ্য গ্রন্থ 'ফতহুল বারী' লিখেছেন) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ সূফী ও মারিফাতপন্থীরা যে সব তরীকা ও নিয়ম-নীতি প্রমাণ করতে চায়, তা প্রমাণ হওয়ার মত কোন জিনিস-ই নয়। সহীহ, হাসান বা যয়ীফ কোন প্রকার হাদীসেই একথা বলা হয়নি যে, নবী করীম (সাঃ) তাঁর কোন সাহাবীকে তাসাউফপন্থীদের প্রচলিত ধরনে খিলাফতের 'খিরকা' (বিশেষ ধরনের জামা বা পোষাক) পরিয়ে দিয়েছেন। সেরূপ করতে তিনি কাউকে হুকুমও করেন নি। এ পর্যায়ে যা কিছু বর্ণনা করা হয়, তা সবই সুস্পষ্টরূপে বাতিল। তা ছাড়া হযরত আলী হাসান বসরীকে 'খিরকা পরিয়েছেন (মারিফাতের খিলাফাত দিয়েছেন) বলে যে দাবি করা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে মনগড়া মিথ্যা কথা।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ মারিফাতের যেসব তরীকা, মুরাকাবা-মুশাহিদা ও যিকির এখনকার পীরেরা তাদের মুরীদদের শিখিয়ে থাকে, তা রাসূল করীম (সাঃ) বা সাহাবায়ে কিরামের জামানায় ছিল না। উপায়-উপার্জন ত্যাগ করা, তালিযুক্ত পোশাক পরা ও বিয়ে-ঘর সংসার না করা ও খানকার মধ্যে বসে থাকা সেকালে প্রচলিত ছিল না।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এ দর্শনের সঠিক পরিচয় হল অদ্বৈত্যবাদ (হিন্দুদের আকীদার ভিত্তি)। মানে আল্লাহ ও জগত কিংবা স্রষ্টা এবং যিনি স্রষ্টা অভিন্ন বিশ্বাস করা যা কি না ভ্রান্ত আক্বিদা। যা সৃষ্টি তাই স্রষ্টা এবং যিনি স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টি- অদ্বৈত্যবাদী মতাদর্শের এই গোড়ার কথা। আর তা-ই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব, যা বর্তমানে পীর-মুরীদী ধারায় ইসলামের মারিফাত নাম ধারণ করে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে এবং এ যে স্পষ্ট শিরক তাতে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। বস্তুত ইসলাম এক সর্বাত্মক দ্বীন, মানুষ যখন শরীয়াত মুতাবিক আমল করে, তখন হয় শরীয়াতের আমল। পীর-মুরীদী সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আলফেসানী শরীয়াত ও মারিফাত পর্যায়ে তিনি তাঁর মাকতুবাতে লিখেছেনঃ কাল কিয়ামতের দিন শরীয়াত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাসাউফ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না। জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া শরীয়তের বিধান পালনের উপর নির্ভরশীল।

শরীয়তের বিধান জানার মাধ্যমঃ

শরীয়াতে মুহাম্মাদীর নীতি ও বিধান বুঝার জন্য আমাদের সামনে দু'টি মাধ্যম রয়েছে। প্রথম হচ্ছে কুরআন মজীদ, আর দ্বিতীয় হাদীস। কুরআন মজীদ সম্পর্কে সকলেই জানেন যে, তা হচ্ছে আল্লাহর কালাম ও এবং তার প্রতিটি শব্দ আল্লাহর কাছে থেকে এসেছে। হাদীস বললে বুঝায় যেসব বর্ণনা, যা রাসূলে করীম (সাঃ) থেকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সারা জীবনই ছিল কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা নবী হওয়ার সময় থেকে শুরু করে তেইশ বছর কাল তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কেটেছে মানুষকে শিক্ষা ও পথ নির্দেশ (হেদায়েত) দানের কাজে এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জী অনুযায়ী জীবন যাপনের পদ্ধতি তিনি মানুষকে শিখিয়ে গেছেন তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে।

ফিকাহঃ কুরআন ও হাদীসের বিধান সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে উলিল ইলম বা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আলেমগণ সাধারণ লোকদের সুবিধার জন্য আইনসমূহ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের লিখিত গ্রন্থরাজিকে বলা হয় 'ফিকাহ'। যেহেতু প্রত্যেক মানুষই কুরআন শরীফের সবগুলো সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝে উঠতে পারে না এবং প্রত্যেকটি মানুষ হাদীস সংক্রান্ত বিদ্যায় এতটা পারদর্শী নয়, যাতে নিজেরা শরীয়াতের বিধান বুঝে নিতে পারে, তাই উলিল ইলমরা বছরের পর বছর মেহনত করে, চিন্তা-গবেষণা করে 'ফিকাহ' শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন।

তাসাউফঃ ফিকাহর সম্পর্কে মানুষের প্রকাশ্য কার্যকলাপের সাথে। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, আমাকে যেভাবে, যে পদ্ধতিতে কোন কাজ করার বিধান দেয়া হয়েছে, সঠিকভাবে তা করছি কিনা। যদি তা সঠিকভাবে পালন করে থাকি, তা হলে মনের অবস্থা কি ছিল, তা নিয়ে ফিকাহর কিছু বলবার নেই। ইবাদতের সময় মনের অবস্থার সাথে যার সম্পর্ক সে জিনিসটিকে বলা হয় তাসাউফ (কুরআন শরীফে এ জিনিসটির নাম দেয়া হয়েছে 'তাযকিয়া' ও 'হেকমত' হাদীসে একে বলা হয়েছে 'ইহসান' এবং পরবর্তী লোকেরা একে অভিহিত করেছেন 'তাসাউফ' নামে।)

যেমন কেউ সালাত আদায় করছে, সেখানে ফিকাহ কেবলমাত্র এতটুকুই দেখেছে যে, সে ঠিক মত ওযু করল কিনা। কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াল কিনা, সালাতের সবগুলো অপরিহার্য শর্ত পালন করল কিনা, সালাতের মধ্যে যা কিছু পড়তে হয় তা সে পড়ল কিনা এবং যে সময়ে যে কয় রাকায়াত সালাত নির্ধারিত রয়েছে, ঠিক সেই সময়ে তত রাকায়াত পড়ল কিনা। যখন এর সবগুলো শর্ত পালন করা হল তখন ফিকাহর দৃষ্টিতে তার সালাত পূর্ণ হয়ে গেল।

কিন্তু এক্ষেত্রে **তাসাউফ** দেখে যে, এ ইবাদতে তার দিলের অবস্থা কি ছিল? সে আল্লাহর দিকে নিবিষ্টচিত্ত ছিল কিনা? তার দিল পার্থিব চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত ছিল কিনা? সালাত থেকে তার অন্তরে আল্লাহর ভীতি, তাঁর হাযির-নাযির থাকা সম্পর্কে প্রত্যয় এবং একমাত্র তারই সন্তোষ বিধানের আকাংখা পয়দা হয়েছিল কিনা? এ সালাত তার আত্মাকে কতটা

পরিশুদ্ধ করেছে? তার চরিত্র কতটা সংশোধন করেছে? তাকে কতটা সত্যসাধক ও সৎকর্মশীল মুসলিম করে তুলেছে? সালাতের সত্যিকার লক্ষ্যের পথে যেসব বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে, একজন লোক তার যতটা পরিপূর্ণতা হাসিল করল, তাসাউফের দৃষ্টিতে তার সালাত ততটা বেশী পূর্ণতা লাভ করেছে। আর সে দিক দিয়ে যতটা দুর্বলতা থেকে যাবে, তারই জন্য তার সালাতকেও ততটা দুর্বল বলে ধরা হবে।

একটি দৃষ্টান্ত থেকে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা যায়। যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি কারো সাথে সাক্ষাত করে তখন সে দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে তার প্রতি নযর করে। এক হচ্ছেঃ লোকটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বাস্থ্যবান কিনা; অন্ধ, কানা, খোঁড়া, তো নয়। লোকটি সুশ্রী বা কুশ্রী; তার পরিধানে ভাল কাপড়-চোপড়, না ময়লা জীর্ণ কাপড়, দ্বিতীয় হচ্ছেঃ তার চরিত্র কি ধরনের, তার স্বভাব ও অভ্যাস কিরূপ, তার জ্ঞান-বুদ্ধি কি প্রকারের। সে আলেম না জাহেল, সৎ না অসৎ। এর মধ্যে প্রথম নযরটি হচ্ছে ফিকাহর নযর, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাসাউফের নযর। বন্ধুত্বের জন্য যখন কোন লোককে কেউ পছন্দ করতে চেষ্টা করবে, তখন তার ব্যক্তিত্বের দু'টি দিকই যাচাই করে দেখতে হবে। তার ভেতর ও বাইরের দু'টি দিকই সুন্দর হোক এ হবে তার আকাংখা। এমনি করে ইসলামেও যে বাঞ্ছিত জীবনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে বাইরের ও ভিতরের উভয়বিধ বিশ্বাসের দিক দিয়ে শরীয়াতের বিধি-বিধানের আনুগত্য করতে হবে।

এ দৃষ্টান্ত থেকে ফিকাহ ও তাসাউফের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, পরবর্তী যামানায় যেখানে জ্ঞান ও চরিত্রের বিকৃতি হেতু বহুবিধ অনাচার জন্ম লাভ করেছে সেখানে তাসাউফের পবিত্র রূপকেও বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। বিভ্রান্ত জাতিসমূহের কাছ থেকে ইসলাম বিরোধী দর্শনের (গ্রীক দর্শন, প্রাচীন মিশরিয় দর্শন ও ভারতীয় বেদান্ত দর্শন) শিক্ষা লাভ করে মানুষ তাকে তাসাউফের নামে ইসলামের মধ্যে দাখিল করে নিয়েছে।

কুরআন ও হাদীসে যার অস্তিত্ব নেই, এমনি বহু বিচিত্র ধরনের বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি তারা তাসাউফের নামে চালিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের লোকেরা ধীরে ধীরে নিজেদেরকে শরীয়তের আনুগত্য থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। তাঁদের মত তাসাউফের সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে

আকেরটি ভিন্নতর জগত বিরাজ করছে। পীর ও সুফীরাই এ ধরনের মত পোষণ করে থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রসূত। অথচ পূর্বের কোন যুগেই 'ইলমে তাসাউফ' বা শুধু তাসাউফ এ নামের কোন ইলম ইসলামে ছিল না, মুসলমানরা জানত না। 'ইসলামে শরীয়াত ও মারিফাত দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়'-এ ধারণা এক অতি বড় বিদয়াত। যেমন অতি বড় বিদয়াত হচ্ছে ইসলামে ধর্ম আর রাজনীতিকে দুই বিচ্ছিন্ন জিনিস মনে করা। ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন করে রাজনীতির ক্ষেত্রে ফাসিক ফাজির-জালিম লোকদের কর্তৃত্ব কায়েম করা হয়েছে। আর দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে শুধু নামায-রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে। অনুরূপভাবে শরীয়াত আর তরীকতকে বিচ্ছিন্ন করে সৃষ্টি হয়েছে এক শ্রেণীর জাহেল পীর। মুসলিম সমাজে চলেছে পীরবাদ নামে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মুশরিকী প্রতিষ্ঠান। এ পীরবাদ চিরদিনই ফাসিক-ফাজির-জালিম শাসকদের, রাজা-বাদশাদের আশ্রয়ে লালিত-পালিত শাখায় পাতায় সুশোভিত হয়েছে। সাধারণত পীরের চিরদিনই এ ধরনের শাসকদের সমর্থন দিয়েছে। তারা কোন দিনই জালিম-ফাসিক শাসকদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করে নি। বরং সব সময় 'আল্লাহ আপকা হায়াত দারাজ করে' বলে দু'হাত তুলে তাদের জন্য দোয়া করেছে।

শরীয়তের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্ক থাকবে না, ইসলামে এমন কোন তাসাউফের স্থান নেই। কোন সুফীরই সালাত, সওম, হজ্জ ও যাকাতের আনুগত্য থেকে মুক্তি লাভের অধিকার নেই। সমাজ-জীবন, নৈতিক দায়িত্ব, চরিত্র, পারস্পরিক আদান-প্রদান, অধিকার, কর্তব্য ও হালাল-হারামের সীমানা সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল যে নির্দেশ দিয়েছেন কোন পীর বা সুফীরই সেই নিয়মের বিরোধী কার্যকলাপের অধিকার নেই। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রাসূল্লাহ (সাঃ) এর আনুগত্য করে না এবং তাঁর নির্ধারিত কর্মপদ্ধতির অনুসরণ করে না, মুসলিম সুফী বলে পরিচয় দেয়ার যোগ্য সে নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি সত্যিকার প্রেমই হচ্ছে তাসাউফ এবং প্রেমের দাবী হচ্ছে এই যে, কেউ যেন আল্লাহর বিধান ও তার রাসূলের আনুগত্য থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত না হয়। ইসলামী তাসাউফ শরীয়াত থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়, বরং শরীয়াতের বিধানসমূহকে

সর্বাধিক আন্তরিকতা ও সৎসংকল্প সহকারে পালন করা এবং অন্তরের ভিতরে আল্লাহর প্রেম ও ভীতির মনোভাব সিক্ত ও সঞ্জীবিত করার নামই হচ্ছে তাসাউফ।

শরীয়াত আর তরীকতকে যারা দুটো জিনিস মনে করে নিয়েছে এবং তরীকতের অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার যারা নিমগ্ন হয়েছে, মুজাদ্দিদে আলফেসানী তাদেরকে জাহেল ও বিভ্রান্ত লোক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আজ জাহেল পীরেরা নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে এবং শরীয়াত পালন ও কায়েমের দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে দূরে খানকা শরীফের চার দেয়ালের মধ্যে সহজ ও সস্তা সুন্নাত পালনের অভিনয় করার জন্যে শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন 'তরীকত' নামের বড় মূলধন হচ্ছে কাশফ ও ইলহামের দোহাই। পীরেরা যখন বলেঃ আমার কাশফ হয়েছে, ইলহাম যোগে আমি একথা জানতে পেরেছি, তখন জাহেল মুরীদান ভক্তিতে গদগদ হয়ে পীরের কদমবুসি শুরু করে। কিন্তু এসব জিনিস যে ব্যবসা চালাবার জন্যে হয়, তা বুঝবার ক্ষমতা এই মুর্খ মুরীদদের নেই।

কিন্তু জাহেল পীরেরা শরীয়াতের ধার ধারে না। তারা ইলহামের দোহাই দিয়ে জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম ও ফরয-ওয়াজিব ঠিক করে ফেলে। আর অন্ধ মূরীদরা তাই মাথা পেতে মেনে নেয়, শরীয়াতের হুকুমের প্রতি তাকাবার খেয়ালও জাগে না। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়- পীর ও সূফী লোক নিজেরা যেমন সাধারণত জাহেল হয়ে থাকে, মুরীদদেরকেও তেমনি জাহেল করে রাখতে চায় এবং তাদের দ্বীন ইসলাম ও ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে কুরআন হাদীস থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্যে কখনো হিদায়াত দেয় না। পীর কিবলা মুরীদকে মুরকাবা করতে বলবে, আল্লাহর যিকির করতে বলবে এবং হাজার বার করে বানানো দরূদ শরীফের অজীফা' পড়তে বলবে; কিন্তু আল্লাহর কালাম দ্বীন-ইসলামের মূল উৎস কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে তার তরজমা ও তাফসীর বুঝতে এবং আল্লাহর কথার সাথে গভীরভাবে পরিচিত হতে কখনই বলবে না। মোগলদের ইসলাম-বিরোধ শাসনামলে মুজাদ্দিদে আলফেসানী যখন দ্বীন-ইসলাম প্রচার এবং বাতিলের প্রতিবাদ শুরু করেন, তখন বাতিল পীরেরা তাঁর এ কাজের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়।

পীরবাদ ও বায়'আত গ্রহণ রীতি:

বস্তুত বায়আত করা সুন্নাত মুতাবিক কাজ বটে; কিন্তু পীর-মুরীদীর বায়আত সম্পূর্ণ বিদয়াত, যেমন বিদয়াত স্বয়ং পীর-মুরীদী। বায়আত দিতে হবে এবং বায়আত না দিয়ে মারা গেলে জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে সহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত সত্য। কিন্তু এই বায়আত দিতে হবে সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে শুধুমাত্র একজন আমীরুল মুমিনীন বা খলিফাকে আনুগত্য করার শপথের জন্য। যেমন নবী করীম (সাঃ)এর ইন্তিকালের পর খলীফা নির্বাচনী সভায় হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সর্বপ্রথম বায়'আত করলেন হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর হাতে।

চিশতীয়া, নকশাবন্দীয়া, মুজাদ্দিদীয়া ও মুহাম্মদীয়া তরীকায় ফকীর হাকীরের হাতে বায়আত লওয়ার বর্তমানকালে প্রচলিত এই সিলসিলা এল কিভাবে, এ বায়আতের সাথে নবী করীম (সঃ) সাহাবাদের বায়আতের সম্পর্ক কি? মিল কোথায়? আসলে এ হচ্ছে ইসলামের একটি ভাল কাজকে খারাপ ক্ষেত্রে ও খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার মত ব্যাপার। আর এ কারণেই পীর মুরীদার ক্ষেত্রে হাতে হাতে কিংবা পাগড়ী ধরে অথবা পাগড়ী ধরা লোকের গায়ে গা মিলিয়ে বায়আত করা, বায়আত করা নানা তরীকায় মুরাকাবা করার জন্যে- সম্পূর্ণ বিদয়াত। আরো বড় বিদয়াত হল মুরীদ ও পীরের কুরআন বাদ দিয়ে 'দালায়েলুল খায়রাত' নামে এক বানানো দরূদ সম্বলিত কিতাবের তিলাওয়াতে মশগুল হওয়া। মনে হয় এর তিলাওয়াত যেনো একেবারে ফরয। কিন্তু শরীয়াতে কুরআন ছাড়া আর কিছু তিলাওয়াত করাকে বড় সওয়াবের কাজ মনে করা, কুরআন অপেক্ষা অন্য কোন মানবীয় কিতাবকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা সুস্পষ্টরূপে এক বড় বিদয়াত।

গদীনশীন হওয়ার বিদয়াত :

কোন মতে একজন লোক যদি একবার 'পীর' নামে খ্যাত হতে পারল, অমনি তাঁর বড় পুত্র অবশ্যই তাঁর গদীনশীন হবে। কিন্তু পীরের গদী কোনটি, যার উপর বড় সাহেব 'নশীন' হন। পীর কি কোন জমিদার যে, তার মৃত্যুর পর তার বড় পুত্র বাবার স্থলে জমিদার হয়ে বসবে।

ইসলামে নেই কোন জমিদারী, বাদশাহী; নেই দ্বীন নিয়ে এখানে কোন দোকানদারী ব্যবসা চালাবার অবকাশ। কেউ পীর নামে খ্যাত অমনি তার ছেলেরা 'শাহ' বলে অভিহিত হতে শুরু করে। 'শাহ' মানে বাদশাহ। পীর

সাহেব নিজে একজন বাদশাহ; আর তাঁর ছেলেরা হল খুঁদে বাদশাহ, বাদশাহজাদা। এই চিরন্তন নিয়ম আবহমানকাল থেকে চলে আসছে, এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি কখনও কোন ক্ষেত্রেই। এ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, পীর-মুরীদীর প্রথাটাই আগাগোড়া একটা জাহিলিয়াতের প্রথা। এ সম্পর্কে কারোই একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এ প্রথার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এ প্রথা কিছু মাত্র ইসলামী নয়।

এই পীর ও তার মুরীদরা, এ পীরের সমর্থকরা, হাদিয়া তোহফা ও টাকা-পয়সা যারা দেয়, তারা সকলেই রাসূলে করীম (সাঃ) এর ঘোষণানুযায়ী আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (সাঃ) এর চারটি কথার তৃতীয় কথা হচ্ছেঃ আল্লাহ তায়ালা অভিশপ্ত করিয়াছেন সেই ব্যক্তিকে যে বিদয়াতকারী বা বিদয়াতপন্থীকে আশ্রয় দিয়েছে, সম্মান করেছে এবং সাহায্য সহযোগীতা দিয়েছে।

: পীর-মুরীদী সম্পর্কে আমাদের চূড়ান্ত কথা :

সিলসিলার ও পীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হিসেবে গদীনশীন হওয়ার পরও কেউ কেউ এমন বর্তমানে আছেন, যিনি পীর-মুরীদকে বিদয়াত ও নিছক ব্যবসায়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে তাঁকে ঠিক উস্তাদ-শাগরিদ, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কে কার্যত স্থাপন করেছেন। মারিফাত চর্চাকে শরীয়াতের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করেছেন। শরীয়াতকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে মারিফাত শিক্ষাদানের কাজ করেছেন এবং এই গোটা তৎপরতার সাথে জিহাদের সম্পর্ক স্থাপন করে দ্বীনি বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। যেভাবে হাজী শরীয়াতুল্লাহ জনগণকে ওস্তাদ শাগরিদ সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রকৃত দ্বীনের শিক্ষা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দিয়েছিলেন। এভাবে তৈরি করেছিলেন একদল মর্দে মুজাহিদ। উনাদের দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ।

মূলত খিলাফতে রাশেদার অবসানের পর প্রথমদিকে দ্বীন কায়েমের যেসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তা দ্বীনভিত্তিক মারিফাতও জিহাদের বিপ্লবী ভাবধারা সমন্বিত ছিল, যাঁর ধবংশাবশেষ রূপ বর্তমান ব্যবসা মূলক বিদয়াতপন্থী পীর-মুরীদী। বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন করে সেই আসল ও আদর্শবাদভিত্তিক উস্তাদ শাগরিদমূল জন সংগঠনের মাধ্যমে

দ্বীন কায়েমের জন্য দ্বীন ও শরীয়াতের মারিফাতও জিহাদের সমন্বয় নতুন করে কায়েম করে বর্তমান মরণাপন্ন মুসলিম সমাজকে রক্ষা করা ও দ্বীনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার চেষ্টা করা উচিৎ।

তাওহীদের দ্বিতীয় রুকনঃ *ايمان بالله* এক আল্লাহর প্রতি ঈমান

তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এবং তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী (আসমা ও সিফাত) এর ক্ষেত্রে একত্বকে স্বীকার করে নেয়া এবং এমন সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্বকে মেনে নেয়া যা একমাত্র তাঁরই জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান তিনটি ভাগে বিভক্ত ঃ

এক ঃ আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান

এর অর্থ হচেছ আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের সাথে খাস (বিশেষিত) আল্লাহর এমন যাবতীয় কর্মের প্রতি ঈমান পোষণ করা। যেমন: সৃষ্টি করা, রিযিক প্রদান, বিধান রচনা করা ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালার কর্মের অন্তর্ভূক্ত। এ কাজগুলো আল্লাহর একক ক্ষমতার অধীন। তাই এ কাজগুলো এক আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এ সব কাজে গাইরুল্লাহর অংশ গ্রহণকে অস্বীকার করতে হবে। এ সব কাজের বিন্দুমাত্র অংশও গাইরুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থ: “আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দিবেন। এরপর জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোনো একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।” (আর-রূমঃ ৪০)

দুই ঃ আল্লাহ তায়ালার আসমা ও সিফাত (নাম ও গুনাবলীর) প্রতি ঈমান

এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ঐ সমস্ত নাম ও গুনাবলীর (আসমা ও সিফাত) প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেগুলো আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসুল তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কোনো নাম ও গুণকে আকৃতি বিশিষ্ট বলা যাবেনা, নিরর্থক বা অকার্যকর বলা যাবে না, পরিবর্তন করা যাবে না, (সৃষ্টির) সমতুল্য বলা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থ: “কোন কিছুই তাঁর (আল্লাহর) অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (শুরা, ৪২ঃ ১১)

অতঃপর যে সব নাম ও গুণাবলী একমাত্র আল্লাহরই জন্য প্রযোজ্য সেগুলোকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করতে হবে এবং কোনো প্রকার অংশীদারীত্ব থেকে এগুলোকে মুক্ত রাখতে হবে। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ

অর্থ: “বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না। (নামল, ২৭ঃ ৬৫)

তিন ঃ আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়্যাতের প্রতি ঈমান

এর অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন “ইলাহ এবং মা‘বুদ” (উপাস্য) একথা বিশ্বাস করা। দোয়া, রুকু, সেজদা, মানতসহ যাবতীয় ইবাদতের নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। যাবতীয় ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদন করতে হবে। ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশও গাইরুল্লাহর জন্য নিবেদিত করা যাবেনা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

অর্থ: “তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না।” (নিসা, ৪ঃ ৩৬)

তাওহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ’ল তাওহীদ আল-ইবাদাহ অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে এককত্ব বজায় রাখা। যেহেতু একমাত্র আল্লাহরই

ইবাদত প্রাপ্য এবং মানুষের ইবাদতের ফল হিসাবে একমাত্র তিনিই মঙ্গল মঞ্জুরী করতে পারেন, সেজন্য সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই করতে হবে। অধিকন্তু, মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে যে কোন ধরণের মধ্যস্থতাকারী অথবা যোগাযোগকারীর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ একমাত্র তাঁকে উদ্দেশ্য করেই ইবাদতের গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এটাই সকল পয়গম্বর কর্তৃক প্রচারিত বার্তার সারমর্ম। আল্লাহ বলেছেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ: "আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।" (সুরা আয-যারিয়াত ৫১ঃ ৫৬)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ: "আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাগুতকে (মিথ্যা দেবদেবীকে) বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠাইয়াছি।" (সুরা নাহল ১৬ঃ ৩৬)

জেনে রাখা প্রয়োজন যে আল্লাহ একক ইলাহ হিসেবে নিম্নের ইবাদতগুলি একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। ইবাদতের প্রকার সমূহ যা আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশিত করেছেন তা হচ্ছেঃ

(ক) الإسلام (আল- ইসলাম)- আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করা।

(খ) الإيمان (আল-ঈমান)- বিশ্বাস স্থাপন করা।

(গ) الاحسان (আল-ইহসান)-নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন, উপকার সাধন করা।

(ঘ) الدعاء (আদ-দো'য়া) প্রার্থনা, আহবান করা।

(ঙ) الخوف (আল-খাওফ) ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা ।

(চ) الرجاء (আর-রাজা) আশা-আকাংখা করা ।

(ছ) التوكل (আত্-তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা করা ।

(জ) الرغبة (আর-রাগ্বাহ) অনুরাগ, আগ্রহ।

(ঝ) الرهبة (আর-রাহ্বাহ) ভয় ভীতি।

(ঞ) الخشوع (আল-খূশূ) বিনয়-নম্রতা।

(ট) الخشية (আল-খাশিয়াত) অমঙ্গলের আশংকা।

(ঠ) الإنابة (আল-ইনাবাহ) আল্লাহ অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা।

(ড) الاستعانة (আল-ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা।

(ঢ) الاستعاذة (আল-ইস্তে-আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা।

(ণ) الاستغاثة (আল-ইস্তেগাসাহ) নিরুপায় ব্যাক্তির বিপদ উদ্ধারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা।

(ত) الذبح (আয্-যাবাহ) আত্মত্যাগ বা কুরবানী করা।

(থ) النذر (আন্-নযর) মান্নত করা।

এগুলি এবং অন্যান্য যে পদ্ধতি সমূহের আদেশ ও নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন সবকিছুই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে। উপোরোল্লিখিত ইবাদতগুলির কোন একটি যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নিবেদন করে তবে সে মুশরিকে পরিণত হবে।

الشرك (শিরক)

আকীদার পরিভাষায় তাওহীদ হচ্ছে: সকল বিষয়ে আল্লাহকে একক মর্যাদা প্রদান। শিরক হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

شرك (শিরক) আভিধানিক অর্থ: অংশ বা অংশীদার বানানো। ইংরেজীতে এর অনুবাদ করা হয়েছে polytheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস) شريك অংশীদার, Sharer, partner associate.

وفى الشرع : هو أن تجعل لله تعالى نداً فى ألوهيته أو فى ربوبيته أو فى شيء من خصائصه وصفاته.. وهو الذى خلقك!

শরীয়তের পরিভাষায় شرك 'শিরক' হচ্ছে:

আল্লাহর উলুহিয়্যাত কিংবা রুবুবিয়্যাত বা তাঁর কোন বৈশিষ্ট্য ও গুণের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রয়োগ করা ...অথচ তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন!

ইমাম কুরতবী বলেন, শিরকের মূল বিষয় হলো আল্লাহর নিরঙ্কুশ প্রভুত্বে কারো অংশীদারিত্বের আকীদা পোষণ করা।

والشرك فى الشرع نوعان: الشرك الأكبر، والشرك الأصغر.

শিরক দুই প্রকার ঃ ১. শিরকে আকবার, ২. শিরকে আসগার

الشرك الأكبر: هو رديف الكفر الأكبر، ويترتب عليه ما يترتب على الكفر الأكبر، من حيث أنه يحبط العمل كلياً، ويخرج صاحبه من الملة، ويخلده فى نار جهنم أبداً، يمنع عنه شفاعة الشافعين.

শিরকে আকবার:

এটা কুফরে আকবারের মতই, কুফরে আকবার দ্বারা যে সমস্ত জিনিস পতিত হয় শিরকে আকবার দ্বারাও ঐ জিনিস গুলি পতিত হয়। যেমন: শিরকে আকবারের কারণে তার (মুশরিক) সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে, (তেমনিভাবে কুফরে আকবারের দ্বারাও তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যায়) এবং এর (শিরক) দ্বারা সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের যাবে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে এবং কোন শাফাআতকারীর শাফাআত তার ব্যাপারে গ্রহণীয় হবে না।

والدليل: قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

অর্থ: "নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। (নিসা, ৪ঃ ৪৮)

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

অর্থ: "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। (মায়েদা, ৫ঃ ৭২)

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: "যদি আপনি আল্লাহ্র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিস্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (যুমার, ৩৯ঃ ৬৫)

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ: "যদি তারা শেরেকী করত, তবে তাদের কাজ কর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত। (নিসা, ৬ঃ ৮৮)

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ

অর্থ: "খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো। কারণ, ওরা আল্লাহ্র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে সম্পর্কে কোন সনদ

অবতীর্ণ করা হয়নি। আর ওদের ঠিকানা হলো দোযখের আগুন। বস্তুত: জালেমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (নিসা, ৩ঃ ১৫১)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ

অর্থ: "মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। (তাওবা, ৯ঃ ১৭)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

অর্থ: "আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। (বাইয়্যিনাহ, ৯৮ঃ ৬)

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ـ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ـ وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ـ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ـ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ـ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا .

অর্থ: "তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল: তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অত:পর বীর্য থেকে, অত:পর পূর্নাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না। যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ্ যা চান, তাই হয়। আল্লাহ্র দেয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। আশা করি আমার পালকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আগুন প্রেরণ করবেন। অত:পর সকাল বেলায় তা পরিস্কার ময়দান হয়ে যাবে। অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। অত:পর তুমি তা তালাশ করে আনতে পারবে না। অত:পর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে

তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকালে হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগনটি কাঠসহ পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল: হায়, আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম।” (কাহাফ :৩৭-৪২)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ

অর্থ: “নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে: আল্লাহ্ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (মায়েদা, ৫ঃ ৭৩)

وفى الحديث: عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.

অর্থ: “বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমাদের এবং তাদের (কাফের) মাঝে পার্থক্য হলো সালাত, সুতরাং যে সালাত তরক করে সে যেন কুফরী করে। (তিরমীযি, আবুদাউদ, নাসাঈ)

عن ثوبان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد اشرك. (طبرى باسناد صحيح)

অর্থ: “সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ বান্দা এবং কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো ‘ঈমান এবং সালাত’ সুতরাং যে তা ছেড়ে দিল সে শিরক করলো। (তাবারী)

শিরকে আকবার এর প্রকারঃ

শিরকে আকবার এর প্রকার বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। মুবারক ইবন মুহাম্মদ আল-মীলী এটাকে চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. শিরকুল এহতিয়ায (الشرك الاحتياز)

এর সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন: আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো কোন বস্তুর উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিকানা রয়েছে বলে বিশ্বাস করাকে শিরকুল এহতিয়ায বলা হয়।

২. শিরকুশ শিয়া’ (الشرك الشياع)

এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ জগতের কোন বস্তুতে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো একচ্ছত্র মালিকানা না থাকলেও কোন কোন বস্তুতে আল্লাহর সাথে অন্যের যৌথ মালিকানা রয়েছে। যদিও উভয়ের মাঝে অবস্থান ও মর্যাদার দিক থেকে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

৩. শিরকুল এ’য়ানত (الشرك الإعانة)

এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ জগতের কোন কিছুতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মালিকানা বা শরিকানা না থাকলেও এর কোন কোন বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্যকারী রয়েছে।

৪. শিরকুশ শাফা’আত (الشرك الشفاعة)

এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা‘আলার দরবারে তাঁর বান্দাদের মাঝে এমন কতিপয় বান্দাও রয়েছেন যারা তাঁদের মর্যাদার বদৌলতে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে তাঁর পূর্ব অনুমতি ছাড়াই নিজস্ব শাফা’আতের মাধ্যমে নিজ নিজ ভক্ত অনুরক্তদের আল্লাহ পাকড়াও থেকে নাজাত দিতে সক্ষম।

তিনি তাঁর এ চার প্রকার শিরক প্রমাণের জন্যে পবিত্র কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ـ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

অর্থ: “আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য বলে ধারণা করেছ তারা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের অনু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহ্‌র সহায়কও নয়। যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহ্‌র কাছে কারও শাফা’আত কারো জন্যে উপকারে আসবে না। (সাবা, ৩৪ঃ ২২-২৩)

তিনি এ আয়াতটি উদ্ধৃত করে বলেন: এ আয়াত থেকে শিরকের কোন প্রকারই বাদ পড়ে যায় নি।

আবুল বাকা আল-হানাফী আবার শিরককে অন্য আরো ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. শিরকুল ইস্তেকলাল (شرك الاستقلال) :

এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: আল্লাহর পাশাপাশি আরো দু'জন স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীক থাকার ধারণা পোষণ করাকে 'শিরকুল ইস্তেকলাল' বলা হয়। যেমন- অগ্নিপূজকদের শিরক; তারা যাবতীয় কল্যাণের বিষয়াদিকে 'ইয়াজদান' নামক দেবতার কাজ বলে মনে করতো, আর যাবতীয় অকল্যাণমূলক কাজকে 'আহরমন' নামক দেবতার কর্ম বলে মনে করতো।

২. শিরকুত তাবয়ীদ (شرك التبعيض) :

একাধিক উপাস্য থেকে এক উপাস্য গঠন করাকে 'শিরকুত তাবয়ীদ' বলা হয়। যেমন- খ্রিস্টানদের শিরক। তারা বলে: আল্লাহর তিনটি অংশ রয়েছে, যথা: পিতা, পুত্র ও রুহুল কুদছ অথবা মরয়ম, ঈসা ও রুহুল কুদস। এই তিনে মিলে হলেন এক আল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ তিন ইলাহের তৃতীয় জন।

৩. শিরকুত তাকলীদ (شرك التقليد) :

অন্যের অনুসরণে গায়রুল্লাহের উপাসনা করাকে 'শিরকুত তাকলীদ' বলা হয়। যেমন- আরব জনগণের শিরক, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণে মূর্তি পূজা করতো।

৪. শিরকুত তাকরীব (شرك التقريب) :

আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে গায়রুল্লাহর উপাসনা করাকে 'শিরকুত তাকরীব বলা হয়। যেমন- আরবের মুশরিকরা বলতো:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

"আমরা দেবতাদের উপাসনা কেবল এ-জন্যেই করছি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।" (যুমার, ৩৯ঃ ৩)

৫. শিরকুল আসবাব (شرك الأسباب) :

কোন বিষয় আল্লাহর কারণে হয়েছে এমনটি না বলে অপর কোন বস্তুর প্রভাবে তা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা বা বলাকে শিরকুল আসবাব বলা হয়। যেমন- প্রকৃতিবাদীদের শিরক, যারা এ জগত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য আল্লাহর পরিকল্পনাকে স্বীকার না করে প্রকৃতিকেই এর পরিচালক বলে মনে করে।

৬. শিরকুল আগরায (شرك الأغراض) :

গায়রুল্লাহের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাজ করাকে 'শিরকুল আগরাদ' বলা হয়।

الشرك الأصغر: هو الشرك الخفى، وهو دون الشرك الأكبر، وهو رديف الكفر الأصغر، من حيث أنه لايخرج صاحبه من الملة، ولاينفى عنه الإيمان مطلقاً، وفى الآخرة يترك لمشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وحاسبه وإن شاء عفا عنه، ولو عذب فهو ممن تنالهم شفاعة الشافعين، بإذن الله تعالى.

শিরকে আসগারঃ

শিরকে আসগার হচ্ছে শিরকে খফী। শিরকে আসগার শিরকে আকবার নয় সেটা হচ্ছে কুফরে আসগারের ন্যায় এই হিসাবে যে এর দ্বারা সে দ্বীনে ইসলাম থেকে বের হবে না, সাধারণভাবে সেটা ঈমান কে নফী করে না, আখেরাতে সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন থাকবে অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার থেকে হিসাব নিবে এবং তাকে শাস্তি দিবে অথবা তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি শাস্তি দেওয়াও হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তার ক্ষেত্রে শাফাআতকারী শাফাআত গ্রহণ করা হবে।

عن محمود بن لبيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر "قالول: وما الشرك الأصغر يارسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله تعالى إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء"

অর্থ: "মাহমুদ ইবনে লাবীদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আমি তোমাদের উপর শিরকে আসগারের সবচেয়ে বেশি ভয় করি। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, শিরকে আসগার কি? তখন মহানবী সা. বললেন, এটি হচ্ছে রিয়া (অহংকার)। যখন মানুষদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান দিবেন তখন মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা ঐ সকল লোকদের কাছে তোমাদের আমলের প্রতিদান আনতে যাও যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা দুনিয়াতে আমল করতে। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য করো তোমরা কি তাদের কাছ থেকে প্রতিদান পাবে।" (মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাদীস নং ২৩৬৮০)

وعنه قال: خرج النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس! إياكم وشرك السرائر "قالوا يارسول الله! وماشرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر" (ابن خزيمة)

অর্থ: "মাহমুদ ইবনে লাবীদ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন, এরপর তিনি বললেন হে মানব সকল! তোমরা গোপন শিরক থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবায়ে কিরাম রা. জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল! গোপন শিরক কি? তখন মহানবী সা. বললেন, কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে এবং সে খুব সুন্দর করে নামাজ পড়ে, যাতে করে মানুষ তার দিকে দেখে। এটাই হচ্ছে গোপন শিরক (অর্থাৎ আল্লাগর সন্তুষ্টির জন্য নয়, মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা)।" (বায়হাকী, হাদীস নং ৩১৪১)

শরয়ী দৃষ্টিতে শিরকে আসগারকারীর পরিণতি:

এ শিরকটি পূর্বে বর্ণিত 'শিরকে আকবার' এর চেয়ে কম বিপজ্জনক। কেননা, এটি কর্তব্যব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না বা এতে যে শিরকে আকবার হয়ে থাকে, তাও বলা যায়না। এর প্রমাণ হলো- হুজায়ফা ইবনুল য়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'একজন মুসলিম ব্যক্তি স্বপ্নে এক ইহুদী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করলে ইহুদী লোকটি তাঁকে বললো: তোমরা অত্যন্ত ভাল জাতি যদি না তোমরা শিরক করতে। তোমরা বলে থাকো- আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা চান'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ স্বপ্নের কথা বলা হলে তিনি বলেনঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের এ বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত আছি, তোমরা সে ভাবে কথা না বলে এভাবে বলো:

مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ مَا شَاءَ مُحَمَّدٌ

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা যা চান অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা চান"। এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, ইসলামের প্রারম্ভিক আমলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীদের মাঝে 'আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা চান', এ-জাতীয় কথা-বার্তা বলার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে এমন কথা বলা থেকে বারণ করেন। এবং এ ধরনের কথার বদলে নিম্নোক্ত কথা বলতে শিক্ষা দেন:

مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা এককভাবে যা চান অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা চান।"

অনুরূপভাবে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস দ্বারাও সাহাবীদের মাঝে এ জাতীয় কথা বলার প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন: 'এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কোন বিষয়ে কথা বলা প্রসঙ্গে বললো:

مَا شَاءَ اللهُ وَ شِئْتَ

অর্থ: "আল্লাহ এবং আপনি যা চান।"

লোকটির এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

أَجَعَلْتَنِى لِلّٰهِ عَدْلاً

অর্থ: "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিলে?। এখন কথা হলো: এ জাতীয় কথা-বার্তা যদি তার কথককে ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার মত অপরাধ হতো, তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ থেকেই অন্যান্য শিরকী কর্মকাণ্ড নিষেধ করার সাথে সাথে এ ধরনের কথা বলাও নিষেধ করে দিতেন। কিন্তু তা বিলম্বে নিষেধ করাতে প্রমাণিত হয় যে, এ জাতীয় কথা অপরাধের দিক থেকে 'শিরকে আকবার' এর মত বড় অপরাধ নয়। তবে তা যে সাধারণ অপরাধের মত একটি অপরাধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এথেকে বিরত থাকলে এর দ্বারা যে আল্লাহর তাওহীদের হেফাযত ও সংরক্ষণ হয়, তা বলা-ই বাহুল্য। এ অপরাধ থেকে তাওবা করা ছাড়া কেউ মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে নিজ থেকে তা মাফ করে দিতে পারেন। অথবা এমন অপরাধী ব্যক্তি শাফা'আতের সুবিধা পেয়ে হাশরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আত পেয়ে মুক্তি পেতে পারে। নতুবা অপরাধের মাত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করে পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য

কোন মু'মিন ও ফেরেশতাদের শাফা'আত পেয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

শির্কের ভয়াবহতা

শির্কের পরিণাম ভয়াবহ। এটি মানুষের চূড়ান্ত ধ্বংস ডেকে আনে। আল কোরআন ও সহীহ হাদীস থেকে এর ভয়াবহতার স্বরূপ তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ্। শিরক্ সবচেয়ে বড় অপরাধ-বড় গুনাহ আল্লাহ্ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ: "আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক চরম জুল্‌ম।" (লুক্‌মান, ৩১: ১৩)

عن عبد الله بن مسعود رضـ قال: سألت النبى أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك...

অর্থ: "ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি?" রাসুল (সঃ) বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা, অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সহীহ বুখারী-৪৪৭৭, মুসলিম-৮৬)

শিরক্বের অপরাধ/ গুনাহ আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না, আল্লাহ্ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এটি ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং কেহ আল্লাহর শরীক্ করলে সে এক মহাপাপ আরোপ করে।" (সুরা, নিসা-৪:৪৮)

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيدًا

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক্ করা ক্ষমা করেন না। এটি ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং কেহ আল্লাহর শরীক্ করলে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।" (নিসা-৪:১১৬)

জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন- "বান্দার জন্য সর্বদাই ক্ষমা রয়েছে যতক্ষন পর্যন্ত হিযাব বা পর্দা পতিত না হয়।" বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল! হিযাব বা পর্দা কি?" তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক্ করা।" (মুসনাদে আহমদ, ইবনু কাছীর ১ম খন্ড ৬৭৮পৃঃ)

শিরক্ করলে জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থ: "হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমার রব এবং তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর। কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।" (মায়েদা, ৫:৭২)

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلي: من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار

রাসুল (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক্ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে।" (বুখারী- ১২৩৪, মুসলিম- ৯২)

শিরক্ করলে সব আমল বাতিল হয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: "তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহী হয়েছে তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" (যুমার, ৩৯:৬৫)

সূরা আনফালের ৮৩-৮৭ আয়াতে আল্লাহ সুবতানাহু ওয়া তাআ'লা ১৮ জন নবীর নাম নিয়ে তাদের ব্যাপারে বলেছেন-

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ: "এটি আল্লাহর হেদায়েত, নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এটি দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শিরক্ করতো তবে

তাদের কৃতকর্ম নিস্ফল হত।" (আন'আম : ৮৮) আল্লাহ সুবতানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেনঃ

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

অর্থ: "আমি তাদের আমলের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকনায় পরিণত করে দেব।" (ফোরক্বান ২৫ঃ২৩)

শিরককারী ধ্বংসে এবং বিপর্যয়ে পতিত হয়।

আল্লাহ্ সুবতানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

অর্থ: "যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।" (হাজ্জ, ২২ঃ৩১) আল্লাহ সুবতানাহু ওয়া তা'য়ালা আরও বলেন,

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

অর্থ: "যারা আল্লাহর সাথে অপর ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, সুতরাং শীঘ্রই ওরা (মুশরিকরা) এর পরিনতি জানতে পারবে।" (হিজর, ১৫ঃ৯৬)

عن ابى هريرة رضـ قال: قال رسول الله صـ: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেন- "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে।" সাহাবাগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল সেগুলো কি?" রাসুল (সঃ) বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং যাদু---।" (বুখারী-২৭৬৬, মুসলিম-৮৭)

শিরক্কারী মুশরিক অপবিত্র

তার জন্য দোয়া করা যাবে না, এরা সৃষ্টির অধম। আল্লাহ সুবতানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

অর্থ: "নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র।" (তাওবাহ, ৯ঃ২৮)

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

অর্থ: "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী ও মু'মিনদের সংগত নয়, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী।" (তাওবাহ, ৯ঃ১১৩)

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

অর্থ: "আহলে কিতাব ও মুশরিক কাফেররা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।" (বাইয়েনাহ, ৯৮ঃ৬)

শিরক্ করলে কাফের-মুশরিকে পরিণত হয়ে যায়

ঈমান আনার পরেও কেউ যদি আল্লাহর সাথে শিরক্ করে তবে সে কাফের এবং মুশরিক হয়ে যায়। ইসলামী শরী'য়া অনুযায়ী তাকে 'মুর্তাদ' বলা হয়। তার হুদুদ (শাস্তি) মৃত্যুদন্ড। রাসুল (সঃ) বললেন- "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক ও সর্বনাশা গুনাহ থেকে বিরত থাক।" অত:পর শিরকের কথা বললেন। অত:পর বললেন- যে ব্যক্তি নিজের দ্বীনকে পরিবর্তন করে (অর্থাৎ ইসলামকে ত্যাগ করে) তাকে হত্যা কর।" (বুখারী, আহমাদ, কবীরা গুনাহ-বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার পৃঃ৭) আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

অর্থ: "যদি তোমরা তাদের (মুশরিকদের) কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।" (আন'আম, ৬ঃ১২১)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা মুসলিমদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন যদি তারা মুশরিকদের আক্বীদা-বিশ্বাস, কাজ-কর্মে আনুগত্য করে তাহলে তারা মুশরিক হয়ে যাবে।

শিরকের ক্ষতিকর দিক এবং তার বিপদসমূহ

শিরকে অনেক অনিষ্টকর দিক আছে, ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে তার বিশেষত্বগুলোঃ

শিরক মানবতার জন্য অবমাননাকর:

মানুষের সম্মানকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে ও তার সামর্থ্যকে নিচু করে দেয়। তার মর্যাদাকেও নিচু করে দেয়, কারণ আল্লাহ পাক মানুষকে খলীফা হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং তাকে সম্মানিত করেছেন এবং তাকে সমস্ত নাম শিখিয়েছেন। তার অনুগত করে দিয়েছেন; যা কিছু আছে আসমান ও যমীনে, তাকে এই জগতের সকলের উপর নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সে তার অবস্থাকে ভুলে গেছে। ফলে সে এই জগতের কোন কোন জিনিসকেও ইলাহ ও মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। তার কাছে নিজেকে ছোট করে এবং অপমানিত হয়। এর থেকে অসম্মানের বিষয় আর কি হতে পারে যা আজকে দেখা যাচ্ছে কোটি কোটি লোক হিন্দুস্তানে গাভীর পূজা করছে যাকে আল্লাহ পাক মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ঝাঁক ধরে বসে আছে। তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন নিবেদন করছে। অথচ তারাও তাদের মতই আল্লাহ পাকের দাস। না নিজেদের জন্য তারা কোন উপকার করতে পারে; না ক্ষতি করতে পারে। দেখ, হোসাইন (রাঃ) নিজেকে শহীদ হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি জীবিতাবস্থায়। তবে কেমন করে অপরের কষ্ট দূর করবেন এখন মৃত্যুর পর এবং ভালকে ডেকে আনবেন? মৃতরাই জীবিত মানুষের দোয়ার মুখাপেক্ষী। তাই আমরা তাদের জন্য দোয়া করি। আমরা যেন তাদের কাছে দোয়া না চাই আল্লাহকে ছেড়ে। আল্লাহ পাক এই সম্বন্ধে বলেনঃ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ـ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

অর্থ: "যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে ডাকে তারা এতটুকুও জিনিস সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। মৃতরা কখনই জীবিতদের সমান নয় এবং তারা জানে না কখন তাদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে।" (নাহলঃ ২০) এবং অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

অর্থ: "যে আল্লাহ পাকের সাথে কোন শির্ক করে, যেন সে আকাশ থেকে পড়ে গেছে এবং এক পাখি তাকে ঠোঁট দিয়ে নিয়েছে অথবা তাকে বাতাস বহু দূরে নিক্ষেপ করেছে।" (হজ্জ, ৩১)

শির্কের কারণে সমস্ত আজেবাজে কুসংস্কার ও বাতিল মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে।

কারণ যে মনে করে এই জগতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রভাব আছে, যেমন নক্ষত্র, জ্বিন, নশ্বর, আত্মা ইত্যাদি, তার বুদ্ধি এমন হয়ে যায় যে, সে সমস্ত কুসংস্কারকে গ্রহণ করতে তৈরি হয়ে যায় এবং সমস্ত মিথ্যাবাদী দাজ্জালদের বিশ্বাস করতে শুরু করে। এভাবে সমাজের মধ্যে শির্ক প্রবেশ করতে থাকে। জ্বিন বশকারী, গণক, যাদুকর, জ্যোতীষ এবং এই জাতীয় লোকেরা মিথ্যা দাবি করে যে, তারা ঐ ভবিষ্যৎ জানে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। ফলে সমাজের মধ্যে আস্তে আস্তে আসবাব সংগ্রহের প্রচেষ্টা দূর্বল হয় এবং জগতের নিয়ম উল্টে যেতে থাকে।

শির্ক সবচেয়ে বড় যুলুম

সত্যিই এটা যুলুম। কারণ সবচেয়ে বড় সত্য হল আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই ও অন্য কোন প্রতিপালক নেই। তিনি ছাড়া কেউ আইন প্রণেতা নেই। কিন্তু মুশরিক আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে মাবুদ বানিয়ে নেয়। অন্যের কাছ থেকে আইন গ্রহণ করে এবং মুশরিক নিজের উপরও যুলুম করে। কারণ, মুশরিক তারই মত আরেকজন দাসের গোলাম হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। শির্ক অপরের উপর যুলুম। কারণ, যে আল্লাহর সাথে অন্যকে শির্ক করে সে তো অত্যাচার করল; কারণ এমন কাউকে সে হক্ দিল যার ঐ অধিকার নেই।

শির্ক হচ্ছে সমস্ত কল্পনা ও ভয়ের মূল

কারণ, যার মাথায় কুসংস্কার বাসা বাঁধতে শুরু করে এবং সমস্ত আজেবাজে কথা ও কাজকে গ্রহণ করতে থাকে, ফলে সমস্ত দিক হতেই সে ভয় পেতে শুরু করে। কারণ, সে নানা মাবুদের উপর ভরসা করতে শিখেছে। তাদের প্রত্যেকেই ভাল করতে অপারগ, এমনকি নিজেদের থেকেও তারা কষ্ট মুসিবত দুর করতে পারে না। ফলে যেখানে শির্ক চলতে থাকে সেখানে নানা ধরনের কুসংস্কার ও ভয় প্রকাশ পেতে থাকে কোন প্রকাশ্য কারণ ছাড়াই। আল্লাহ পাক এই সম্বন্ধে বলেনঃ

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ

অর্থ: "যারা কুফরী করে আমি তাদের অন্তরে ভয়কে নিক্ষেপ করব। ঐ কারণে যে তারা আল্লাহর সাথে শির্‌ক করছে, আর যে সম্বন্ধে আল্লাহ পাক কোন প্রমান পাঠাননি। তাদের ঠিকানা আগুন এবং জালেমদের জন্য সেটা কতই না নিকৃষ্ট জায়গা।" (সুরা আল ইমরানঃ ১৫১)

শির্‌কের কারণে নেক আমলগুলো নষ্ট হয়ে যায়

কারণ সে তার অনুগামীদেরকে মাধ্যম ও শাফায়াতকারীর উপর ভরসা করতে শেখায়। ফলে নেক কাজগুলোকে সে ছাড়তে শুরু করে এবং গুনাহ করতে শুরু করে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে সমস্ত অলীরা তাদের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সুপারিশ করবে। এটা ইসলামের পূর্বের আরবদের বিশ্বাস। যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থ: "তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন অন্যদের ইবাদত করে যারা না পারে তাদের ক্ষতি করতে আর না পারে কোন ভাল করতে এবং বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বল (হে মুহাম্মাদ)! তোমরা কি আল্লাহকে আসমান ও জমিনের মধ্যে ঐ জিনিস শিখাতে চাও যা তিনি জানেন না। তারা যে সমস্ত শির্‌ক করছে আল্লাহ পাক এর থেকে পবিত্র ও উচ্চ।" (ইউনুসঃ ১৮)

তাকিয়ে দেখ এই খ্রিষ্টানদের দিকে যারা একটার পর একটা অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, ঈসা (আঃ) যখন শূলে চড়েছেন তখন তাদের সমস্ত গুনাহ মুছে দিয়ে গেছেন। আজ দেখা যায় অনেক মুসলমান ফরজ, ওয়াজিব ত্যাগ করছে এবং নানা ধরনের হারাম কাজ করছে। তা সত্ত্বেও এ ধারণা করে বসে আছে যে, রাসুল তাদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য অবশ্যই শাফায়াত করবেন। কিন্তু রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আদরের কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেছেনঃ অর্থ "হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ (সঃ) তোমার যত টাকা দরকার তা

আমার নিকট হতে চেয়ে নাও; কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ পাকের হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।" (বুখারী)

শির্‌ক উম্মতকে টুকরো টুকরো করে দেয়।

وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.

অর্থ: "তোমরা মুশরেকদের মত হয়ো না যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে এবং তারা দলে দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে খুশী।" (রূমঃ ৩১-৩২)

মূলকথাঃ অবশ্যই আগের এই সমস্ত অধ্যায়গুলো পরিষ্কারভাবে এটাই ফুটিয়ে তুলেছে যে, শির্‌ক খুব খারাপ কাজ, তাই এ থেকে বেঁচে থাকা ফরজ। তার থেকে দূরে সরে থাকা দরকার এবং তার মধ্যে ঢুকে পড়ার ব্যাপারে ভয় করা দরকার। কারণ, এটা সবচেয়ে বড় গুনাহ। তা বান্দার সমস্ত আমলকেই নষ্ট করে দেয়, এমনকি তার ঐ সমস্ত নেক কাজও যাতে উম্মতের উপকার হত, মানবতার সেবা হত। যেমন, আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

অর্থ: "তাদের ঐ সমস্ত আমলকে আমার কাছে পৌছানো হবে কিন্তু সেগুলো আমি ধূলির মত উড়িয়ে দেব।" (ফুরকানঃ ২৩)

তাওহীদ ও শিরকের চিরকালীন দ্বন্দ্ব

তাওহীদ ও শির্‌কের মধ্যে যুদ্ধ বহু পুরাতন। নূহ (আঃ) মূর্তি পূজা ছাড়াতে যখন তাঁর জাতিকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকছিলেন তখন থেকেই তা শুরু হয়। তিনি এভাবে সাড়ে ন'শত বছর পর্যন্ত দাওয়াত দেন। তারা যেভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করে সে সম্পর্কে কুরআন বলেঃ

وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ـ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلالًا

অর্থ: “তার কওমের নেতারা বললঃ তোমরা কখনও তোমাদের দেবদেবীদের ছেড় না, না “ওদ্দা”, “সূয়া’য়”, “ইয়াগুছা”, ইয়া’যুকা”, নাছার, যদিও এরা অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে।” (সূরা নূহঃ ২৩-২৪)

বুখারী শরীফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছেঃ এরা ছিলেন নূহ (আঃ)-এর জাতির মধ্যে ভাল ও নেককার লোক। যখন তারা মারা গেলেন তখন শয়তান তাদের জাতির লোকদের কাছে গোপনে বলল, তারা যেখানে বসত সেখানে তাদের প্রতিমূর্তি তৈরী করতে এবং তাদেরকে তাদের নামে বিভূষিত করতে। তারা তা করল। কিন্তু তখন পর্যন্তও তাঁদের ইবাদত করা হত না। যখন এই লোকেরা মারা গেল তখন কেন যে মূতিগুলো বানানো হয়েছিল তা লোকেরা ভুলে গেল; ফলে তখন থেকেই মূর্তি ও পাথরের পূজা শুরু হয়ে গেল।

তারপর নূহ (আঃ) এর পর যত রাসুলগণ (আঃ) এসেছিলেন প্রত্যেকেই এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকতে শুরু করলেন এবং ঐ সমস্ত মাবুদদের ত্যাগ করতে বললেন যাদের ইবাদত করা হত আল্লাহকে ছেড়ে আর যারা ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতাই রাখে না।

কুরআন পাক এই খবরে ভরপুর। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ

অর্থ: “কওমে আ’দের কাছে আসলেন তাদের ভাই হুদ (আঃ) তিনি তাদের দাওয়াত দিয়ে বললেনঃ হে আমার জাতি, এক আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি পরহেজগার হবে না?” (সূরা আ’রাফঃ ৬৫) অন্যত্র বলেনঃ

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

অর্থ: “তাদের কওমে সামুদের কাছে এসেছিলেন তাদের ভাই ছালেহ (আঃ)। তিনি এই দাওয়াত দিতেনঃ হে আমার জাতি, আল্লাহ পাকের ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই।” (সূরা হুদঃ ৬১) অন্যত্র বলেনঃ

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

অর্থ: “মাদায়েনে আসলেন তাদের ভাই শুয়াইব (আঃ)। তিনি তাদের বললেনঃ হে আমার জাতি, আল্লাহ পাকের ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই।” (সূরা হুদঃ ৮৪) অন্যত্র বলেন:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ - إلا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

অর্থ “যখন ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতা এবং জাতির লোকদের বললেন, অবশ্যই আমি ওদের থেকে সম্পর্কমুক্ত যাদের ইবাদত তোমরা কর। আমি শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সঠিক রাস্তা দেখাবেন।” (সূরা যুখরুফঃ ২৬-২৭)

মুশরিকরা সমস্ত নাবীদের বিরোধিতা করত এবং অহঙ্কারের সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিত। সাথে সাথে তাঁরা যে সমস্ত দাওয়াতী নিয়ে আসতেন তার বিরুদ্ধেও যত ধরনের শক্তি তাদের ছিল তা দিয়ে তাঁদের বিরোধিতা করত।

এই আমাদের রাসুল (সা.) যিনি আরবদের কাছে নবুয়ত পাওয়ার আগে বিশ্বাসী আল-আমীন বলে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু যখনই তাদের এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকলেন এবং ঐ সমস্ত মূর্তির ইবাদত না করতে বললেন যা তাদের বাপ দাদারা করত, সাথে সাথে তারা তাঁর সত্যবাদীতা ও আমানতদারী ভুলে গেল। আর বলতে শুরু করলঃ তিনি মিথ্যাবাদী, তিনি যাদুকর। এই কুরআন পাক তাদের বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছে:

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ - أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

অর্থ: “যখনই তাদের মধ্য হতে একজন ভয় প্রদর্শক আসলেন তখনই তারা অবাক হয়ে গেল, ফলে কাফেররা বলতে লাগলঃ এ যাদুকর এবং চরম মিথ্যাবাদী। সে কি আমাদের সমস্ত মাবুদদের এক মাবুদ বানিয়ে ফেলতে চায়, এ তো বড়ই অবাক হওয়ার কথা।” (সূরা ছোয়াদঃ ৪-৫) অন্যত্র বলেনঃ

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ـ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

অর্থ: "এভাবে যত রাসুল তাদের পূর্বে এসেছেন তাদেরকে তারা অবশ্যই বলেছে যাদুকর এবং পাগল। তারা কি একে অপরকে এই ব্যাপারে উপদেশ দিত? বরঞ্চ তারা হচ্ছে সীমালঙ্ঘনকারী।" (যারিয়াত, ৫১ঃ ৫২-৫৩)

এটাই হচ্ছে সমস্ত রাসুলের তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়ার পরের অবস্থা। এটাই হচ্ছে তাঁদের মিথ্যাবাদী কওম ও অপবাদ দানকারীদের ভূমিকা।

আর আমাদের এই সময়ে যখন কোন মুসলমান তাদের ভাইদের দাওয়াত দেয় চরিত্র সংশোধন করতে, সত্য কথা বলতে এবং আমানতদারী ঠিক করতে, তখন তাতে কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হয় না। আর যখনই ঐ তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করে যার দিকে সমস্ত রাসুলরা দাওয়াত দিয়েছেন, আর তা হল এক আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং তাঁকে ছেড়ে অন্য নাবী এবং আউলিয়া (যারা আল্লাহর দাস) এদের কাছে দোয়া করতে নিষেধ করা, তখনই মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাকে নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদে জর্জরিত করতে থাকে।

যারা তাওহীদের দিকে মানুষকে ডাকবে তাঁদের অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। এবং ঐ রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ করতে হবে যাঁকে তার রব বলেছেনঃ

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

অর্থ: "তারা যা বলে তা তুমি সহ্য কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিত্যাগ কর।" (মুজাম্মেল, ৭৩ঃ ১০) অন্যত্র আয়াতে বলেনঃ

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

অর্থ: "তারা যা বলল তা সহ্য করতে থাক এবং তাদেরকে পাপের বা কুফরী কার্যে অনুসরণ কর না।" (ইনসান, ৭৬ঃ ২৪)মুসলমানদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে তাওহীদের দিকে যে দাওয়াত দেয়া হয় তাকে কবুল করা এবং ঐ দাওয়াতকে ভালবাসা। কারণ, তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া সমস্ত রাসূলদের কাজ ছিল এবং আমাদের রাসুল (সঃ) এর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। যে নবীকে ভালবাসে অবশ্যই সে তাঁর দাওয়াতকে

ভালবাসবে। যে তাওহীদকে ঘৃণা করল সে যেন রাসুল (সঃ)-কেই ঘৃণা করল। আর কোন মুসলমানই কি এ কাজ করতে রাজী হবে?

শির্ক কেন এত ভয়াবহ

শির্ক মূলত এ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করে। কারণ আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য, এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ: "আমি মানব এবং জ্বিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (যারিয়াত, ৫১ঃ ৫৬)

শিরকের মাধ্যমে আল্লাহর মর্যাদা এবং নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করা হয়। আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের রব এবং ইলাহ, আর আমরা হচ্ছি তার বান্দাহ বা দাস। যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি। শিরক্ করলে এই নগণ্য দাসকে/সামান্য সৃষ্টিকে স্রষ্টার স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ জন্যই শিরক হচ্ছে আল্লাহর মর্যাদা এবং সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী, চরম যুলম-অবিচার। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ

لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ: "আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক্ চরম যুল্ম।" (লুক্মান, ৩১ঃ ১৩) আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা আরও বলেনঃ

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

অর্থ: "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতেছেনঃ- তোমাদের আমি যে রিযিক্ দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি সমান? তোমরা কি তাদের সেরূপ ভয় করো যেরূপ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভয় করো? আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি।" (রূম, ৩০ঃ ২৮)

চাকর বা দাস-দাসী মনিবের ধন-সম্পদের অধিকারী হয় না, মনিব তাদেরকে ভয় করে না, সেরূপ মহান আল্লাহর সঙ্গে কোন সৃষ্টির কোন ব্যাপারে শরীকানা হয় না, হতে পারে না।

শিরক করলে আল্লাহর হক আল্লাহকে না দিয়ে অন্যকে দেয়া হয়। রাসুল (সা.) বলেন- "বান্দার প্রতি আল্লাহর হক্ হচ্ছে বান্দা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক্ করবে না।" (বুখারী হা/২৬৪৬)

শির্‌ক না করার নির্দেশ এবং আহ্বান

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

অর্থ: "আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।" (নিসা, ৪ঃ ৩৬)

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

অর্থ: "বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারও ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত; ইহাই শ্বাশ্বত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানেনা।" (ইউসুফ, ১২ঃ ৪০)

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থ: "হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার রব এবং তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর। কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।" (মায়েদা, ৫ঃ ৭২)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থ: "বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি এই ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (কাহফ, ১৮ঃ ১১০)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অর্থ: "(হে নবী) তুমি বল হে কিতাবীগণ! আস এমন একটি কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও

ইবাদত না করি এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক না করি, আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত নিজেদেরকে রব হিসেবে গ্রহন না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল, তোমরা স্বাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।" (আলে ইমরান, ৩ঃ ৬৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থ: "আর উহা এই যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না।" (ইউনুস, ১০ঃ ১০৫)

মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছেনঃ "আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক্ করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা পুড়িয়ে মারা হয়।" (মুসনাদে আহমাদ)

শির্‌ক না করার ফযীলত

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শির্‌ক) দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।" (আন'আম ৬ঃ৮২)

عن معاذ رضـ قال: كنت ردف النبى صـ على حمار، ليس بينى وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ! هل تدرى ما حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لايعذب من لا يشرك به شيئاً، فقلت يا رسول الله! إفلا إبشر به الناس؟ قال: لاتبشرهم فيتكلوا.

অর্থ: "মুয়ায (রাঃ) থেকে বর্নিত তিনি বলেন- আমি একটি গাধার পিঠে নবী (সঃ) এর পেছনে বসেছিলাম। আমার এবং তাঁর মাঝে শুধু হাওদা ছিল, নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কি জান বান্দার নিকট আল্লাহর হক্ কি? আমি বললাম আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ "বান্দার নিকট আল্লাহর হক্ হল বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর বান্দার নিকট আল্লাহর

অধিকার হলো তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না। (বুখারী হা/২৬৪৬)

عن المعرور بن سويد قال: سمعت ابا ذر يحدث عن النبى صـ، انه قال: أتانى جبرئيل عليه السلام، فبشرنى أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.

অর্থ: "আবু যর (রাঃ) নাবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেন- "জিব্রাঈল এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন না করে যে ব্যক্তি মারা যায় সে জান্নাত লাভ করবে। আবু যর বললেন, যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও কি? নবী (সঃ) বললেন, হ্যাঁ যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও। (মুসলিম হা/১৫৩, ২৭২, ২৩০৪)

عن جابر بن عبد الله رضـ قال: إتى النبى صـ رجل فقال: يارسول الله ما الموجبتان؟ فقال: من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. مسلم

অর্থ: "জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি নবী (সঃ)এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, জান্নাত এবং জাহান্নাম ওয়াজিব কারী বস্তু দু'টি কি কি? তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মারা গেল সে জাহান্নামী। (মুসলিম হাদীস নং ১৭৭)

আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) বলেছেন যে- "আল্লাহতা'য়ালা বলেছেন: হে আদম সন্তান তোমরা যদি আমার সাথে অংশীস্থাপন না করে দুনিয়াভরা অপরাধ (গুনাহ) নিয়েও আমার সাথে স্বাক্ষাত কর, তবে আমি দুনিয়া ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমাদের নিকট উপস্থিত হব। (তিরমিজী, মেশকাত, বা'বুল ইস্তেগফার)

শির্ক সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা

তাওহীদ হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি। তাওহীদ সকল নবী-রাসুলের দাওয়াতের কেন্দ্রীয় বিষয়। আল্লাহর নিকট ইবাদত কবুলের শর্ত

হচ্ছে তাওহীদ। বিপরীত দিকে শির্ক হচ্ছে জঘন্যতম পাপ। শিরকের অপরাধীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। শির্ক যাবতীয় আমলকে নষ্ট করে দেয়, জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়। তাই আমাদের তাওহীদের পাশাপাশি শির্ক সম্পর্কেও ইলম্ অর্জন করতে হবে। শিরক্ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে আমরা আমাদের অজ্ঞাতেই আল্লাহ না করুন শির্কে জড়িয়ে যেতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থ: "বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।" (যুমার ৩৯ঃ৯)

আমাদেরকে জানতে হবে শির্ক কি? শির্ক কিভাবে হয়, শির্কের কারণ কি? শির্কের পরিণাম ও ভয়াবহতা কি? তাহলেই আমরা শির্ক থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকতে পারব। ভাল কিছু জানলে যেমন তা অর্জন করার আগ্রহ থাকে, তেমনি খারাপ কিছু জানলে তা থেকে সতর্ক থাকার ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। যার পরিণাম মন্দ ও ভয়াবহ তা জানলেই তা থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকা যায়। তাই বিবেক-বুদ্ধির ফায়সালা হচ্ছে ভাল ও মন্দ দু'টিরই জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

প্রসিদ্ধ সাহাবী হোযাইফা (রাঃ) বলেনঃ লোকেরা রাসুল (সঃ) কে ভাল ও কল্যানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করত, আর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম মন্দ ও অনিষ্টের বিষয়ে, এতে জড়িত হয়ে যাওয়ার ভয়ে। (বুখারী)

মন্দ থেকে বাঁচার জন্য মন্দ সম্পর্কে জানতে হবে। অনিষ্ট থেকে সতর্ক থাকতে হলে তা জানতে হবে। হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হলে বাতিলকে জানতে হবে। ইসলামের উপর বলিষ্ঠভাবে টিকে থাকতে হলে শির্ক, কুফর ও জাহিলিয়্যাতকে পুরোপুরি চিনতে হবে। তা না হলে দৃঢ়ভাবে ইসলামের উপর টিকে থাকা যাবে না। এ জন্যই উমার (রাঃ) বলেছেনঃ 'যে জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে কিছু না জেনে ইসলামে (ইসলামী পরিবেশে) বেড়ে উঠেছে তার এই ইসলামের গিটগুলো একটি একটি করে ছিড়ে যাবে। (তাইসীরুল আজিজিল হামিদ পৃঃ১১৪)

শুধু তাওহীদের ইলমই যথেষ্ট নয়, শির্কের ইলম অর্জন করতে হবে। তাহলেই শিরক্ থেকে বাঁচা সহজ হবে। শির্ক সম্পর্কে সঠিক ধারণা না

থাকলে আমাদেরকে অনেক শির্ক আচ্ছন্ন করে ফেলবে অথচ আমরা বুঝতেও পারব না যে এগুলো শির্ক। আর এসব শিরক্ আমাদের ঈমানকে ও যাবতীয় আমলকে বিনাশ করে দিবে।

শির্কের কারণ

কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে আমরা এখানে শির্কের ৬ টি কারণ উপস্থাপন করছি, যেন আমরা তা জেনে শির্ক থেকে বেঁচে থাকতে পারে-

আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা ও খারাপ মনেবৃত্তি পোষণ করা:

মন্দ ধারণাই শিরকের নেপথ্য কারণ। যে কোন শিরকের পেছনে আল্লাহ সম্পর্কে কোন না কোন দোষ-ত্রুটি ও মন্দ ধারণা কাজ করে। ভালবাসার বিপরীত এ মন্দ ধারণা পোষন করার কারণেই মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে অন্যেও ইবাদত করে। গায়রুল্লাহকে তার জন্য আল্লাহর চেয়ে অধিক দয়ালু ও কল্যানকামী মনে করে। আল্লাহ সম্পর্কে যারা মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থ: "এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষন করে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন। অমঙ্গল চক্র তাদেও জন্য। আল্লাহ তাদেও উপর রাগান্বিত হয়েছেন এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, তা কত নিকৃষ্ট আবাস।" (সূরা ফাতহ ৪৮ঃ৬)

মুশরিকদের এ মন্দ ধারণার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে তাওহীদের ইমাম ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও মূতি পুজারী জাতির সামনে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন পবিত্র কুরআনে তা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে-

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ - أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ - فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: "তোমরা কিসের পুজা করছ? তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা অলীক মা'বুদগুলোকে চাও? তাহলে বিশ্ব জাহানের রব সমন্ধে তোমাদের কি ধারণা?" (সূরা- সাফফাত ৩৭ঃ৮৫-৮৭)

এ কথার মর্ম হলো, তোমরা রাব্বুল আলামীনের মধ্যে কি ধরণের দোষ-ত্রুটি ও মন্দের ধারনা পোষণ করছ? যার ফলে তাকে পরিত্যাগ করেছ এবং তাঁর পরিবর্তে এতসব মা'বুদ ও দেবতা বানিয়ে নিয়েছ? আল্লাহর সত্ত্বা, তাঁর গুনাবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে কি ধরণের খারাপ মনোবৃত্তি পোষণ করছ? কি ধরণের দোষ-ত্রুটি তাঁর মধ্যে আছে বলে ধারণা করছ? কি ধরণের অক্ষমতা, অপারগতা, করুণার অভাব তাঁর মধ্যে আছে বলে তোমরা মনে করছ? যার ফলে সরাসরি তাঁর ইবাদত না করে ভায়া ও মাধ্যমের পুজা করছ এবং তাদের কাছেই কল্যাণের প্রত্যাশা করছ? এবং অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের শরণাপন্ন হচ্ছ?

উপরন্তু মুশরিকরা মনে করে যে, আল্লাহ তাদেরকে দয়া করবেন না। এজন্যই তারা মাধ্যম ও ভায়া মা'বুদের ইবাদত করে। আল্লাহর নিকট এসব ভায়া মা'বুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তাদেরকে ভাল না বাসলেও ভায়া মা'বুদরা সুপারিশ করলে সে সুপারিশ আল্লাহ বাতিল করতে পারেন না।

সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা

আল্লাহর সাথে শিরকের কারণ হচ্ছে, সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থ: "তাঁর সমতুল্য কোন কিছুই নেই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (শুরা : ১১)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অর্থ: "তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" (ইখলাস ঃ৪)

অথচ মানুষ দু'আ, ভয়, আশা-ভরসা, সিজদা, মানত, কোরবানী এসব ইবাদত গুলো এককভাবে আল্লাহর জন্য নিবেদন না করে সৃষ্টিকেও এসব ইবাদতে শরীক করছে। পীর, ফকির, মাজার, মুর্তি, মৃত অলী-আউলিয়াদের জন্য তারা এসব নিবেদন করার মাধ্যমে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করছে। আল্লাহ আমাদের একমাত্র রব। অথচ মানুষ নবী,

ফেরেশতা, জ্বীন, ওলী- আউলিয়া, পোপ-ফাদার, পুরোহিত, পীরবাবা, খাজাবাবা, দয়াল বাবা, কবর-মাজারস্থ মৃত ব্যক্তি, মুর্তি-দেবতার কাছে মানুষের লাভ-ক্ষতি, দান-বঞ্চনার ক্ষমতা আছে বলে মনে করে একমাত্র রব আল্লাহর সমতুল্য করছে। আল্লাহ একমাত্র আইন-বিধান দাতা, সার্বভৌমত্বেও মালিক অথচ মানুষ মানুষের জন্য আইন-বিধান দিয়ে সার্বভৌমত্বেও মালিক সাজছে। এমনি আরো অসংখ্যভাবে মানুষ সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করছে।

আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা না দেয়া

শিরক মানে আল্লাহর সমস্ত মর্যাদাকে অস্বীকার করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থ: "তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমন্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র মহান তিনি। তারা যাকে শরীক করে তিনি তাঁর উর্দ্ধে।" (যুমার ৩৯ঃ৬৭)

আয়াতের "**حق قدره**" অর্থ যথাযথ মর্যাদা, যেরূপ মর্যাদা দিতে হয় সেরূপ মর্যাদা। পরিপূর্ণ, অবিভাজ্য, অংশীদারমুক্ত মর্যাদা। সে মর্যাদার অপর নাম তাওহীদ, একত্ব, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন। যে শিরক করল সে তাঁর মর্যাদা খন্ডিত করল, ভাগ করল, তাঁর মর্যাদার একাংশ অন্যকে দিল এবং আল্লাহকে দিল আংশিক মর্যাদা। আল্লাহকে যেরূপ মর্যাদা দেয়া উচিত সেরূপ মর্যাদা না দেয়ার কারণেই অনেকে আল্লাহর সাথে শিরক করে।

আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মুর্খতা

শিরকের কারণ সমূহের মধ্যে এটি হল জননী বা মাতৃ কারণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ

অর্থ: "বলুন, হে মূর্খরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছ?" (যুমার, ৩৯ঃ৬৪)

"আল্লাহ এবং তাঁর একত্ব সম্পর্কে মূর্খতা সবচেয়ে বড় মূর্খতা। আর আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে জ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে বড় জ্ঞান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ জেনে রেখো, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।" (মুহাম্মদ, ৪৭ঃ১৯)

কিভাবে আমরা আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা হতে বিরত হব

আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা হতে বিরত থাকা কখনই পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তিন ধরনের শির্ক বাদ দিব।

রবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শিরক

এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্র (সুবঃ) সাথে অন্য স্রষ্টা এবং পরিচালক আছে। যেমন কতিপয় পীর মনে করে থাকে যে, আল্লাহ্ (সুবঃ) দুনিয়ার কিছু কাজ কারবারকে কোন কোন আউলিয়ার হাতে সোপর্দ করেছেন, তারাই তা নির্বাহ করে থাকেন, যেমন কুতুবরা। এই ধারণা ইসলামের পূর্বের মুশরিকরা পর্যন্ত করে নাই যখন কুরআন তাদের প্রশ্ন করেঃ

وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ

অর্থ: "আর কে সমস্ত কাজ দেখাশুনা করে, তারা বলবে যে, আল্লাহ্।" (ইউনুস ১০ঃ ৩১)

লেখক বলেন, এক সূফী বলেছেনঃ আল্লাহ্র এমন বান্দাও আছে যদি সে বলে, হও, সাথে সাথে তা হয়ে যাবে। কিন্তু কুরআন তাদেরকে এই বলে মিথ্যাবাদী বলে যেঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

অর্থ: "যখনই তিনি (আল্লাহ্) কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন বলেন- হও, সাথে সাথে তা হয়ে যায়।" (ইয়াছিন ৩৬ঃ ৮২)

ألا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: "এবং আল্লাহ্ বলেনঃ "ওহে তাঁরই সৃষ্টি এবং হুকুমত।" (সূরা আরাফ ৫৪)

ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক

তা হল আল্লাহ্র সাথে অন্যের ইবাদত করা, যেমন নবীদের এবং নেককার বান্দাদের। যেমন তার অসিলায় বিপদ মুক্তি চাওয়া এবং বিপদে পড়ে

তাদের কাছে দোয়া করা এবং এই জাতীয় কার্য। বড়ই অনুতাপের বিষয় যে, এসব এই উম্মতের মধ্যে অনেক আছে এবং এ বিশেষ পাপ ঐ সমস্ত পীররা গ্রহণ করবে যারা এই জাতীয় শির্ককে সাহায্য করে। অসিলা খোঁজার নামে তাকে অন্য নামে বিভূষিত করে। কারণ অসিলার অর্থ হল আল্লাহ্‌র কাছে কোন মাধ্যমকে খোঁজা। যেমন লোকেরা বলে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল সাহায্য করুন, হে আবদুল কাদের জিলানী সাহায্য করুন। আর এই চাওয়াটা ইবাদত। কারণ তা হল দোয়া এবং দোয়া হল ইবাদত।

তাঁর গুণের মধ্যে শির্ক

তা হল তাঁর কোন সৃষ্টিকে ঐ সমস্ত গুণে ভূষিত করা যা শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। যেমন গায়েব (ভবিষ্যত) এর ইল্‌ম জানা। এই দলের মধ্যে অনেক পীররা অন্তর্ভুক্ত এবং যারা তাদের সাথে জড়িত আছে। যেমন বুছাইরী নবী (সঃ)-এর প্রশংসাতে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার দয়াতেই দুনিয়ার ভাল, আর মন্দও তোমা হতে এবং তোমার ইল্‌ম হতেই কলম ও লওহে মাহ্‌ফুজের ইল্‌ম। এর থেকে পথভ্রষ্ট চরম মিথ্যাবাদীদের কথা এসেছে যারা ভুল ধারণা পোষণ করে যে, নবী (সঃ)-কে তারা জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পায় এবং তাঁকে ঐ সমস্ত গোপন (বাতেন) জিনিস সম্বন্ধে প্রশ্ন করে যা তারা জানে না। ঐ সমস্ত লোকদের গোপন কথা যাদের সাথে তারা ভালবাসা করে এবং যাদের কোন কোন কার্যে তারা হস্তক্ষেপ করতে চায়। এমনকি ঐ কথাও যা নবী (সঃ) তাঁর জীবিত অবস্থাতেও জানতেন না। যেমন আল্লাহ্ নবী (সঃ)-এর ব্যাপারে বলেনঃ

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

অর্থ: "যদি আমি গায়েব জানতাম তবে ভালকেই বাড়িয়ে নিতাম এবং কোন ক্ষতিই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।" (আ'রাফ ৭ঃ ১৮৮)

আর এটা কিভাবে সম্ভব তিনি তাঁর ওফাতের পর এই গায়েবকে জানেন যখন তিনি তাঁর উপরের বন্ধুর কাছে চলে গেছেন।

একদা নবী (সঃ) শুনলেন একটা বাচ্চা মেয়ে বলছেঃ এবং আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন যিনি আগামীকালের কথা জানেন। তখন নবী (সঃ) তাকে বললেনঃ না, এ কথা বল না, ঐ কথাই বল যা বলছিলে।" (সহীহ বুখারী)

: শিরকের প্রকারভেদ :

তাওহীদের আলোচনায় আমরা জেনেছি যে তাওহীদ তিন প্রকার।

১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ- মানে আল্লাহর কর্ম, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে তাঁকে একক মর্যাদা প্রদান।
২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ- মানে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী তথা মানার ক্ষেত্রে তাঁকে একক মর্যাদা প্রদান।
৩. তাওহীদুল আসমা অসসিফাত- মানে আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও বৈশিষ্টসমূহে তাঁকে একক মর্যাদা প্রদান।

তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত চেতনা, বিশ্বাস ও আচরণ হচ্ছে শিরক। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে আল্লাহকে একক মর্যাদা প্রদান আর শিরক হচ্ছে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কোন বিষয় অন্য কারো জন্য প্রয়োগ করা।

তাই তাওহীদের মত শিরকও তিন প্রকার:

১. শিরক ফির রুবুবিয়্যাহ (الشرك فى الربوبية)
২. শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ (الشرك فى الألوهية)
৩. শিরক ফিল আসমা অসসিফাত (الشرك فى الأسماء والصفات)

এক. শিরক ফির রুবুবিয়্যাহ:

হচ্ছে আল্লাহর কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বে কাউকেও তাঁর সমকক্ষ মনে করা। আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় অন্য কাউকে অংশীদার বানানো। আল্লাহর স্ত্রী বা ছেলে আছে বলে মনে করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আল্লাহর অনুরূপ ক্ষমতা আছে বলে ধারণা করা। যেমন এ ধারণা করা যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ করা বা বিপদ আপদ থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখে। রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে, মনের কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারে, নিঃসন্তানকে সন্তান দিতে পারে, অভাবীর অভাব দূর করতে পারে ইত্যাদি।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইন ও বিধানদাতা মনে করাও এ পর্যায়ের শিরক। কারণ সৃষ্টির মত আইন ও বিধান প্রদানের ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে তাঁর। তিনি ইরশাদ করেনঃ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

অর্থ: “সাবধান! সৃষ্টি তাঁর এবং হুকুম ও বিধানও তাঁরই।’ (আরাফ, ৭ঃ ৫৪)

কোন ব্যক্তি, ব্যবস্থা, কর্তৃপক্ষকে আইন ও বিধান দাতা মনে করা বা আইনের উৎস মনে করা শিরক। আর এ শিরক হচ্ছে শিরক ফির রুবুবিয়্যাহ- মানে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় শিরক।

দ্বিতীয় ধরনের শিরক হচ্ছে শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ:

ইবাদতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করার নাম ‘শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ।’ এ ধরনের শিরককে ‘শিরক ফিল ইবাদত’ও বলা হয়। ইমাম কুরতবী (রাঃ) বলেন, ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করাই হচ্ছে মূল শিরক। এটি সবচেয়ে জঘন্য শিরক। আর এটিই জাহেলী যুগে প্রচলিত শিরক। ইমাম কুরতবী এ শিরককে মূল শিরক ও সবচেয়ে জঘন্য শিরক বলার কারণ হচ্ছে জাহেলী যুগের কাফির ও মুশরিকরা এ শিরকেই লিপ্ত ছিল। তাঁরা আল্লাহকে একক রব, সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, সন্ত ানদাতা, বিপদ সঙ্কট থেকে উদ্ধারকারী হিসেবে বিশ্বাস ও স্বীকার করতো না। কুরআনে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে, যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এ শিরকের সাথে পূর্ববর্তী ‘শিরক ফির রুবুবিয়্যাতে’র সম্পর্কে হচ্ছে শিরক ফির রুবুবিয়্যাহ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আছে বলে ধারণা ও বিশ্বাস করা আর শেষোক্ত শিরক হচ্ছে ঐ ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাকে মানা। আল্লাহর কাছে যেমন সাহায্য চাওয়া তেমনি অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া। যেমন বিপদ ও সঙ্কটে পড়লে পীরের কাছে বা মাজারে গিয়ে পরিত্রাণ চাওয়া। বাবা-খাজার দরবারে গিয়ে সন্তান কামনা করা। পীর ও মাজারকে সিজদা করা। এসব হচ্ছে ‘শিরক ফিল ইবাদাত।’ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা বা বিপদে সঙ্কটে অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া যেমন শিরক তেমনি দোয়ায় অন্য কাউকে অসিলা বানানোও শিরক।

الشرك فى العبادة ‘শিরক ফিল ইবাদত’ দুই প্রকার

একটি হচ্ছে ‘শিরকে আকবার’ আরেকটি হচ্ছে ‘শিরক আসগর’।

الشرك الاكبر ‘শিরক আকবার’-

শিরকে আকবার বা বড় শিরক হচ্ছে আল্লাহকে যেভাবে মানা হয় ও ডাকা হয় সেভাবে কাউকে মানা ও ডাকা। যে বিশ্বাসে আল্লাহর কাছে সাহায্য, সম্পদ ও সন্তান চাওয়া হয়, সেভাবে কারো কাছে সাহায্য, সম্পদ ও সন্তান চাওয়া। আল্লাহকে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে ভালবাসা হয়, সেভাবে অন্য কাউকে ভালবাসা। আল্লাহকে যে ভাবে ভয় করা হয়, সে ভাবে অন্যকে ভয় করা, পীর ও মাযারে সিজদা করা। মাযারের দিকে মুখ করে নামায পড়া। এ ধরনের শিরক সংশ্লিষ্ট লোককে ইসলামের সীমানা থেকে বের করে দেয়। মানে এ ধরনের শিরক করলে মুসলমান থাকা যায় না।

الشرك الاصغر ‘শিরক আসগর’-

শিরকে আসগর বা ছোট শিরক হচ্ছে এমন শিরক যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলামের সীমা থেকে বের করে দেয় না। শিরকে আসগরের কয়েকটি উদাহরণ হলো-

রিয়া বা প্রদর্শনিচ্ছায় ইবাদত করা, ইবাদতে ইখলাস বা নিষ্ঠা না থাকা, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা, ‘যদি আল্লাহ ও আপনি চান’, আপনি না থাকলে আমার এ অসুবিধা হয়ে যেত’ ইত্যাদি কথা বলা।

তৃতীয় ধরনের শিরক হচ্ছে: শিরক ফিল আসমা ও সিফাত ঃ

মানে আল্লাহর নাম, গুণাবলীতে শিরক। এ শিরক কয়েক ধরনের হতে পারে। আল্লাহর গুণাবলী ও বৈশিষ্টের সাথে সৃষ্টির গুণাবলী ও বৈশিষ্টের তুলনা করা যেমন এ ধরনের কথা বলা যে, আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মত, আল্লাহর চোখ আমাদের চোখের মত ইত্যাদি।

আল্লাহর গুণ ও বৈশিষ্ট তাঁর কোন সৃষ্টিরও আছে বলে মনে করা, যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ‘গাইব’ জানে বলে মনে করা। কেননা আল্লাহই একমাত্র গাইব (অদৃশ্য বিষয়) জানেন, অন্য কেউ নয়।

আল্লাহর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, এসব শব্দ অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা। যেমন শুধু আল্লাহকে আমার ত্রাণকর্তা (غوث) হিসেবে বিশ্বাস করি, তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ত্রাণকর্তা বলা এ জাতীয় শিরক। মহাত্রাণকর্তা (গাওসে আযম) বলার তো

প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহর এমন কিছু নাম রয়েছে যেগুলো বিশেষভাবে তার জন্যই ব্যবহার হয়ে থাকে, এ ধরনের নামে কারো নাম রাখাও এক পর্যায়ের শিরক। যেমন হাকাম (ফায়সালা কারী) আল্লাহর একটি নাম, তাই কোন মানুষের এ নাম রাখা যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের একটি নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

عن أبى شريح أنه كان يسمى أباالحكم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الحكم واليه الحكم. فقال : ان قومى اذا اختلفوا فى شئ آتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين فقال: ما أحسن هذا فمالك من الولد فقلت شريح ومسلم وعبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح قال: أنت أبو شريح.

অর্থ: "আবু শুরাইহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাকে আবুল 'হাকাম' নামে ডাকা হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'আল্লাহই তো হাকাম (চূড়ান্ত ফয়সালাকারী), তাঁর দিকেই হুকুম ফিরে যায়।' তখন তিনি বললেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করলে তারা আমার কাছে আসত, আমি তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিতাম। এতে উভয় পক্ষই খুশি হত। (এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'একাজ কতইনা উত্তম।' তোমার কোন সন্তান আছে? আমি বললাম, শুরাইহ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ নামে তিনটি ছেলে আছে। তিনি বললেন 'তাদের মধ্যে বড় কে? আমি বললাম 'শুরাইহ' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি আবু শুরাইহ।' (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

ইসলাম ও কুফর

الكفر: المعنى اللغوى: هو تغطية الشىء وستره، وكل من ستر شيئاً فقد كفره، ومنه سمى الزّراع كافراً لستره البذر بالتراب.

الكفر (আল-কুফর)-এর আভিধানিক অর্থ:

কোন কিছুকে গোপন করা, আবৃত করা। যে ব্যক্তি কোন কিছুকে ঢেকে দিল গোপন করলো সেই ঐ জিনিষটাকে কুফর (গোপন) করলো। মূলত: ك، ف، ر তিন অক্ষরের ক্রিয়ামূলটি যেখানেই থাকবে সেখানেই আবৃত করা বা গোপন করা অর্থ থাকবে। এ কারণেই কৃষককে 'কাফের' বলা হয়, কারণ তিনি শস্য দানাকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ

অর্থ: "যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। (হাদীদ, ৫৭ঃ ২০)। ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতাকে কুফ্‌র' বলা হয়। কারণ অবিশ্বাস অর্থ সত্যকে আবৃত করা, আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করাকে কুফ্‌র বলা হয় কারণ এতে নেয়ামত লুকানো হয় এবং আবৃত করা হয়।

ইমাম আযহারী বলেনঃ

(ونعمه آياته الدالة على توحيده، والنعم التى سترها الكافر هى الآيات التى لذوى التمييز أن خالقها واحد لاشريك له، وكذلك إرساله الرسل بالآيات المعجزة الكتب المنزلة والبراهين الواضحة نعمة منه ظاهرة، فمن لم يصدق بها وردها فقد كفر نعمة الله أي سترها وحجبها عن نفسه.)

অর্থ: "যে কাফের কে কাফের এইজন্য বলা হয়, যেহেতু সেও আল্লাহ নেয়ামতকে গোপন করেছে। আর সেই নেয়ামতগুলো হচ্ছে ঃ আল্লাহ তা'আলার ঐ সকল আয়াত যেগুলো আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে প্রমাণ করে। আর ঐ সকল আয়াত যা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে স্পষ্ট করে দেয় যে, তার সৃষ্টিকর্তা এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নাই। তা ছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূল প্রেরণ করা, কিতাব নাজিল করা, সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া এগুলো সবই আল্লাহ তা'আলার বড় বড় নেয়ামত।

সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলোকে বিশ্বাস করবে না সে আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করলো এবং গোপন করলো।

শরীয়তের পরিভাষায় কুফর: المعنى الاصطلاحى للكفر:

هو نقيض الإيمان وضده، وهو الكفر بالله تعالى وبأنعمه.

শরীয়তের পরিভাষায় কুফর (كفر) অর্থ:

কুফর (كفر) হচ্ছে ঈমানের বিপরীত অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর নেয়ামত কে অস্বীকার করা। ইসলামী পরিভাষায় বিশ্বাসের অবিদ্যমানতাই কুফর বা অবিশ্বাস। আল্লাহ ও এবং তাঁর রাসূলের উপর এবং ঈমানের রুকনগুলিতে বিশ্বাস না থাকাকেই ইসলামের পরিভাষায় 'কুফর' বলে গণ্য। অস্বীকার, সন্দেহ, দ্বিধা, হিংসা, অহঙ্কার, ইত্যাদি যে কোনো কারণে যদি কারো মধ্যে 'ঈমান' বা দৃঢ় প্রত্যায়ের বিশ্বাস অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'কুফর' বলে গণ্য করা হয়।

তাকে এভাবে ও বলা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শরীয়ত আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন তার মূল বিষয় সমূহ যেগুলি অপরিহার্য, অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয় (অবশ্যই পালনীয় এবং পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই এবং পালন না করলে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে) হুকুম রূপে মেনে চলার জন্য মানব জাতির কাছে উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে কুফরী কাজ বা কুফরী বলে এবং যে ব্যক্তি এই কুফরীতে লিপ্ত হবে সে কাফেরে পরিণত হবে। অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী কোন বিধানকে বিশ্বাস করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত বিধানকে কিংবা বিধানের যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের। আবার ইসলামকে মানে এবং ইসলামের বিরোধী হুকুম-গুলিকেও মানে এমন ব্যক্তিও মুশরিক কাফের। কারণ এতে আল্লাহর নেয়ামত কে লুকানো হয় এবং আবৃত করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সকল নবীর উম্মতকে এবং আমাদেরকে ইসলাম নামক দ্বীন দিয়েছেন; এই ইসলাম দ্বীনের জন্য রাসূলদের মাধ্যমে জীবন পদ্ধতি বা শরীয়ত নাজিল করেছেন। একটি শরীয়ত নাজিল করার পর যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষ সেটাকে অমান্য করা শুরু না করেছে

এবং বিকৃত না করে ফেলেছে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আরেকটি শরীয়ত নাজিল করেননি। ঠিক এইভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানরা যথাক্রমে মুসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) এর উপর প্রেরিত তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবকে অমান্য করে বিকৃত করতে শুরু করার পর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রাসূল হিসেবে আসমানি কিতাব 'আল কুরআন' এবং সুনির্দিষ্ট শরীয়ত দিয়ে পাঠিয়েছেন দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

অর্থ: "সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থাপন করব। আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ। (নাহল, ১৬ঃ ৮৯)

والكفر يطلق فى الشريعة ويُراد منه: الكفر الأكبر، والكفر الأصغر.

কুফর দুই প্রকার ঃ ১. কুফরে আকবার, ২. কুফরে আসগার।

الكفر الأكبر : هو الكفر الذى يمنع عن صاحبه صفة ومسمى الإسلام.. أو الكفر الذى يخرج صاحبه من ملة الإسلام.. ويرفع عنه حصانة الإسلام وحرمته.. فتجرى عليه فى الدنيا أحكام الكفر إن كان كفره أصلياً، أو أحكام الردة إن كان كفره طارئاً بعد إسلام.. وفى الآخرة يكون جزاؤه نار جهنم خالداً فيها أبدا وبئس المصير.. لاتجوز بحقه شفاعة الشافعين.

কুফরে আকবার :

কুফরে আকবার বা বড় কুফর হচ্ছে ঐ কুফর যাতে লিপ্ত ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় তাকে মুমিন ও মুসলিম বলা যায় না। মুসলিম হিসাবে ইসলামের দেয়া জান-মালের নিরাপত্তা উঠে যায় অতএব, পূর্ব হতেই যদি কাফির হয় তাহলে তার উপর কাফিরের বিধান আর নতুন

করে হলে মুরতাদ এর বিধান কাজ করা হবে, আখিরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে তার ঠিকানা কতই না নিকৃষ্ট, তার ব্যাপারে কোন শাফাআতকারীর শাফাআত গ্রহণীয় হবে না।

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

অর্থ: "যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেব, অত:পর তাদেরকে বলপ্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দেবো; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান। (বাক্বারা, ২ঃ ১২৬)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

অর্থ: "নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্। (মায়েদা, ২ঃ ১৭)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

অর্থ: "নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে: আল্লাহ্ তিনের এক। (মায়েদা, ২ঃ ৭৩)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থ: "আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অনন্তকাল সেখানে থাকবে। (বাক্বারা, ২ঃ ৩৯)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ - خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

অর্থ: "নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্র ফেরেশতাগনের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত। এরা চিরকাল এ লা'নতের মাঝেই থাকবে। তাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা হবে না বরং এরা বিরাম ও পাবে না। (বাক্বারা, ২ঃ ১৬১-১৬২)

وفى الحديث : عن عبادة بن صامت، قال: دعانا النبى صلى الله عليه وسلم ، فبايعناه، فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا، عسرنا ويسرنا، أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان (متفق عليه)فتح الملهم ج-3، ص-188

অর্থ: উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ডাকলেন, অত:পর আমরা তার কাছে বায়আত গ্রহণ করলাম এই শর্তে যে আমরা তাঁর কথা শুনবো এবং মানবো ইচ্ছায়-অনিচ্ছাই, সুখে-দুঃখে, আর এটা আমাদের জন্য আবশ্যক, এবং আমরা উলিল আমরের সাথে তর্কে লিপ্ত হবো যতক্ষন পর্যন্ত তাদের মাঝে আল্লাহর ব্যাপারে স্পষ্ট কুফর দেখা না যায়। (বুখারী মুসলিম)

فالكفر البواح هنا يراد به الكفر الأكبر المخرج عن الملة، وهذا النوع من الكفر يندرج تحته أنواع وأصناف من الكفر منها: كفر العناد وكفر الكبر وكفر الجحود وكفر النفاق وكفر التكذيب والاستحلال وكفر الكره والبغض وكفر الطعن والإستهزاء، وكفرالإباء الإعراض.

অর্থ: কুফরে বাওয়াহ দ্বারা এখানে কুফরে আকবার উদ্দেশ্য (যা দ্বীন থেকে বের করে দেয়), আর এই প্রকার কুফরের অধীনে অনেক প্রকার রয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা হলঃ

كفر العناد : من كان بسبب عناده، يكون غالباً يعرف الحق ويقربه بلسانه، لكنه عناداً لايقبله ولاينطق بالشهادتين، ككفر أبى طالب وأضرابه، كما قال تعالى: (أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ) ق: ٢٤ وقال: (كَلا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا) المدثر: ١٦.

العناد শব্দের অর্থ বিচ্যুত হওয়া, সরে যাওয়া, বিরোধিতা করা, হঠকারিতা করা।

পরিভাষায় عناد বলা হয় ঃ সত্যকে জেনে-শুনে এবং মুখে স্বীকার করেও হঠকারিতা বা গোড়ামী করে সত্যকে গ্রহণ না করা এবং দুটো সাক্ষী প্রদান না করা (তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদাহ না দেওয়া)। যেমন: আবু তালেব এবং এ জাতীয় আরো যারা কাফের ছিল। আবু তালেব বলেনঃ

والله لن يصلوا إليك	**حتى أوسد فى التراب دفينا بجمعهم**
فاصدع بأمرك ماعليك	**وابشر وقرّ بذالك منك عيوناً**

غضاضة
ودعوتنى، وعرفت أنك ولقد صدقت، وكنت ثم أمينا ناصحى
وعرضت دينا قد من خير أديان البرية ديناً عرفت بأنه
لولا الملامة أو لو جدتى سمحاً بذاك مبيناً حذار مسبة

অর্থ: "আল্লাহর কসম! তারা সকলে মিলেও তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না (তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।) যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে (মৃত্যুর পর) মাটিতে দাফন করা হয়।

সুতরাং তুমি নির্ভয়ে তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকো এবং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করো।

তুমি আমাকে আহ্বান করেছো এবং আমি জানি যে তুমি আমার কল্যাণকামী, হিতাকাঙ্খী। তুমি সত্যই বলেছো, তুমি আগেও বিশ্বস্ত ছিলে এখনও বিশ্বস্ত।

তুমি আমার সামনে একটি নতুন দীন (জীবন ব্যবস্থা পেশ করেছো) আমি জানি এটি হলো পৃথিবীর বুকে সকল জীবন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা।

যদি তিরস্কার এবং গালির ভয় না থাকতো তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে এর প্রতি প্রকাশ্য সুহৃদয়বান পেতে।" মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ

অর্থ: "তোমরা উভয়েই প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।" (ক্বাফ, ৫০ঃ ২৪) অন্যত্র তিনি আরো বলেন:

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا

অর্থ: "কখনই নয়, সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী।" (মুদ্দাচ্ছির : ১৬)

كفر الإنكار : يكون صاحبه منكراً بقلبه ولسانه الخالق، ويوم البعث، أو الرسل وغير ذلك، كالدهريين والشويقيين ومن كان

على شاكلتهم. وفى كفى الإنكار قال تعلى: (يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ) النحل: ٨٣

الإنكار শব্দের অর্থ অস্বীকার করা, অপছন্দ করা, কোন বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। যে ব্যক্তি মুখে এবং অন্তরে সৃষ্টিকর্তা, পুনরুত্থান রাসূল কে (বিশ্বাস করে) করেন না।

(يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থ: "তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চিনে, এরপর **অস্বীকার করে** এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।" (নাহল, ১৬ঃ ৮৩)

كفر الكبر : هو رديف كفرالعناد لكن صاحبه يكون سبب كفره وعناده للحق الكبر والترفع، ككفر إبليس اللعين، وأتباعه من الطواغيت الذين رأوا فى تسويتهم بفقراء المسلمين وضعفاتهم انتقاصاً لحقهم وقدرهم، فناصبوا الإسلام العداء، وهؤلاء كانوا يطالبون المرسلين بطرد ضعفاء المسلمين وفقرائهم كشرط لاتباعهم،

كبر **অর্থ অহংকার, দাম্ভিকতা।**

পারিভাষায় **كفر الكبر** (অহঙ্কারের অবিশ্বাস) বলা হয়, অহঙ্কার বশত ঈমানের কোন বিষয়ের সত্যতা অনুভব করার পরেও তা অস্বীকার করা। অনেক অবিশ্বাসীই এরূপ কুফরে লিপ্ত হয়। এরূপ অহঙ্কারের কুফরে সর্বপ্রথম লিপ্ত হয় ইবলীস। যারা মনে গরীব মুসলমানদের সাথে বসা এটা তাদের মর্যাদার পরিপন্থী। এবং তাদের মান-সম্মানের হানী হয়।

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ـ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ـ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الشعراء : ١١٦

অর্থ: "তারা বলল, হে নূহ যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে। নূহ বললেনঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সংগী মুমিনগণকে রক্ষা করুন।" (শুআরা, ২৬ঃ ১১৬-১১৮)

وقال تعالى فيمن كان كفره من جهة الكبر : (إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) البقرة: ٣٤ .

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “তখনই ইব্‌লীস ব্যতীত সবাই সিজ্‌দা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। (বাক্বারা, ২ঃ ৩৪)

وقال عن فرعون: (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ) القصص : ٣٩.

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। (কাসাস, ২৮ঃ ৩৯)

وقال تعالى: (بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ) الزمر: ٥٩.

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল; অত:পর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিলে। (যুমার, ৩৯ঃ ৫৯)

وقال: (أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ) البقرة: ٨٧.

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “অত:পর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। (বাক্বারা, ২ঃ ৮৭)

وقال: (وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) النساء: ١٧٣ وغيرها كثير من الآيات التى تدل على كفر الكبر والمستكبرين، وفى الحديث فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر". وقد جاء فى معنى وتعريف الكفر: أنه رد الحق واحتقر الخلق!

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। (নিসা, ৪ঃ ১৭৩)

كفر الجحود : هو نوع من أنواع التكذيب والإنكار، وهو نوعين: جحود ظاهر فى اللسان والعمل مع معرفة الحق فى القلب والإقرار به، كجحد اليهود لنبوة النبى صلى الله عليه وسلم، مع علمهم وإقرارهم فى قلوبهم أنه نبى الله ورسوله كما فى قوله تعالى: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا) النمل: ١٤

الجحود শব্দের অর্থ অস্বীকার করা, মিথ্যা সাব্যস্ত করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। (নামল, ২৭ঃ ১৪)

قوله تعالى: (وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ) لقمان: 32

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (লুকমান, ৩১ঃ ৩২)

وَمِنْ هَؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الْكَافِرُونَ

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “তারা (মুমিনরা) একে মেনে চলে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। কেবল কাফেররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (আনকাবুত, ২৯ঃ ৪৭)

قوله تعالى: (وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ)

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। (বাক্বারা, ২ঃ ৮৯)

قوله تعالى: (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে। (বাক্বারা, ২ঃ ১৪৬)

كفر النفاق : هو إضمار الكفر فى القلب، وإظهار الإسلام على الجوارح، وفى هؤلاء يقول تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا) النساء: ١٤٥

النفاق শব্দের অর্থ অন্তরে কুফুরী (অবিশ্বাস) পোষণ করে মুখে ঈমান (বিশ্বাস) জাহির করা, গর্ত থেকে বের হওয়া বা প্রবেশ করা, কপট বিশ্বাস, প্রতারণা।

পরিভাষায় كفر النفاق বলা হয়ঃ অন্তরে অবিশ্বাস লুকিয়ে রেখে মুখে ঈমানের দাবি করাকে কুফরু নিফাক বলে। নিফাকে লিপ্ত মানুষকে 'মুনাফিক' বলা হয়। আর এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "নি:সন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। (নিসা, ৪ঃ ১৪৫)

وقال تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) التوبة: ٦٨

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্, মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের-তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আযাব। (তাওবা : ৬৮)

كفر التكذيب : هو الذى يستحل ما حرم الله، وهذا لاخلاف على كفره لأنه جعل من نفسه نداً لله، فشرع التشريع الذى يضاهى شرع الله، كما أنه وقع فى التكذيب لما قد شرعه الله تعالى، كما فى قوله تعالى: (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ) الانشقاق: ٢٢

التكذيب শব্দের অর্থ অন্তরে কুফুরী (অবিশ্বাস) পোষণ করে মুখে ঈমান (বিশ্বাস) জাহির করা, গর্ত থেকে বের হওয়া বা প্রবেশ করা, কপট বিশ্বাস, প্রতারণা। পরিভাষায় كفر التكذيب বলা হয়ঃ ওহীর নির্দেশনাকে মিথ্যা বলে মনে করা। নবী-রাসূলগণের দাও'আতের মাধ্যমে অথবা অন্যান্য প্রচারকদের মাধ্যমে, অথবা আসমানী কিতাব পাঠের মাধ্যমে যখন মানুষের কাছে ওহীর শিক্ষা উপস্থিত হয় তখন এরূপ অবিশ্বাসী ওহীর

শিক্ষাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়। আর এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "বরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। (ইনশিকাক :২২)

وقال تعالى: (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ) البروج: ١٩

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "বরং যারা কাফের, তারা মিথ্যারোপে রত আছে। (বুরুজ, ৮৫ঃ ১৯)

وكفر الكره والبغض : والدليل عليه، قوله تعالى:

আল্লাহর কোন বিধানের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা। এব্যাপারে দলীল হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ـ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

অর্থ: "আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ : ৮-৯)

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে:

وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ.

অর্থ: "নিশ্চয় যারা হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পৃষ্টপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান তাদের কাজকে চমৎকৃত করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে। এটি এ জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা অপছন্দ করে। তাদের উদ্দেশ্যে, তারা বলে, 'অচিরেই আমরা কতিপয় বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব'।" (সূরা মুহাম্মাদ : ২৫-২৭)

. فإذا كان حكم الذين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر، أنهم ارتدوا على أدباهم كافرين، فما يكون القول فى الذين كرهوا من نزل الله؟ لاشك أنهم أغلظ كفراً.

অর্থ: "যেহেতু এখানে ঐ সকল লোকদের হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে যারা আল্লাহর বিধানের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং কাফিরদেরকে বলে যে অচিরেই আমরা তোমাদের কিছু বিষয়ের অনুসরণ করবো। এটাই

বোঝায় যে তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। অন্যথায় তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কথাটা এরূপ হতো না। এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে এটি মারাত্মক কুফুরী।

كفر الطعن والإستهزاء : والدليل عليه، قوله تعالى:

দোষারোপ ও অপবাদ এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ :

এব্যাপারে দলীল হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ.

অর্থ: "আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'?

তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আযাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী।" (সূরা তাওবা, আয়াত ৬৫-৬৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وقوله تعالى (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا.

অর্থ: আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী।।" (সূরা নিসা, আয়াত ১৪০) অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وقوله تعالى: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) التوبة: 12

অর্থ: "আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, নিশ্চয় তাদের কোন কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়।" (সূরা তাওবা, আয়াত ১২) অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেন,

كفر الإباء الإعراض : والدليل عليه، قوله تعالى:

অস্বীকার ও বিমুখতা। এব্যাপারে দলীল হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী:

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ

অর্থ: "আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সে ভুলে গেছে যা তার দু-হাত পেশ করেছে?" (সূরা কাহাফ, আয়াত ৫৭) অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ـ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا.

অর্থ: "পূর্বে যা ঘটে গেছে তার কিছু সংবাদ এভাবেই আমি তোমার কাছে বর্ণনা করি। আর আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উপদেশ দান করেছি।

তা থেকে যে বিমুখ হবে, অবশ্যই সে কিয়ামতের দিন পাপের বোঝা বহন করবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এটা তাদের জন্য বোঝা হিসেবে কতই না মন্দ হবে!" (সূরা ত্বহা, আয়াত ৯৯-১০১) অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.

অর্থ: "আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়।" (সূরা ত্বহা, আয়াত ১২৪)

الكفر الأصغر : ছোট কুফুর

هو كفرٌ دون كفر، أى ليس بالكفر الأكبر الذى يخرج صاحبه من الملة، كما أنه لا يسلبه صفة الإسلام وحكمه ولاحصانته، وهو فى الآخرة يترك لمشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، ولو عذب فهو لايخلد فى نار جهنم أبداً كصاحب الكفر الأكبر الذى مات على الكفر والشرك.

এটি হচ্ছে এমন কুফুর যা বড় কুফুর নয়। যেই বড় কুফুরটি মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর আখেরাতে এই ব্যক্তির এই বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছায় ছেড়ে দেয়া হয়। তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন অথবা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি তিনি তাকে শাস্তি তাহলে চিরকালের জন্য জাহান্নামে দিবেন না। যেমনটি দিয়ে থাকবেন বড় কুফরকারী এবং মুশরিকদেরকে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন,

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ.

أى ءأشكر النعمة أم أكفرها فلا أشكرها، فالكفر هنا يراد به كفر النعمة، وليس الكفر بالله تعالى.

অর্থ: “কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অত:পর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। (নামল ২৭ঃ ৪০)

উল্লেখিত আয়াতে **كفر** দ্বারা **كفرالنعمة** বা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য, **كفر بالله** বা আল্লাহকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়।

وكذالك قول فرعون لموسى، كما فى قوله تعالى: (قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

অর্থ: “ফেরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। তুমি সেই-তোমরা অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি হলে অকৃতজ্ঞ। (শুআরা ১৮-১৯)

وفى الحديث، عن ابن عباس قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرون "قيل: أيكفرون بالله؟ قال: "يكفرون العشير، ويكفرون الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئاً قال ما رأيت منك خيراً قط" البخارى. فالكفر هنا يراد به كفر النعمة والإحسان، فهو كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة.

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে অত:পর সেখানে আমি অধিকাংশ মহিলাদের দেখতে পেলাম ‘তাদের কুফরীর কারণে’ জিজ্ঞেস করা হলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ‘তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? তিনি বলেনঃ ‘তারা স্বামীর নেয়ামতের কুফরী করে’ এবং তারা ‘অনুগ্রহের কুফরী করে’ যদি তুমি যুগ যুগ ধরে তাদের উপর অনুগ্রহ কর, অত:পর যদি তোমার মাঝে কোন ত্রুটি দেখতে পাই তাহলে সে বলে: তোমার কাছ থেকে কখন ভাল কিছুই পাইনি।’ (বুখারী) উল্লেখিত হাদীসে **كفر** (কুফ্র) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নেয়ামত এবং অনুগ্রহের অস্বীকার করা, আর সেটা ঐ কুফর নয় যা মিল্লাত (ধর্ম) থেকে বের করে দেয়।

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" مسلم

এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী’, এবং হত্যা করা কুফুরী’। (মুসলিম)

قوله صلى الله عليه وسلم : "من أتى حائضاً، أو امرأةً فى دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد"

অর্থ: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি হায়েজ (ঋতুস্রাব) অবস্থায় অথবা পিছনের রাস্তায় মহিলার কাছে আসলো অথবা কোন গণকের কাছে আসলো এবং সে যা বলেছে তা বিশ্বাস করলো, সে যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কুফরী করলো।

وعن طاووس، قال: سئل ابن عباس عن الذى يأتى امرأته فى دبرها؟ فقال: هذا يسألنى عن الكفر؟! (نسائى)

অর্থ: "হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে তার স্ত্রীর সাথে পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করে। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এই কুফুরী সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছো? (বায়হাকী, হাদীস নং ৫৩৭৮)

قوله صلى الله عليه وسلم :" اثنان فى الناس هما بهم كفر : الطعن فى النسب والنياحة على الميت"

অর্থ: "হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেন, মানুষের মধ্যে দুই প্রকারের লোক কুফুরীতে লিপ্ত। একজন হচ্ছে যে কারো নসবের মধ্যে দোষ দেয় এবং যে মৃত ব্যক্তির জন্য বুক চাপড়ায়।" (মুসলিম, হাদীস নং ২৩৬)

জুমার বয়ান। তারিখ : ১৪-০৮-২০০৯
স্থান : হাতেম বাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি ঢাকা।

الولاء والبراءة (আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ)

لا يستقيم الإسلام إلا بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه:

(আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি ভালবাসা, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ও আল্লাহর দুশমনদের সাথে শত্রুতা করা, তাদেরকে ঘৃণা করা, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া ইসলাম পূর্ণ হতে পারে না।)

কাফির-মুশরিক, ইয়াহুদী-নাসারা, হিন্দু-বৌদ্ধ ও আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালিম শাসকদের থেকে সম্পর্ক বজায় রেখে মুসলিম দাবী করা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করার শামিল। এটা মুনাফিকদের চরিত্র। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

'আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। (বাকারা, ২ঃ ১৪)

কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মুমিনরা মুমিনদের বন্ধু আর আল্লাহর দুশমনরা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

'আরা যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (আনফাল, ৮ঃ ৭৩)

উলামায়ে কেরাম বলেছেনঃ فتنة فى الارض অর্থ হচ্ছে শিরক, আর (فساد كبير) অর্থ হচ্ছে মুসলিম এবং কাফের এক সাথে মিশে যাওয়া, আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সাথে অবাধ্যরা মিশে যাওয়া। আর যখন এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তখন ইসলামী নেজাম বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, তাওহীদের হাকিকত নড়বড়ে হয়ে যাবে, জিহাদের ঝান্ডা অবনত হয়ে যাবে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ

الحب فى الله والبغض فى الله

(আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা) অর্থাৎ الولاء والبراء। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে:

عن براء بن عازب، رضى الله عنه، مرفوعاً (أوثق عرى الإيمان: الحب فى الله، والبغض فيه)

বারা ইবনে আজিব (রা:) থেকে বর্ণিত , ঈমানের শক্ত কড়া হচ্ছেঃ الحب فى الله والبغض فى الله (আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা)।

وعن أبى ذر رضى الله عنه، أفضل الإيمان: الحب فى الله والبغض فى الله؛

হযরত আবু যর (রা:) থেকে বর্ণিত, সর্বোত্তম ঈমান ঃ الحب فى الله والبغض فى الله (আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা)।

وفى حديث مرفوع (اللهم لا تجعل لفاجر عندى يداً، ولا نعمة فيوده قلبى، فإني وجدت فيما أوحيته إلى . لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ: "যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের

প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে। (মুজাদালা, ৫৮ঃ ২২)

وفى الصحيحين عن ابن مسعود، رضى الله عنه مرفوعاً (المرء مع من أحب)

অর্থ: "হযরত ইবনে মাসঊদ (রা:) থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সাথে (হাশরের ময়দানে অবস্থান করবে) যাকে সে ভালোবাসে।"

وقال صلى الله عليه وسلم: (المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর দীন গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং তোমরা (বন্ধু গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক হও এবং) লক্ষ্য করো কে কাকে বন্ধু বানায়।"

وعن ابن مسعود البدرى، رضى الله عنه مرفوعاً: (لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقى)

অর্থ: "হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত মহানবী সা. বলেছেন, "তোমরা মু'মিন ব্যতীত কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না এবং তোমাদের খাবার যেন মুত্তাকী ব্যতিত অন্য কেউ না খায়।"

وعن على رضى الله عنه (لا يحب رجل قوماً إلا حشر معهم)

অর্থ: "হযরত আলী রা. থেকে বর্ণি তিনি বলেন, "ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই হাশরে পুনরুত্থিত হবে।"

وقال صلى الله عليه وسلم (تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصى، والقوهم بوجوه مكفهرّة، والتمسوا رضا الله بسخطهم، وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم)

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, "তোমরা গুনাহগারদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার দ্বারা, তাদেরকে অপছন্দ করার দ্বারা আল্লাহর নিকটবর্তী হও। তাদের ব্যাপারে ঘৃণা পোষণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করো এবং তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে আল্লাহর নিকটতম হও।"

وقال عيسى عليه السلام: تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصى، وتقربوا إلى الله بالبعد عنهم، واطلبوا رضا الله بسخطهم.

অর্থ: "হযরত ঈসা আ. বলেন, গুনাহগারদের ব্যাপারে ক্রোধ পোষণের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো। তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হও এবং তাদের ব্যাপারে অসন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করো।"

وعن إبن عباس رضى الله عنهما قال: من أحب فى الله، وأبغض فى الله، ووالى فى الله، وعادى فى الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان، ولو كثرت صلاته وصومه، حتى يكون كذلك، يعنى حتى تكون محبته وموالاته لله، وبغضه معاداته لله، قال رضى الله عنه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، على أمر الدنيا، وذلك لا يجدى على أهله شيئا.

অর্থ: "হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধু ও অভিভাবক গ্রহণ করে, আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষন করে, সে এর মাধ্যমে আল্লাহর ওলী হতে পারে। আর কোন ব্যক্তি যত নামাজ আর রোজাই রাখুক না কেন সে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সে এমনটি করবে। অর্থাৎ তার ভালোবাসা এবং শত্রুতা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে।"

روى الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: (قلت لعمر رضى الله عنه: لى كاتب نصرانى، قال ما لك قاتلك الله أما سمعت الله يقول: (يايها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) (المائدة: ٥١)؟ ألا أتخذت حنيفاً؟ قال: قال يا أمير المؤمنين، لى كتابه وله دينه! قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله). لله درُك ياعمر، وما أحسن شدتك على من خالف أمر الله، فتأمل ذلك وتأمل عصرنا، إذ لو أنكرت بشدة عمر لقام عليك دعاة العصر وعلماؤهم، وقالوا أين الحكمة وأين المصلحة، فلا حول ولاقوة إلا بالله.

অর্থ: "হযরত আবূ মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি একবার হযরত উমর রা. এর কাছে একবার কথা প্রসঙ্গে বললাম আমার একজন খৃষ্টান কেরানী আছে। তিনি তখন আমাকে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! তুমি কি শোন নি মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের ব্যাপারে কি বলেছেন? এই বলে তিনি কুরআনের সূরায়ে মায়েদার ৫১ নং

আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যেখানে ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কোন সঠিক মুসলিমকে কেন নিয়োগ দাওনি?'

তখন আমি তাঁকে বললাম, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি শুধু তার থেকে লেখার কাজ নিবো, আর সে তার ধর্ম পালন করবে।'

প্রতি উত্তরে হযরত উমর রা. তখন বললেন যে 'না, আমি তাদেরক সম্মান দিবো না যখন আল্লাহ তাদেরকে অপমানি করেছেন, আমি তাদেরকে ইজ্জত দিবো না, যখন আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। আমি তাদেরকে কাছে আনবো না, যখন আল্লাহ তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।'

কুরতুবী (রহ:) তার তাফসীরে লিখেনঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্ত রঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে তা আরো বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। (আল ইমরান, ৩ঃ ১১৮)

نهى الله عباده المؤمنين، أن يتخذوا من الكفار واليهود، وأهل الأهواء والبدع، أصحاباً وأصدقاء، يفاوضونهم فى الرأى، ويسندون إليهم أمورهم؛ وعن الربيع (لا تتخذوا بطانة) لا تستدخلوا المنافقين، ولا تتولوهم من دون المؤمنين؛ ويقال: كل من كان على خلاف مذهبك، لا ينبغى لك أن تخادنه، وتعاشره وتركن إليه.

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদেরকে কাফের-মুশরিক, ইয়াহুদী-নাসারা ও প্রবৃত্তির অনুসারী এবং বেদআতীদের কে বন্ধু/সাথি হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।"

مودة الكافر: (কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা)।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অর্থ: "যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উম্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি। (নাহল, ১৬ঃ ১০৬)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

অর্থ: "এটা এ জন্যে যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা নাহল : ১০৭)

فمن فعل ذلك فقد ابطل توحيده ولو لم يفعل الشرك بنفسه،

قال الله تعالى: لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ: "যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে। (মুজাদালা, ৫৮ঃ ২২)

قال الشيخ الاسلام : أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يوادّ كافرا، فمن وادّه فليس مؤمن، قال والمشابهة مظنة الموادة فتكون محرمة.

অর্থ: "শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, এই আয়াতে মহান আল্লাহ সুবঃ বলছেন যে, কোন মুমিনকে এমন পাওয়া যাবে না যে কাফিরকে ভালোবাসে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব করে সে মুমিন নয়।

موقف الصحابة مع واقعهم:

আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ এর ক্ষেত্রে সাহাবীদের দৃঢ় অবস্থান

قال العماد بن كثير فى تفسيره: قيل نزلت فى أبى عبيده حين قتل أباه يوم بدر، (أو أبنائهم)، فى الصديق يومئذ هم بقتل ابنه عبد الرحمن، (أو إخوانهم)، فى مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير، (أو عشيرتهم) فى عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا، وحمزة وعلى وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ.

অর্থ: "হযরত ঈমাদ ইবনে কাসীর রহ. তাফসীরে বলেন **وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ** কথাটি বলা হয়েছে হযরত আবূ উবায়দা রা. এর ব্যাপারে যখন তিনি বদরের যুদ্ধে তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন।

أَوْ أَبْنَاءَهُمْ কথাটি বলা হয়েছে হযরত আবূ বকর রা. এর ব্যাপারে। বদরের ময়দানে যিনি আপন ছেলেকে পেলে তাকেও হত্যা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

أَوْ إِخْوَانَهُمْ কথাটি বলা হয়েছে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা. সম্পর্কে। যিনি বদরের যুদ্ধে আপন ভাই উবায়েদ বিন উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন।

أَوْ عَشِيرَتَهُمْ বলা হয়েছে হযরত উমর রা. সম্পর্কে যিনি বদরের যুদ্ধে তার নিকটাত্মীয়দেরকে হত্যা করেছিলেন। হযরত হামযা রা. আলী রা. ও উবায়দ রা. প্রমূখ সাহাবীদের যারা সেদিন উতবা, শায়বা, ওয়ালীদ ইবনে উতবাকে সেদিন হত্যা করেছিলেন।

واقعة سعد بن وقاص مع امه

হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার মা খানা-পিনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে করে হযরত সাদ রা. ইসলাম ত্যাগ করেন। তিনি তার মাকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু তার মা অনড় থাকলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. তার মাকে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তোমার মতো হাজারো মা যদি

ধুকে ধুকে মরে যায়, তবুও আমি বিন্দু পরিমাণও ইসলাম থেকে সরে আসবো না।

واقعة ام حبيبة بنت ابى سفيان مع ابيها

হযরত উম্মে হাবীবা রা. এর সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন আবূ সুফিয়ান মদীনায় আসলো, -তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি- এমতাবস্থায় তিনি নিজ কন্যা উম্মে হাবীবা রা. -যিনি মহানবী সা. এর স্ত্রী ছিলেন তার ঘরে এলেন। তখন উম্মে হাবীবা রা. তাকে দেখে বিছানা গুটিয়ে ফেলতে লাগলেন। এই দেখে আবূ সুফিয়ান বললো, কি হলো তোমার, আমি কি এই বিছানার অযোগ্য না কি বিছানা আমার অনুপযুক্ত।
তখন হযরত উম্মে হাবীবা রা. বললেন, হে পিতা! আপনি তো শিরকের কারণে অপবিত্র। তাই আমি এই বিছানা উঠিয়ে নিচ্ছি। কারণ আপনি এর যোগ্য নন। তখন আবূ সুফিয়ান বললো, আল্লাহর কসম! আমার কাছ থেকে আসার পর তুমি বদলে হয়ে গেছো। (তথ্য সূত্র: আর রাহীকুল মাখতু, পৃষ্ঠা ৪১১)

واقعة سعد بن معاذ مع بنو قريظة

হযরত সা'দ ইবনে মুয়াজ রা. এর সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথাও স্মরণ করুন। বনু কুরায়জা বিশ্বাস ঘাতকতা করার পর মহানবী সা. যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাদের দূর্গ ঘেরাও করলেন। শেষ পর্যন্ত বনু কুরায়জা হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ রা. এর ফায়সালা মেনে নেয়ার কথা বললে মহানবী সা. হযরত সাদ রা. কে ডেকে তাদের ব্যাপারে ফায়সালা করার নির্দেশ দিলেন। হযরত সাদ রা. ছিলেন বনু কুরায়জার মিত্র। তাই বনু কুরায়জা ভেবে ছিলো হযরত সাদ রা তাদের পক্ষেই ফায়সালা দিবেন।
হযরত সাদ রা. যখন মহানবী সা. এর সামনে উপস্থিত হলেন তখন রাসূল সা. বললেন, হে সাদ! ওরা তোমার ফায়সালা মেনে নিতে রাজি হয়েছে। হযরত সাদ রা বললেন, আমার ফায়সালা তাদের উপর প্রযোজ্য হবে কি? সবাই বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মুসলিমদের জন্যও কি প্রযোজ্য হবে? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন যিনি এখানে উপস্থিত রয়েছেন তার উপরও কি প্রযোজ্য হবে? রাসূল সা. এর প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি একথা বলেছিলেন। রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ। আমার উপরও প্রযোজ্য হবে।

হযরত সাদ রা. বললেন, তবে বলছি ওদের ব্যাপারে আমার ফায়সালা হচ্ছে এই যে, বনু কুরায়জার সকল সক্ষম পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে মহিলাদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন সম্পদগুলোকে গণীমতের মাল হিসেবে বন্টন করে দেয়া হবে।
মহানবী সা. তখন বললেন যে, তুমি তাদের ব্যাপারে সেই ফায়সালাই দিয়েছো যা মহান আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপর করে রেখেছেন।" (তথ্য সূত্র: আর রাহীকুল মাখতু, পৃষ্ঠা ৩২১)
সাহাবায়ে কিরাম রা. এর ঈমান ও দৃঢ়তার অবস্থা ছিলো এমনটিই।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের প্রতি পুরস্কার ও কাফিরদের তিরস্কার

১। মুমিনদের অন্তর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, তাদের অন্তরে আল্লাহ নিজেই ঈমান লিখে দিয়েছেন।

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

অর্থ: "এরা (সাহাবীরা) হলেন সেই সকল ব্যাক্তি যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।" (সূরা মুযাদালা : ২২)
অপরদিকে কাফিরদের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলছেন, তাদের অন্তরে তিনি মোহর মেরে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

অর্থ: "এরাই তারা, আল্লাহ্ তা'য়ালা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কান্ড জ্ঞানহীন। (নাহল, ১৬: ১০৮)
২। মুমিনদেরকে আল্লাহর দল বলা হয়েছে।

أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ

অর্থ: “তারাই হলো আল্লাহর দলভুক্ত।” (সূরা মুযাদালা : ২২)
পক্ষন্তরে কাফিরদেরকে শয়তানের দল বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19)

অর্থ: “তারাই (কাফিররা) শয়তানের দল। আর জেনে রাখো শয়তানের দল চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্থ।” (সূরা মুযাদালা : ১৯)

৪। মহানবী সা. এর একটি শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে মহান আল্লাহ তার মর্যাদাকে সুউচ্চ করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4)

অর্থ: “আর আমি আপনার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি।” (সূরা শরাহ : ৪)

সুতরাং মহানবী সা. এর অনুসারী যারা হবে তাদের সম্মান ও আলোচনাও সুউচ্চ ও সমুন্বত হবে। পক্ষন্তরে কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

ان شانئك هو الابتر،

অর্থ: “নিশ্চয় আপনার বিরোধীতাকারী শত্রুতাই হচ্ছে নির্বংশ।” (সূরা কাউসার : ৩)

সুতরাং পরবর্তী রাসূলের অনুসারীদের যারা বিরোধীতা যারা করবে তারাও নির্বংশ হবে এবং তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।

৩। মুমিনদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারাই হলো সফলকাম।

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ: “জেনে রাখ, মুমিনরাই সফল কাম।” (সূরা মুযাদালা : ২২)
পক্ষান্তরে কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে চির ক্ষতিগ্রস্থ।

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11)

অর্থ: “সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি হল সুস্পষ্ট ক্ষতি।” (সূরা হজ্জ : ১১)

قال: وفى قوله قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থ: “আল্লাহ্ বললেন: আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝরিনী

প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা। (মায়েদা : ১১৯)

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ

অর্থ: “আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার পালনকর্তার রহমত। অতএব আপনি কাফেরদের সাহায্যকারী হবেন না।” (কাসাস, ২৮ঃ ৮৬)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ

অর্থ: “তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।” (কাসাস, ২৮ঃ ১৮)

শয়তানের দলভুক্তদের ব্যাপারে আরো ইরশাদ হয়েছে,

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

অর্থ: “শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অত:পর আল্লাহ্র স্মরণ ভূলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।” (মুজাদালা, ৫৮ঃ ১৯)

একটি সুক্ষ্ম রহস্য

وهو انهم لما سخطوا على القرائب والعشائر فى الله، عوضهم الله بالرضا عنهم ورضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم، والفوز العظيم، الفضل العميم، ونوه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم فى الدنيا والآخرة، فى مقابلة ما ذكر عن أولئك من أنهم حزب الشيطان:

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম সাহাবায়ে কিরাম রা. যখন মহান আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুসারে নিজেদের কাফির আত্মীয়দের সাথে শত্রুতা ও কঠোরতা অবলম্বন করলেন তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে এর বিনিময়ে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী নিয়ামত, মহান সাফল্য ও ব্যাপক অনুগ্রহ প্রদান করলেন ফলে তারাও এই সকল নিয়ামত পেয়ে মহান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে

দুনিয়া ও আখেরাতে শয়তানের দলের বিপক্ষে তাদের বিজয়, সফলতা ও নিজ সাহায্যের সুসংবাদ দিলেন।

জুমার বয়ান। তারিখ : ১৭-০৪-২০০৯
স্থান : হাতেম বাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি ঢাকা।

لا يحصل الدخول فى الإسلام إلا ببغض المشركين ومعاداتهم وتكفيرهم:

(কাফের-মুশরিকদেরকে ঘৃণাকরা এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা ছাড়া ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করা যায় না)

প্রতিটি মু'মিনের জন্য অপরিহার্য হলো কাফির মুশরিক, ইয়াহুদী, খৃস্টান ও আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালিম শাসকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তাদের সাথে কোন প্রকার বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি করা যাবে না। এ সম্পর্কে কোরআনের দলিল সমূহঃ-

<u>প্রথম দলিল</u>

হযরত ইবরাহীম আ. এর বারাআহ-

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا.

অর্থ:- 'আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের এবাদত কর তাদেরকে; আমি আমার পালনকর্তার এবাদত করব। আশা করি, আমার পালনকর্তার এবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না।

অত:পর তিনি যখন তাদেরকে এবং তার আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের এবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। (মারইয়াম, ৪৮-৪৯)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থঃ আর অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি। আর তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল। (সূরা মুমতাহিনা ৬০: ৪)

ফায়েদাঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ সুবানাহু তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে আদর্শ হিসাবে পেশ করেছেন যে, তাঁরা কাফেরদের থেকে এবং তাদের জাতীর থেকে বারাআহ (সম্পর্ক ছিন্ন) করেছেন।

আরো ইরশাদ হয়েছে:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: "যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন। (বাকারা, ২ঃ ২৫৬)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ: "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। (নাহল, ১৬ঃ ৩৬)

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

অর্থ: "তারা বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। (নিসা, ৪ঃ ১৫০)

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

অর্থঃ অতঃপর যখন তিনি তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করত তাদের থেকে দূরে সরে গেলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে আমি নবী করলাম। (সূরা মারইয়াম : ৪৯) **ফায়েদা:** ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর জাতী থেকে আলদা হয়েছিলেন। তার ফলেই আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছেন।

দ্বিতীয় দলিল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন না সীমালঙ্ঘনকারী লোকদেরকে। (সূরা মায়িদা- ৫ঃ ৫১)

ফায়েদাঃ এ আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব কারীদেরকেও তাদের মতই একজন কাফের বলা হয়েছে।

তৃতীয় দলিল

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

অর্থঃ আর আপনি তাদের দেখবেন যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে যে, তারা দৌড়ে গিয়ে ওদেরই মধ্যে প্রবেশ করে এই বলে যে, আমরা আশংকা করছি পাছে আমাদের উপর না কোন বিপদ আপতিত হয়। অচিরেই আল্লাহ্ বিজয় দেবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে এমন কিছু দেবেন ফলে

তারা যা অন্তরে গোপন রেখেছিল সেজন্য অনুতপ্ত হবে। (সূরা মায়িদা- ৫ঃ ৫২)

ফায়েদাঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যাদের অন্তরে রোগ আছে অর্থাৎ মুনাফিক তারা দ্রুতই কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যায়।

চতুর্থ দলিল

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ

অর্থঃ আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে- এরাই কি সেসব লোক যারা আল্লাহর নামে দৃঢ় ভাবে শপথ করেছিল যে, "তারা তো তোমাদেরই সাথে আছে ?" তাদের কৃতকর্মসমূহ নিস্ফল হয়েছে। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। (সূরা মায়েদাহ- ৫ ঃ ৫৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে অচিরেই আল্লাহ্ এমন এক কওম নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালবাসেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল হবে আর কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তা দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা মায়েদাহ- ৫ ঃ ৫৪)

ফায়েদাঃ এ আয়াত দুটোতে পুরাটাই প্রমান করে যে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করলে কাফের ও মুর্তাদ হয়ে যাবে।

পঞ্চম দলিল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ ওহে যারা ঈমান এনেছ!তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না আহলে কিতাবের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তু মনে

করে তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরদেরকে ।তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যদি মুমিন হও । (সূরা মায়েদাহ- ৫ ঃ ৫৭)

ফায়েদাঃ এ আয়াত পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত এবং এ আয়াতও প্রমান করে যে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করাতে ও তাদের সহযোগীতা করলে কাফের ও মুরতাদ হতে হবে ।

ষষ্ঠ দলিল

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

অর্থঃ মু'মিনরা যেন কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে মু'মিনদের বন্ধুত্ব ছেড়ে । যে কেউ এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না । তবে যদি তাদের তরফ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর, তাহলে ব্যতিক্রম । আর আল্লাহ্ তাঁর সত্তা সম্পর্কে তোমদের সতর্ক করেছেন । আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে । (সূরা আলে ইমরান- ৩ ঃ ২৮)

ফায়েদাঃ এ আয়াত পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত এবং এ আয়াতও প্রমান করে যে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করাতে ও তাদের সহযোগীতা করলে কাফের ও মুরতাদ হতে হবে ।

সপ্তম দলিল

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ـ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

অর্থঃ 'সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব । যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহ্রই জন্য । (নিসা, ১৩৮-১৩৯)

ফায়েদাঃ এ আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করাকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে ।

অষ্টম দলিল

أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

অর্থঃ আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি ? তারা তাদের আহলে কিতাবের ভাইদেরকে বলেঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও তবে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারও কথা মানব না । আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব । অথচ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তারা তো মিথ্যাবাদী । (সূরা হাশর- ৫৯ঃ ১১)

ফায়েদাঃ এ আয়াতে কাফেরদের সঙ্গে গোপনে সহযোগিতার অঙ্গীকার করাকেও মুনাফেকী বলা হয়েছে । তাহলে যাহারা প্রকাশ্যে সহযোগিতা করে তাদের অবস্থান কি হবে ?

নবম দলিল

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ

অর্থঃ আপনি তাদের অনেককে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখতে পাবেন । সে কাজ খুবই মন্দ যা তারা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য করেছে, যে কারণে আল্লাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুস্ট হয়েছেন । (সূরা মা-য়িদাহ- ৫ ঃ ৮০)

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

অর্থঃ যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহর প্রতি এবং নবীর প্রতি আর তার প্রতি যা নাযিল করা রয়েছে তাতে, তাহলে তারা কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না । কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসেক । (সূরা মা-য়িদাহ- ৫ ঃ ৮১)

দশম দলিল

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

অর্থঃ আর যারা কুফরী করেছে তারা একে অপরের বন্ধু । যদি তোমরা তা পালন না কর তবে পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে । (সূরা আন্ফাল- ৮ ঃ ৭৩)

একাদশ দলিল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

অর্থঃ হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা মনে চল, তবে তারা তোমাদের পেছনে ফিরিয়ে দেবে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। (সূরা আলে-ইমরান- ৩ ঃ ১৪৯)

بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ

অর্থঃ বরং আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত বন্ধু এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। (সূরা আলে-ইমরান- ৩ ঃ ১৫০)

ফায়েদাঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে কাফেরদের আনুগত্য করলে তাদেরকে ইসলাম থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

দ্বাদশ দলিল

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ

অর্থঃ নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হওয়ার পর তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শণ করে সরে পড়ে, শয়তান তাদের জন্য এ কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। (সূরা মুহাম্মদ- ৪৭ ঃ ২৫)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

অর্থঃ তা এজন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা অপছন্দ করেঃ আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের অনুসরণ করব। আর আল্লাহ্ তাদের গোপন পরামর্শসমূহ খুব অবগত আছেন। (সূরা মুহাম্মদ- ৪৭ ঃ ২৬)

ফায়েদাঃ এ আয়াত দুটোতে কাফেরদের সাথে কিছু কাজে আনুগত্য করার ওয়াদা করাকেও কাফের বলা হয়েছে। তাহলে যারা পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও সহযোগীতা করে তাদের কি অবস্থা হবে?

ত্রয়োদশ দলিল

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে তারা তো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কুফরী করেছে তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। শয়তানের কৌশল তো নিতান্তই দূর্বল। (সূরা নিসা- ৪ ঃ ৭৬)

চর্তুদশ দলিল

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

অর্থঃ আর আপনি তাদেরকে সে লোকের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন, যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলী দান করেছিলাম; কিন্তু সে তা বর্জণ করে বেরিয়ে গেল এবং শয়তান তার পেছনে লেগে গেল, ফলে সে পথভ্রষ্টদের শামিল হয়ে গেল। (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ১৭৫)

পঞ্চদশ দলিল

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থঃ নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর জুলুম করে, ফেরেশতারা তাদের জান কবজের সময় বলবেঃ "তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তারা বলবে ঃ "আমরা দুনিয়ায় অসহায় অবস্থায় ছিলাম।" ফেরেশতারা বলবেঃ "আল্লাহর দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা সেখানে হিজরত করে চলে যেতে?" অতএব এদেরই ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর কতই মন্দ এ ঠিকানা ? (সূরা নিসা- ৪ ঃ ৯৭)

ষষ্ঠদশ দলিল

আসহাবে কাহ্ফগন ও কাফেরদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন,

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا

অর্থঃ যখন তোমরা পৃথক হয়েছ তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকেও, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর; তোমাদের রব স্বীয় রহমত তোমাদের প্রতি বিস্তার করে দিবেন এবং তোমাদের কাজ কর্মকে তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করে দিবেন। (সূরা কাহ্ফ- ১৮ ঃ ১৬)

ফায়েদাঃ আস্‌হাত্বে কাহাফগণও তাদের জাতী হতে সর্ম্পক বিচ্ছিন্ন করেছিলেন।

সপ্তদশ দলিল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

অর্থ:-‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না- তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। (সুরা আল ইমরান, ৩ ঃ ১১৮-১১৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

অর্থ:-“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রামে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।) তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। (সুরা আল মুমতাহিনা:১)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

অর্থ: “মুমিনগন যেন মুমিন ব্যতীত কাফেরকেবন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।”(সুরা আল ইমরান: ২৮)

অষ্টাদশ দলিল

হযরত নূহ আ. এর বারাআহ-

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ

অর্থঃ তারপর নৌকাখানি তাদের নিয়ে বয়ে চলল পর্বতসম তরঙ্গের মধ্যে; আর নূহ ডেকে বলল তাঁর পুত্রকে, যে ছিল পৃথক স্থানেঃ হে আমার পুত্র ! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সঙ্গে থেকো না। (সূরা হুদ- ১১ ঃ ৪২) এরপর তিনি আল্লাহকে ডাকলেন:-

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

অর্থঃ আর নূহ (আ:) তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন-হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নি:সন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। (সূরা হুদ- ১১ ঃ ৪৫) প্রতি উত্তরে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

অর্থঃ “আল্লাহ্‌ বলেন-হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চই সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। (সূরা হুদ-১১ঃ ৪৬) ফায়েদাঃ রক্তের সম্পর্ক যতই আপন হউক ঈমান না থাকলে তাকে বর্জন করতে হবে।

ঊনিশ নং দলিল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

অর্থঃ ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না মুমিনদের বাদ দিয়ে । তোমরা কি চাও নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর জন্য স্পষ্ট প্রমাণ কায়েম করে দিতে ? (সূরা নিসা- ৪ ঃ ১৪৪)

বিশ নং দলিল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থঃ হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করবে না তোমাদের পিতা ও তোমাদের ভ্রাতাদেরকে, যদি তারা কুফরীকে প্রিয় মনে করে ঈমানের তুলনায়; তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারাই জালিম । (সূরা তাওবা- ৯ ঃ ২৩)

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থ: “আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেছে এবং বহিস্কারকার্যে সহায়তা করেছে । যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম । (মুমতাহিনাহ, ৬০ঃ ৯)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অর্থঃ আপনি বলে দিনঃ তোমাদের কাছে যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোত্রীয় লোক, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায় যার মন্দা পড়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসগৃহ যা তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা কর

আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত । আল্লাহ্ ফাসিক লোকদেরকে হেদায়াত করেন না ।” (সূরা তাওবা- ৯ঃ২৪)

ফায়েদাঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য না করলে এবং জিহাদকে পছন্দ না করলে তাদেরকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে নতুবা আল্লহার গজব অবশ্যম্ভাবী ।

একুশ নং দলিল

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থঃ যারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তাদেরকে আপনি এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না । যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা তাদের পুত্র, অথবা তাদের ভ্রাতা, অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হোক না কেন আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর তরফ থেকে অদৃশ্য রূহ দিয়ে । তিনি তাদেরকে বেহেশতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়, সেথায় তারা অনন্তকাল থাকবে । আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট । তারাই আল্লাহর দল । জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে । (সূরা মুজাদালা-৫৮ ঃ ২২)

বাইশ নং দলিল

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

অর্থঃ নবী ও মুমিনদের পক্ষে উচিত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য যদি তারা নিকটাত্মীয়ও হয় যখন তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী । (সূরা তওবা- ৯ ঃ ১১৩)

ফায়েদাঃ মুশরিকদের জন্য দোয়া করাও জায়েজ নাই, চাই সে যতই আপন হউক ।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.

অর্থ:- 'আরা যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্ণ্ঢার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (সুরা আনফাল, ৮ঃ ৭৩)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.

অর্থঃ-" তা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। আর নিশ্চয় কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।" (সুরা মুহাম্মদ:১১)

তাওহীদের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও সকলক্ষেত্রে তাওহীদ প্রয়োগ

আল্লাহ (সুবা:) কর্তৃক প্রদত্ত আইনেই রয়েছে মানব জীবনের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ।

মানব জীবনের এমন কিছু বিষয় আছে যার উপর মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও কল্যাণ নির্ভর করে। যদি ঐগুলো ধবংশ হয়ে যায় তাহলে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত সবই ধক্ষ্ংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। সেগুলো হচ্ছে:-

ক. দ্বীন বা ধর্ম হেফাজত করা। খ. জান হেফাজত করা (জানের নিরাপত্তা) গ. বিবেক-বুদ্বি হেফাজত করা। ঘ. বংশ হিফাজত করা। ঙ. মান-মর্যদা হিফাজত করা। চ. মাল হিফাজত করা। (মালের নিরাপত্তা)

এ বিষয়গুলো হিফাজত করার প্রতি আল্লাহ (সুব:) বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এমনকি এগুলোতে ধবংস আসা কিয়ামতের লক্ষণ বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا. (صحيح بخاري)

অর্থ: "আনাস (রাযি:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সা:) থেকে শুনেছি যে, কিয়ামতের কিছু আলামত হল: "ইলম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতার প্রসারতা লাভ করবে, মদপানের মাত্রা বৃদ্বি পাবে এবং যেনা ব্যভিচার বিস্ণ্ঢার লাভ করবে। (বুখারী-৮০)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ – (صحيح بخاري 81 , مسلم2671.)

অর্থ: "আনাস (রাযি:) হতে বর্ণিত আরেকটি হাদিস। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের কছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পর তোমাদের নিকট আর কেউ বর্ণনা করবে না। আমি আল্লাহর রাসুল (সা:) কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের কিছু আলামত হল : ইলম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে, ব্যাভিচার ছড়িয়ে পড়বে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্বি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন পুরুষ হবে পরিচালক।" (বুখারী-৮১)

এ হাদীস দ্বয়ে ইলম উঠে যাওয়া দ্বারা দ্বীন ধ্বংস হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। মদ পান বৃদ্বি দ্বারা বিবেক-বুদ্বির ধ্বংস হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। যিনা-ব্যভিচার দ্বারা বংশ পরিচয় ধ্বংস হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। আর মেয়েলোকের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্বি পাওয়া ও পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়ার দ্বারা জান-মালের নিরাপত্তা ধ্বংস হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কারণ মেয়ে লোকদের সংখ্যা বৃদ্বি পাবে ব্যাপক যুদ্ধ বিগ্রহ, মারা-মারী, খুনা-খুনির দ্বারা পুরুষরা মারা যাওয়ার কারণে। আর এভাবে ফেৎনা-ফ্যাসাদ দ্বারা মানুষের জান মালের নিরাপত্তা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এজন্যই মহান আল্লাহ (সুবা:) উপরোক্ত মৌলিক অধিকার গুলো হিফাজত করার জন্য সু-নির্দিষ্ট আইন দিয়েছেন।

মৌলিক অধিকার রক্ষায় ইসলামের নির্দেশ সমূহ

০১। দ্বীন হিফাজত করার জন্য ইসলামের নির্দেশ সমূহ:

ক. ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ফরজ করা হয়েছে

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থঃ- অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই ।" (সুরা মুহাম্মদ: ১৯)

এ আয়াতে আমলের পূর্বে তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ করা হয়েছে । এজন্য ইমাম বুখারী একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العلم قبل العمل আমলের পূর্বে ইলম অর্জন করা

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অর্থঃ- আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে । অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে । (সুরা আত্ তওবা : ১২২)

حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن محمد ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم:(صحيح ابن ماجة: 220)

অর্থঃ- আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন: প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ । (ইবনে মা'জা : ২২০, মুসনাদে বায্যার: ৯৪)

খ. সাধারণ জনগনকে "উলামায়ে হক্ব"দের সাথে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورةالنحل 43,الانبياء7)

অর্থঃ "সুতরাং জ্ঞানীদের (আলেমদের) জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো ।" (সুরা আন নাহল : ৪৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের (ওলামায়ে কেরাম) সাথে থাক ।

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থ: "আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয় । তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন । তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে ।" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৫)

আলেমদের মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়েছে

عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وسماه الترمذي قيس بن كثير. (مشكاة المصابيح - (1 / 46)

অর্থ: "কাসীর ইবনু ক্বায়স (রহঃ) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি দামিশকের মাসজিদে আবু দারদা (রাযিঃ) এর সাথে বসা ছিলাম । এ সময় তার নিকট একজন লোক এসে তাকে বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর শহর মদিনা থেকে আপনার কাছে এসেছি একটি হাদীস জানার জন্য । আমি জেনেছি আপনি রাসুল (সাঃ) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন । এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে আমি আপনার কছে আসিনি । তার এ কথা শুনে আবু দারদা (রাযিঃ) বললেন, রাসুল (সাঃ) কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের পথে চালিয়ে নিয়ে যাবেন । আর মালায়িকাহ 'ইলম অনুসন্ধানকারীর পথে তার আরামের জন্য তাদের পালক বা ডানা বিছিয়ে দেন আর 'আলিমদের জন্য আকাশে ও

পৃথিবীর সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মাছসমূহও। 'আলিমদের মর্যাদা মূর্খ 'ইবাদতকারীর চেয়ে অনেক বেশী। যেমন পূর্ণিমা চাঁদের মর্যাদা তারকারাজির উপর। আর 'আলিমগণ হচ্ছে নবীদের ওয়ারিস। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (ধন-সম্পদ) উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে যান না। তাঁরা মীরাস হিসেবে রেখে যান শুধু "ইলম"। তাই যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করেছে সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে- (আহমাদ ২১২০৮, তিরমিযী ২৬৮২, আবু দাউদ ৩৬৪১, ইবনু মাজাহ ২২৩. দারামী ৩৪২)। আর তিরমিযী বর্ণনাকারীর নাম ক্বায়েস ইবনু কাসীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাসীর ইবনু ক্বায়সই সঠিক (যা মিশকাতের সংকলকও নকল করেছেন। মিশকাতুল মাসাবীহ- ২১২) তাহক্বীক্ব আলবানী ঃ হাসান।

وعن أبي أمامة الباهلي قال : " ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.(رواه الترمذي وقال حسن غريب (مشكاة المصابيح (১ / ৪৬)

অর্থ: "আবু উমামাহ আল-বাহিলী (রযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুল (সাঃ) এর সামনে দুই ব্যক্তির উল্লেখ করা হল। এদের একজন ছিলেন 'আবিদ, আর দ্বিতীয়জন ছিলেন 'আলিম। তিনি বললেন, 'আবিদের উপর 'আলিমের মর্যাদা হল যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা তার মালায়িকাহ এবং আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে ও মাছ পর্যন্ত 'ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য দোয়া করে। (তিরমিযী ২৬৮৫)। মিশকাতুল মাসাবীহ- ২১৩। তাহক্বীক্ব আলবানী ঃ হাসান। তিরমিযী ও দারিমীর এই হাদিস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এর কোন কোনটি যঈফ আবার কোন কোনটি হাসান সহীহ।

ورواه الدارمي عن مكحول مرسلا ولم يذكر : رجلان وقال : فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم تلا هذه الآية : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وسرد الحديث إلى آخره. (مشكاة المصابيح - (১ / ৪৬)

অর্থ:- দারামী এই বর্ণনাটিকে মাকহূল (রহঃ) থেকে মুরসাল হিসাবে নকল করেছেন এবং দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, আবিদের তুলনায় আলিমের ফাযীলাত (মর্যাদা) এমন যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার ফাযীলাত। এরপর রাসুল (সাঃ) এ কথার প্রমাণে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থ: "নিশ্চই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই তাকে ভয় করে" - (সুরাহ ফাতির ঃ ৮)। এছাড়া তার হাদীসের বাকী অংশ তিরমিযীর বর্ণনার অনুরূপ। (দারিমী ২৮৯)

ورواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت . إلا أن الترمذي وأبا دواد لم يذكرا : " ثلاث لا يغل عليهن " . إلى آخره (مشكاة المصابيح - (১ / ৪৯)

অর্থ: "এই হাদীসটি যায়দ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিরমিযী ও আবু দাউদ **ثلاث لا يغل** হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেননি। (ইমাম আহমাদ ১২৯৩৭, ২১০৮০, তিরমিযী ২৬৫৮, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ ৩০৫৬, দারিমী ২২৭)। মিশকাতুল মাসাবীহ- ২২৯। তাহক্বীক্ব আলবানী ঃ সহীহ।

وعنه مرسلا قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم " . رواه الدارمي (مشكاة المصابيح

অর্থ:- হাসান বাসরী (রহঃ) হতে মরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) এর কাছে বানী ইসরাঈলের দু'জন লোকের মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তাদের একজন ছিলেন "আলিম" যিনি ওয়াক্তিয়া ফারয্ সালাত

আদায় করার পর বসে মানুষকে তা'লীম দিতেন। আর দ্বিতীয় জন দিনে সিয়াম (রোযা) পালন করতেন, গোটা রাত ইবাদত করতেন। (রাসুলকে জিজ্ঞেস করা হল) এ দু'ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম কে? রাসুল (সাঃ) বললেন, ফারয্ আদায় করার পরপরই বসে বসে যে ব্যক্তি তালীম দেয়, সে ব্যক্তি যে দিনে সিয়াম (রোজা) পালন করে ও ইবাদত করে তার চেয়ে বেশী মর্যাদাবান যেমন, তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা। (দারিমী ৩৪০), মিশকাতুল মাসাবীহ-২৫০। তাহক্বীক্ব আলবানী ঃ হাসান সহীহ। আলবানী বলেন, এর সানাদ হাসান সহীহ তবে হাদীসটি মুরসাল বটে কিন্তু এর একটি মাওসুল শাহিদ হাদীস একে শক্তিশালী করেছে। যা আবু উমামা আলবাহিলী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ইলম অনুযায়ী আমলও করতে হবে

وعن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه و سلم شيئا فقال : " ذاك عند أوان ذهاب العلم " . قلت : يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرؤه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال : " ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما " . رواه أحمد وابن ماجه وروى الترمذي عنه نحوه

অর্থ:- যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, সেটা 'ইলম উঠে যাবার সময় সংঘটিত হবে। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল! কি করে ইলম উঠে যাবে? আমরা তো কুরআন পড়ছি, আমাদের সন্তানদেরকে কোরআন শিক্ষা দিচ্ছি। আমাদের সন্তানেরা তাদের সন্তান-সন্তিদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে থাকবে! রাসুল (সাঃ) বললেন, যিয়াদ! তোমার মা তোমার জন্য ভারাক্রান্ত হোক। আমি তো তোমাকে মাদিনার একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি মনে করতাম। এসব ইয়াহুদী ও নাসারাগণ তো তাওরাত ও ইঞ্জিল পড়েছে। অথচ তারা তদুনযায়ী কাজ করছে না।

(আহমদ ১৭০১৯, ইবনে মাজাহ ৪০৪৮) ইমাম তিরমিযী ও অনুরূপ যিয়াদ (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাহক্বীক আলবানী ঃ সহীহ।

ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية أوعلم ينتفع به أوولد صالح يدعو له.رواه مسلم.(مشكاة المصابيح (١ / 88)

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ মানুষ মরে গেলে তার থেকে তার কার্যক্রম বিচ্ছিন্ন (নিঃশেষ) হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমালের সাওয়াব অব্যাহত থাকে। ঃ (১) সাদাক্বায়ে জারিয়াহ্ কাজের সাওয়াব। (২) এমন জ্ঞান (রেখে যায়) যার থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে এবং (৩) এমন সন্তান রেখে যায় যে (সব সময়) তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম ১৬৩১) মিশকাতুল মাসাবীহ- ২০৩।

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة . ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ."

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির পার্থিব বিপদ সমূহের একটি বিপদ দূর করে দিল, আল্লাহ তার আখিরাতের বিপদ সমূহের একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মূ'মিনের কষ্টসমূহে একটি কষ্ট দূর করে দিবে, আল্লাহ তায়ালা তার ইহকাল ও পরকালের কষ্টসমূহ দূর করে

দিবেন এবং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর হালকা করবে (অর্থাৎ তাকে ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ দিবে) আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও পরকালে তার (সময় দাতার) প্রতি হালকা ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দোষ ঢেকে রাখবে (প্রকাশ করবে না), আল্লাহ তায়ালা তার দুনিয়া ও পরকালের দোষ ঢেকে রাখবেন প্রকাশ করবেন না। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে ততক্ষন পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরনের জন্য কোন পথ বা পন্থায় অনুপ্রবেশ করার সন্ধান করে, আল্লাহর তা'আলা এর বিনিময়ে তার জান্নাতে প্রবেশ করার পথ সহজ করে দেন। যখন কোন দল আল্লাহর কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং জ্ঞানচর্চা করে, তাদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে প্রশান্তি নাযিল হয়। আল্লাহর রহমত তাদের কে বেষ্টন করে নেয় এবং মালায়িকাহ তাদেরকে ঘিরে রাখে। তাছাড়াও আল্লাহ নিকটবর্তী মালায়িকাহ্দের সাথে তাদের ব্যপারে আলোচনা করেন। (মুসলিম ২৬৯৯) মিশকাতুল মাসাবীহ-২০৪।

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

وعن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع " . رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة المصابيح - (১ / ৪৯)

অর্থ:- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসুল (সাঃ) কে ইরশাদ করতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে তা পৌছে দিয়েছে। অনেক সময় যাকে পৌছানো হয় সে শ্রোতা থেকে অধিক স্মরণকারী হয়। (তিরমিযী ২৬৫৭, ইবনু মাজাহ ২৩২) মিশকাতুল মাসাবীহ -২৩০। তাহক্বীক্ব আলবানী ঃ সহীহ।

وعن عائشة أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله عز وجل أوحى إلى أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة .

وفضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع " . رواه البيهقي في شعب الإيمان.

অর্থ:- আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'য়ালা আমার কাছে ওয়াহী পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি ইলম (বিদ্যা) হাসিল করার জন্য কোন পথ ধরবে, আমি তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিব। আর যে ব্যক্তি দুই চোখ আমি নিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ যে অন্ধ হয়ে গেছে তার বিনিময় আমি তাকে জান্নাত দান করিব। ইবাদতের পরিমাণ বেশী হবার চেয়ে ইলমের পরিমাণ বেশি হওয়া উত্তম। দ্বীনের মূল হর তাক্বওয়া ও ধার্মিকতা। (বাইহাক্বী) মিশকাতুল মাসাবীহ ২৫৫। -আলবানী ঃ সহীহ।

খলিফা নিয়োগ করা বাধ্যতা মূলক করা হয়েছে এবং খলিফাতুল মুসলিমিনের প্রথম কাজ হচ্ছে দ্বীন হিফাজত করা

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

অর্থ ঃ রাসুল (সাঃ) বলেন, বনী ইসরাইল এর নবীগন তাদের উম্মত কে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিসিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই, তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবাগন আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আমাদের কে কি নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন তোমরা একের পর এক তাদের বায়আতের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা তাদের জিজ্ঞাসা করবেন ঐসকল বিষয় সমন্ধে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পন করা হয়েছিল। (সহীহ বুখারী-৩৪৫৫,৩২১০ মুসলিম ৪৮৭৯)

২৭৫৯ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ ». [سنن أبى داود]

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্নিত নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন: নিশ্চই ইমাম হলো ডাল সরূপ তার পিছনে থেকে মানুষ যুদ্ধ করবে। (সুনানে আবু দাউদ: ২৭৫৯)

গ. ইসলামের দাওয়াহ কে ফরজ করা হয়েছে

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (سورة المائدة:67)

অর্থঃ- " হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" (সুরা আল মায়িদা:৬৭)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ: صحيح البخاري: 3461)

অর্থঃ "আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্নিত রাাসুল (সাঃ) বলেন, আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি আয়াত হয়। তোমরা বনী ইসরাঈল থেকে বর্ননা কর কোন সমস্যা নেই। এবং যে ব্যক্তি এমন কোন কথা বলে যা আমি বলি নাই এবং তা আমার নামে চালিয়ে দেয় সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।" (সহীহ বুখারী:৩৪৬১)

ঘ. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা কে ফরজ করা হয়েছে

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران:104)

অর্থঃ-" আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহক্ষান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।" (সুরা আল ইমরান:১০৪)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (سورة ال عمران:110)

অর্থঃ- "তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আলাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।" (সুরা আল ইমরান:১১০)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ:-" আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'? (সুরা ফুসলিাত আয়াত: ৩৩)

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا [المزمل/٧]

অর্থ:- নিশ্চয় তোমার জন্য দিনের বেলায় রয়েছে দীর্ঘ সাতার। (সুরা মুজ্জামিল:৭)

এখানে সাতার বলা হয়েছে এই জন্য যে, সাতার কাটতে গেলে একদিকে হাত-পা নাড়তে হয়। অপরদিকে তা বিরতিহীন ভাবে করতে হয়। যদি হাত পা নাড়া বন্ধ করা হয় তাহলে ডুবে মারা যাবে। ঠিক তেমনি ভাবে ইসলামের দাওয়াতের কাজও সর্বদা বিরতিহীন ভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

قال أبو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان (صحيح مسلم 50)

অর্থঃ- আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্নিত রাসুল (সাঃ) বলেন তোমাদের কেউ যখন কোন অন্যায় কাজ দেখবে তাহলে সে যেন তাকে হাত দ্বারা বাধা দেয় আর যদি তা করতে সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন মুখ দ্বারা বাধা দেয়। আর যদি তাও সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন অন্তর দ্বারা পরিকল্পনা করে তা বাধা দেওয়ার জন্য। আর এটাই হল দুর্বল ঈমান”(সহীহ মুসলিম:৫০)

ঙ. আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদ করাকে ফরজ করা হয়েছে

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অর্থঃ- “তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আলাহ জানেন এবং তোমরা জান না।” (সুরা বাকারা:২১৬)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

অর্থঃ- “তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযয়া দেয়।” (সুরা আত তাওবা:২৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (سورة التوبة 123)

অর্থঃ-“হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।” (সুরা আত তাওবা:১২৩)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ [الأنفال/৩৯]

অর্থ: “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনার (শিরক) অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (সুরা আল আনফাল: ৩৯)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ [البقرة/১৯৩]

অর্থ: “আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা (শিরক) খতম হয়ে যায় এবং দীন আলাহর জন্য হয়ে যায়। (সুরা আল বাক্বারা: ১৯৩)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

অর্থ: “হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।” (সুরা আনফাল:৬৫)

চ. মুরতাদ বা দ্বীন ত্যাগকারীকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة 217)

অর্থঃ-“ আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর দীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।” (সুরা আল বাকারা:২১৭)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

অর্থঃ-“ইকরামা থেকে বর্নিত তিনি বলেন,আলী (রাঃ) এর কাছে এক জিন্দক কে নিয়ে আসা হলো,অতপর তিনি তাদেরকে আগুন দ্বারা ঝালিয়ে দিলেন। এই খবর ইবনে আবক্ষাস (রাঃ) এর কছে পৌছার পর তিনি বললেন, যদি তারা আমার কাছে হতো তাহলে আমি তাদেরকে ঝালিয়ে

দিতাম না। আল্লাহর নবীর নিষেধাজ্ঞার কারনে, তোমরা মানুষদের আল্লাহর আযাব দ্বারা মানুষদের কে শাস্তি দিবে না। নিশ্চই আমি তাদেরকে হত্যা করতাম রাসুল (সাঃ) এর এই কথার কারনে, যে ব্যক্তি তার দ্বীন কে পরিবর্তন করল তাকে হত্যা করে দাও। (সহীহ বুখারী:৬৯২২)

ছ. কেহ ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হলে আল্লাহ তা'আলা অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ:- হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সুরা আল মায়িদা: ৫৪)

{إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التوبة : ٣٩]

অর্থ:- যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সুরা আত তাওবা: ৩৯)

জ. "আল ওয়ালা ওয়াল বরাআহ" এর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাতে কাফের-মুনাফিক, বেদআতীরা মুমিন দের সাথে মিশে গিয়ে দ্বীনকে ধ্বংস করতে না পারে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থ:- 'হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (সুরা আল মায়েদা: ৫১)

এই বারাআহ সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখান থেকে দলীল প্রমাণ গুলো দেখা নেয়া যেতে পারে।

ঝ. পাপীদের জন্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তওবার দরজা খোলা রাখা হয়েছে।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (سورة الزمر : 53)

অর্থঃ-" বল, 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আলাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আলাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।" (সুরা আয্‌যুমার:৫৩)

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থ:- আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা আল হাজার: ৪৯)

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

অর্থ: আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সুরা মুমিন: ৬০)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

অর্থ: আর আমি তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে। (সুরা ক্বাফ: ১৬)

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ:- সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আলাহর চেহারা। নিশ্চয় আলাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সুরা আল বাক্বারা: ১১৫)

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثني علي بن الجعد قال : حدثنا [ابن] ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.

অর্থ: "ইবনে উমর থেকে বর্নিত রাসুল (সাঃ) বলেন, নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা বান্দার তওবাকে গ্রহণ করেন যতক্ষন পর্যন্ত মূমুর্ষ অবস্থায় না পৌছে" (সহীহ ইবনে হিব্বান :৬২৮,৩৯৫)

حدثنا راشد بن سعيد الرملي أنبأنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر * (حسن) التعليق الرغيب 75 / 4 ، المشكاة 2343 التحقيق الثاني)صحيح ابن ماجة4243

অর্থঃ "ইবনে উমর থেকে বর্নিত রাসুল (সাঃ) বলেন, নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা বান্দার তওবাকে গ্রহণ করেন যতক্ষন পর্যন্ত মমুর্ষ অবস্থায় না পৌছে।"(মেশকাত: ২৩৪৩, সহীহ ইবনে মাজা: ৪২৪৩)

০২। জীবনের নিরাপত্তা বা জান হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান সমূহ

ক. সেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে হত্যার বিনিময়ে হত্যা বা "কিসাস" এর বিধান রাখা হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অর্থ:-হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।(১৭৮) আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে। (১৭৯) (সুরা বাক্বারা:১)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

অর্থ:- আর যে ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন। (সুরা আন নিসা: ৯৩)

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة/32]

অর্থ:-"যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল।(সুরা আল মায়িদা:৩২)

কেহ কারও অঙ্গ কর্তন করলে তারও সে অঙ্গ কর্তন করতে হবে

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

অর্থ:- আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে।

আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম। (সুরা আল মায়িদা:৪৫)

খ. ভুলে হত্যা করলে বা কোন অঙ্গহানি করলে তার জন্য "দিয়াত" এর বিধান রাখা হয়েছে

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

অর্থ:- আর কোন মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত (হলে ভিন্ন কথা)। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্ত্মান্ত্মর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)। আর সে যদি তোমাদের শত্রু কওমের হয় এবং সে মুমিন, তাহলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। আর যদি এমন কওমের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাহলে দিয়াত দিতে হবে, যা হস্ত্মান্ত্মর করা হবে তার পরিবারের কাছে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে। তবে যদি না পায় তাহলে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"(সুরা নিসা:৯২)

গ. জানের উপর হামলাকারীকে প্রতিহত করার বিধান রাখা হয়েছে

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

অর্থ:- আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার

বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন।" (সুরা আল হুজরাত:৯)

ঘ. আত্মহত্যা করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

অর্থ:-" আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু। (সুরা আন নিসা:২৯)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

অর্থ:-"এবং নিজ হাতে নিজদেরকে ধক্ষংসে নিক্ষেপ করো না। আর সুকর্ম কর। নিশ্চয় আলাহ সুকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (সুরা আল বাক্বারা:১৯৫)

قال أبو حاتم الصنابح من الصحابة والصنابحى من التابعين ذكر تعذيب الله جلا وعلا في النار من قتل نفسه في الدنيا أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه يهوي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل متعمدا مولاه نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا :-(صحيح ابن حبان - (١٨ / ٢٩٦)

অর্থ:-"আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্নিত, নবী কারীম (সা:) বলেন; যে ব্যক্তি আত্যহত্যা করল সে লোহার মাধ্যমে জাহান্নামে লোহা দ্বারা তার পেটে চিরকাল আঘাত করতে থাকবে, এবং যে বিষ পানে আত্যহত্যা করল সে জাহান্নামে চিরকাল বিষ পান করতে থাকবে, যে সেচ্ছায় পাহাড় থেকে পড়ে আত্যহত্যা করল সে চিরকাল জাহান্নামে পাহাড় থেকে পড়তে থাকবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান-১৮/২৯৬)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا

مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا:

অর্থ:-"আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্নিত, নবী কারীম (সা:) বলেন; যে ব্যক্তি আত্যহত্যা করল সে লোহার মাধ্যমে জাহান্নামে লোহা দ্বারা তার পেটে চিরকাল আঘাত করতে থাকবে, এবং যে বিষ পানে আত্যহত্যা করল সে জাহান্নামে চিরকাল বিষ পান করতে থাকবে, যে সেচ্ছায় পাহাড় থেকে পড়ে আত্যহত্যা করল সে চিরকাল জাহান্নামে পাহাড় থেকে পড়তে থাকবে। (সহীহ মুসলিম- ১/৭২)

ঙ. রোগ হলে চিকিৎসা নেয়া বৈধ করা হয়েছে

৫৮৭১ -حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ « لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ». صحيح مسلم

অর্থ:- জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক রোগের-ই ঔষধ রয়েছে যখন কোন রোগের ঔষধ গ্রহণ করা হয় তখন আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুস্থ হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম-৫৮৭১)

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم النبي صلى الله عليه و سلم وأعطى الحجام.

অর্থ:- ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল (সাঃ) শিঙ্গা লাগাইতেন এবং শিঙ্গা লাগানেওয়ালা কে বিনিময় (মুজরী) দিতেন। (সহীহ বুখারী-২১৫৮)

চ. মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর সকল বস্তু হারাম ঘোষণা করা হয়েছে

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ:-" তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম। (সুরা আল আ'রাফ:১৫৭)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থ: "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ভিন্ন কারো নামে যবেহ করা হয়েছে; গলা চিপে মারা জন্তু, প্রহারে মরা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তু, হিংস্র প্রাণী খেয়েছে- তবে যা তোমরা যবেহ করে নিয়েছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূঁজার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা বণ্টন করা হয়, এগুলো গুনাহ। যারা কুফরী করেছে, আজ তারা তোমাদের দীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। তবে যে তীব্র ক্ষুধায় বাধ্য হবে, কোন পাপের প্রতি ঝুঁকে নয় (তাকে ক্ষমা করা হবে), নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা আল মায়েদা:৩)

ছ. ধুমপান করা হারাম ঘোষনা করা হয়েছেঃ

(১) ধুমপান করা হারাম । কারন ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, ধুমপানে মৃত্যু ঘটে, ধুমপানে ষ্ট্রোক হয় । আর এটা আত্মহত্যার শামিল । আর নিজেকে নিজে হত্যা করা সম্পূর্ণ হারাম । ইরশাদ হচ্ছে-

(১) وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء: ٢٩)

অর্থ ঃ- আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না । নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু । (সুরা:নিসা:২৯)

(২) وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ ঃ- এবং নিজ হাতে নিজদেরকে ধক্ষংসে নিক্ষেপ করো না । আর সুকর্ম কর । নিশ্চয় আলাহ সুকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন । (সুরা:বাক্বারা: ১৯৫)

(২) ধুমপান করা অপচয়, যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই ।

(১) وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

অর্থ ঃ- আর তেমরা অপচয় করো না । নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই । আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। (সুরা ; বনী ইসরাঈল : ২৭) সুতরাং যে কাজ করলে মানুষ শয়তানের ভাই হয়ে যায় সে কাজটি অবশ্যই হারাম ।

(৩) ধুমপান একটি নিকৃষ্ট কাজ, আর এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষনা করাই আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) অন্যতম দায়িত্ব । ইরশাদ হচ্ছে ।

(১) وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (سورة الأعراف : ১৫৭)

অর্থ ঃ- এবং তাদের জন্য উত্তম বস্তু হালাল করে আর নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করে । (সুরা : আ'রাফ : ১৫৭)

(৪) কোন মানুষকে কষ্ট দেয়া হারাম ।

(১) عن جابر قال قال رسول الله : من اكل من هذه قال اول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا هذا حديث حسن صحيح

অর্থ:- জাবের থেকে বর্ণিত রসুল (সাঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কাচা পেয়াজ, রসুন, কুর্‌রাছ (দুর্গন্ধময় এক জাতিয় খাবার) খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে । (তিরমিজি)

সুতরাং ধুমপানের দুর্গন্ধ অধুমপায়ীদের জন্য আরো বেশী কষ্টকর । তাই ধুমপান করাও হারাম ।

(৫) ধুমপানকারী বেঈমান হয়ে মারা যাওয়ার আশংকা আছে ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ». صحيح مسلم للنيسابوري

অর্থ:- জাবের থেকে বর্ণিত রসুল (সাঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কাচা পেয়াজ, রসুন, কুর্‌রাছ (দুর্গন্ধময় এক জাতিয় খাবার) খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে । কেননা মানুষ যাতে কষ্ট পায় ফেরেস্ণ্ঢারাও তাতে কষ্ট পায় । (মুসলিম) । অতএব, ধুমপায়ীর নিকট আল্লাহর রহমতের ফেরেস্ণ্ঢারা আসবে না । সুতরাং মৃত্যুর সময় শয়তানের খপ্পরে পরে বেঈমান হয়ে মারা যাবে । (সহীহ মুসলিম, ২/৮০)

(৫) ধুমপানকারীগন বাথরুমে গিয়েও ধুমপান করে । বাথরুমের দুর্গন্ধ আর ধুমপানের স্বাদ মিলিয়ে খায় বলেই সিগারেটের বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে "স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় ।" অথচ বাথরুম মল-মূত্র ত্যাগ করার জায়গা খাবার জায়গা নয় ।

(৬) ধুমপানকারী জাহান্নামীদের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে। কারণ জাহান্নামীদের নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হবে ।

عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم) . سنن أبي داود

অর্থ:- ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্নিত রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে সে ঐ সম্প্রদায়েরই একজন । (সুনানে আবু দাউদ) । সুতরাং ধুমপানকারী জাহান্নামীদের সাথে মিল রাখার কারনে সে নিজেও জাহান্নামীদের একজন । আর যে কাজ করলে মানুষ জাহান্নামে যায় সে কাজটি হারাম ।

(৭) ধোঁয়া আল্লাহর আযাব তথা কিয়ামতের লক্ষন। ইরশাদ হচ্ছে।

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ

অর্থ:- যেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ। (সুরা দুখান:১০) ধুমপানকারীগন নাক-মুখ দিয়ে ধোয়া বের করে আল্লাহর গযব কেই আহবান করে।

(৮) ধুমপানের কারনে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান বুদ্ধি সংরক্ষন করা ফরজ। নষ্ট করা হারাম। এই কারনেই মদকে হারাম করা হয়েছে। কারণ তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়।

(৯) ধুমপানের কারনে ধুমপানকারীর ঠোটের সৃষ্টিগত রূপ বিকৃত হয়ে যায়, আর কোন অঙ্গ ইচ্ছাকৃত ভাবে বিকৃত করা হারাম। এবং উহা শয়তানের কাজ।

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا.

অর্থ:- 'আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে'। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল। (সুরা নিসা:১১৯)

(১০) ধুমপানের কারনে ধুমপানকারীর অভ্যন্তরে ধোঁয়া প্রবেশ করে আর ধোঁয়া আগুন থেকে সৃষ্টি আর আগুন ভক্ষন করা হারাম। নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা আমাদের খাবারের জন্য আগুন সৃষ্টি করেন নাই।

০৩। আক্বল-জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধি হেফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান সমুহ:

ক. মদপান করা ও সকল নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম করা হয়েছে

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (سورة البقرة:٢١٩)

অর্থঃ- তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, এ দু'টোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে। বল, 'যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত'। এভাবে আলাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর–(সুরা আল বাকারা:২১৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

অর্থঃ- হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আলাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?" (সুরা আল মায়িদা: ৯০-৯১)

حدثنا يونس بن عبد الأعلى . حدثنا ابن وهب . أخبرنا ابن جريج عن أيوب ابن هانيء عن مسروق عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (كل مسكر حرام) سنن ابن ماجه.

অর্থঃ- ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্নিত যে, রাসুল (সাঃ) বলেছে: সকল নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম। (ইবনে মাজা:৩৩৮৮, ৩৩৮৯,৩৩৯১,৩৩৯২ তিরমিযী ১৯২৫,১৯২৬,১৯২৮)

খ. মদপানকারীর জন্য হদ বা নির্ধারিত শাস্তির বিধান করা হয়েছে

حدثنا ابن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال : جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان

بالبيت أن يضربوه قال فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد (صحيح البخاري)

অর্থঃ- উকবা বিন হারেছ থেকে বর্নিত তিনি বলেন; নুআইমান অথবা ইবনে নুআইমান কে নিয়ে আসা হল মদ পানরত অবস্থায়, রাসুল (সাঃ) ঘরে উপস্থিত ব্যক্তিদের কে আদেশ করলেন তাকে প্রহার করার জন্য উকবা বলেন যারা প্রহার করেছিল তদের মধ্যে আমিও একজন এবং আমরা তাকে জুতা এবং খেজুর গাছের ডাল দিয়ে প্রহার করলাম। (সহীহ বুখারী- ২১৯১)

গ. মদপান করা বা নেশার মুলোৎপাটন করার উদ্দেশ্যে মদের ব্যবসা করা, বহন করা, তৈরী করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال : حدثنا يزيد بن موهب حدثنا ابن وهب قال : أخبرنا حيوة قال : حدثني مالك بن خير الزبادي أن مالك بن سعيد التجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس يقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاه جبريل فقال : (يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها.

অর্থঃ- ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন আমি রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমার নিকট জিব্রাইল (আঃ) আসলেন এবং বললেন হে মুহাম্মদ আল্লাহ তা'আলা লা'নত করছেন মদকে, যে মদ নিংরায় তাকে, যার জন্য নিংরানো হয়, যে তা পান করে, যে বহন করে, যার জন্য বহন করা হয়, যে মদ বিক্রি করে, যে পরিবেশন করে, যার জন্য পরিবেশন করা হয় তাদের সকলের উপর লা'নত। (সহীহ ইবনে হিব্বান- ৫৩৫৬)

-أخبرني أبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنس القرشي ثنا عبد الله بن يزيد المقري أنبأ حيوة بن شريح أنبأ مالك بن الخير الزبادي أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أتاني جبريل فقال : يا محمد إن الله لعن الخمر و عاصرها و

معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه و بايعها و ساقيها و مسقيها.

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন আমি রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমার নিকট জিব্রাইল (আঃ) আসলেন এবং বললেন হে মুহাম্মদ আল্লাহ তা'আলা লা'নত করছেন মদকে, যে মদ নিংরায় তাকে, যার জন্য নিংরানো হয়, যে তা পান করে, যে মদ বহন করে, যার জন্য বহন করা হয়, যে মদ বিক্রি করে, যে মদ পরিবেশন করে, যার জন্য পরিবেশন করা হয় তাদের সকলের উপর লা'নত। (মুসতাদরিকে সহীহাইন লিল হাকিম মাআ তা'লিকাতিয্ যাহাবী ফিত্তালখিস- ২২৩৪)

০৪। বংশ হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান সমূহ:

১. যিনা-ব্যাভিচার, অবৈধ মেলা-মেশা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

অর্থঃ-"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।" (সুরা বনী ইসরাঈল:৩২)

২. যিনা ব্যভিচারী অবিবাহিত হলে "১০০ দোররা" র বিধান

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

অর্থঃ-"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আযাব প্রত্যক্ষ করে।" (সুরা আন নুর:২)

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام.

অর্থঃ- যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) রাসুল (সাঃ) থেকে বর্ননা করেন যে, তিনি অবিবাহিত যিনাকারী কে একশত বেত্রঘাত এবং এক বৎসরের জন্য দেশান্তর করার নির্দেশ দিতেন। (সহীহ বুখারী- ২৫০৬)

৩. যিন-ব্যভিচারী বিবাহিত হলে ‘রজম বা পাথর ছুড়ে হত্যা’র বিধান

--حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ.

অর্থ: “আব্দুল্লাহ ইবনে আবক্কাস (রাঃ) বলেন, উমর (রা) রাসুল (সাঃ) এর মিম্বরের উপর বসা অবস্থায় বলেন যে, আল্লাহ তা’আলা মুহাম্মদ (সাঃ) কে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন এবং তার উপর কিতাব নাযিল করেছেন আর তার উপর যে সমস্ত আয়াত নাযিল করা হয়েছিল তার মধ্যে রজমের আয়াতও ছিল আমরা তা পড়েছি, মুখস্ত করেছি এবং অনুধাবন করেছি এবং রাসুল (সাঃ) তার জীবদ্দশায় রজমের আয়াত বাস্ত বায়ন করেছেন এবং তার পরে আমরাও করেছি তবে আমি ভয় পাচ্ছি যে, দীর্ঘকাল পরে এমন একটি সময় আসবে যে, লোকেরা বলবে; “আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের বিষয়ে কোন আয়াত পাইনি”। পরবর্তীতে তারা পথভ্রষ্ট হবে আল্লাহ তা’আলার নাযিল কৃত ফরজ বিধান পরিত্যাগ করার কারনে। নিশ্চই আল্লাহর কিতাবের বিধান রজম প্রতিষ্ঠিত করা হইবে ঐ সমস্ত পুরুষ এবং মহিলার উপর যারা বিবাহের পর যিনায় লিপ্ত হইবে। এবং তাদের এই যিনা দলিলের মাধ্যমে প্রমানিত হইবে অথবা মহিলার গর্ভ প্রকাশিত হইবে অথবা তাদের কেউ সেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিবে। (সহীহ বুখারী-৪৫১৩)

ইসলামে যিনা-ব্যাভিচারে উৎসাহ প্রদানকারী সকল কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছ। এজন্য বিবাহে উৎসাহ প্রাদান করা হয়েছে, দাসীদের বিয়ে

করার বিধান দেয়া হয়েছে। মহিলাদের পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে। মহিলাদের আকর্ষণীয় কন্ঠে পর পুরুষদের সাথে কথা বলা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, চক্ষু নিচু রাখতে বলা হয়েছে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতির বিধান দেয়া হয়েছে। বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে বা একান্তে সাক্ষাত করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বৈবাহিক জীবনে ক্ষতির আশংকা করলে ‘তালাক’ ও ‘খোলা’ করার বিধান রাখা হয়েছে।

৪. বিবাহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থ: “তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে। (সুরা নিসা; ৩)

قال لنا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ولهما عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام نحوه وأوله يا معشر الشباب.

অর্থঃ- রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন, হে যুবক সকল তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্ত্রীর খরচাদী দিতে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে কেননা বিবাহ চোখ কে নত রাখে এবং লজ্জাস্থান কে হেফাজত রাখে। এবং যে ব্যক্তি খরচাদী দিতে সক্ষম না সে যেন রোজা রাখে নিশ্চই রোজা যৌন চাহিদা কে কমিয়ে দেয়। (আল জামউ বায়নাস্ সহীহাইন আল-বুখারী এবং মুসলিম-১/১১০)

৫. পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

অর্থঃ-“হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, ‘তারা যেন তাদের জিলবাবে[1]’র কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি

[1] জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে।

পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আলাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"(সুরা আল আহযাব:৫৯)

এ আয়াতে বুঝা যায় যে সকল নারীগন পর্দা করবে তাদেরকে কেউ উত্যক্ত করতে পারবে না। ইভটিজিং করতে পারবে না। সুতরাং যারা আদালতের রায়ের মাধ্যমে পর্দার বিধান কে বাতিল করে ইভটিজিং বন্ধ করতে চায় তারা আল্লাহর সঙ্গে উপহাস করছে। ইভটিজিং বন্ধ করার একমাত্র উপায় আল্লাহর বিধান কায়েম করা।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

অর্থ:- আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক- জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আলাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আলাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (সুরা আল আহযাব:৩৩/৩৩)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ:- মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।(৩০) আর মুমিন

নারীদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সুরা আন নুর:২৪/৩০,৩১)

৬. মহিলাদের আকর্ষণীয় কণ্ঠে পর পুরুষদের সাথে কথা বলা হারাম

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا{الأحزاب :32}

অর্থঃ-"হে নবী–পত্নিগণ, তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।"(সুরা আল আহযাব:৩২)

৭. চক্ষু কে সংযত রাখার বিধান দেয়া হয়েছে

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

অর্থঃ-"মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।"(সুরা আন নূর:৩০)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

অর্থ: ... আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে।.. (সুরা আন নুর:৩১)

৮. কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতির বিধান দেয়া হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

অর্থ:-"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রশে করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সুরা আন নূর:২৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অর্থঃ-"হে মুমিনগণ, তোমাদের ডানহাত যার মালিক হয়েছে এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন অবশ্যই তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ, এবং 'ইশার সালাতের পর; এই তিনটি তোমাদের [গোপনীয়তার] সময়। এই তিন সময়ের পর [অন্য কোন সময়ে বিনা অনুমতিতে আসলে] তোমাদের এবং তাদের কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অন্যের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"(সুরা আন নুর:৫৮)

৯. তালাক, খোলা বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সে ক্ষেত্রে 'ইদ্দত' পালন করার বিধান দেয়া হয়েছে

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

অর্থঃ-"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেনে। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান। আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সম্যক অবগত। (সুরা আন নিসা : ৩৪-৩৫)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থঃ-" আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যাবে তখন হয়তো বিধি মোতাবেক তাদেরকে রেখে দেবে অথবা বিধি মোতাবেক তাদেরকে ছেড়ে দেবে। তবে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। আর যে তা করবে সে তো নিজের প্রতি যুলম করবে। আর তোমরা আলাহর আয়াতসমূহকে উপহাসরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের উপর আলাহর নিআমত এবং তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমত যা নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন। আর আলাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আলাহ সব বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।" (সুরা আল বাকারা:২৩১)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

অর্থঃ-" আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছবে তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বিয়ে করবে যদি তারা পরস্পরে তাদের মধ্যে বিধি মোতাবেক সম্মত হয়। এটা উপদেশ তাকে দেয়া হচ্ছে, যে তোমাদের মধ্যে আলাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটি তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও অধিক পবিত্র। আর আলাহ জানেন এবং তোমরা জান না।"(সুরা আল বাকারা:২৩২)

لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

অর্থঃ-"তোমাদের কোন অপরাধ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করনি কিংবা তাদের জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করনি। আর উত্তমভাবে তাদেরকে ভোগ-উপকরণ দিয়ে দাও, ধনীর উপর তার সাধ্যানুসারে এবং সংকটাপন্নের উপর তার সাধ্যানুসারে। সুকর্মশীলদের উপর এটি আবশ্যক।" (সুরা আল বাকারা:২৩৬)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

অর্থ:"হে নবী! (বলুন)তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তাদের তালাক দাও এবং 'ইদ্দত হিসাব করে রাখবে এবং তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী–ঘর থেকে বের করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না। যদি না তারা কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে সে অবশ্যই তার নিজের ওপর যুলম করে। তুমি জান না, হয়তো এর পর আল্লাহ, (ফিরে আসার) কোন পথ তৈরী করে দিবেন। (সুরা আত-তালাক:১)

০৫। মান-মর্যাদা হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা সম্মানিত মাখলুক। ইরশাদ হচ্ছে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

অর্থ:- আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিয্ক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি। (সুরা বনী ইসরাঈল:৭০)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

অর্থ:- অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে। (সুরা তীন: ৪)

এই মানবজাতির মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে ইসলাম। কজেই কেউ যদি কারো মানহানিকর কোন কাজ করে তার জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ শাস্তির বিধান। যথাঃ

ক. কেউ কারো উপর যিনা -ব্যাভিচারের অপবাদ দিলে চারজন সাক্ষী হাজির করতে হবে। তা না পারলে 'হদ্দে ক্বাজাফ' অপবাদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ: "আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক। তবে যারা এরপরে তাওবা করে এবং নিজদের সংশোধন করে, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা আন নূর, ৪-৫)

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ . لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ . لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ.

অর্থ: “নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে, যতটুকু পাপ সে অর্জন করেছে। আর তাদের থেকে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে মহাআযাব। যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, ‘এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ’? তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী নিয়ে আসল না? সুতরাং যখন তারা সাক্ষী নিয়ে আসেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। (সুরা আন্ নূর : ১১-১৩)

এটি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) এর প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনা। ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ মুস্ণ্ঢালিক যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে একস্থানে রাত্রিযাপনের জন্য অবস্থান করেন। রাতের শেষ ভাগে আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে একটু দূরে যান। কিন্তু পথে তিনি তাঁর গলার হারটি হারিয়ে ফেলেন। তিনি তাঁর হার খুঁজতে থাকেন। এদিকে কাফেলা রওনা হয়ে যায়। তিনি হাওদার ভিতরেই আছেন মনে করে কেউ তাঁর খোঁজ করেনি কারণ তাঁর শারীরিক গড়ন ছিল হালকা। হার খুঁজে পেয়ে তিনি এসে দেখেন যে, কাফেলা চলে গেছে। তখন তিনি ছুটাছুটি না করে সেখানেই বসে পড়েন। এ আশায় যে কাফেলার রেখে যাওয়া মালামালের সন্ধানে নিয়োজিত কোন লোক আসবেন। অবশেষে এ কাজে নিয়োজিত সাফওয়ান (রা.) সকাল বেলায় আয়েশা (রা) কে দেখতে পেলেন এবং নিজের উটে তাঁকে আরোহণ করিয়ে নিজে পায়ে হেটে উটের রশি টেনে সসম্মানে তাঁকে নিয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আয়েশা (রা) এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলো নাযিল করে আয়েশা (রা) এর পবিত্রতা ঘোষণা করেন এবং অপবাদ রটনাকারীদের কঠোর শাস্ণ্ঢর কথা জানিয়ে দেন। এই ঘটনাটি ‘ইফ্ক’ এর ঘটনা হিসেবে প্রসিদ্ধ।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অর্থ:-“ যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। (সুরা আন নুর:২৩)

খ. “গিবত” বা পরের দোষ চর্চা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات/12]

অর্থ:-“হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু। (সুরা আল হুজরাত:১২)

হাদীসের মাঝেও ইরশাদ হয়েছে,

8461) إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا إن الرجل قد يزنى ويتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه (ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة عن جابر وأبى سعيد معًا)

অর্থ:- জাবের এবং আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তেমরা গিবত থেকে বেচে থাক কেননা গিবত যিনা থেকেও জঘন্য অপরাধ। কেননা যখন কোন ব্যক্তি যিনা করে ফেলে তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গিবতকারীকে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষন পর্যন্ণ্ঢ ক্ষমা করেন না যতক্ষন পর্যন্ণ্ঢ যার গিবত করা হয়েছে সে ক্ষমা না করে। (জামেউল কাবীর লিস্সুয়ূতী-১/১০১১২)

গ. তানাবুজ বিল আলক্বাব বা খারাপ নামে কাউকে ডাকা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

অর্থ:-“হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম । আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম । আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না । ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম । (সুরা আল হুজরাত:১১)

ঘ. সন্দেহ, সংশয় যুক্ত জিনিষ বর্জন করে সন্দেহ মুক্ত জিনিষকে গ্রহণ করার নির্দেশ দান করা হয়েছে

حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه حدثنا هناد حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير. {الجامع الصحيح سنن الترمذي - (3 / 213}

অর্থ:- নু’মান বিন বশির (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন আমি রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, হালাল বিষয়াদী স্পষ্ট এবং হারাম ও স্পষ্ট । আর এদুটির মাঝে রয়েছে কিছু সন্দেহ যুক্ত জিনিস । অধিকাংশ মানুষ জানেনা এগুলো কি হালালের অন্তর্ভূক্ত না হারামের অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং যে তা ছেড়ে দিবে সে তার ধর্ম এবং সম্মান কে পবিত্র রাখল । আর যে তার মধ্যে লিপ্ত হবে সে অচিরেই হারামের মধ্যে লিপ্ত হবে । যেমন কোন ব্যক্তি সংরক্ষিত এলাকার সিমানা ঘেষে পশু চড়ালে অচিরেই তা সিমানার মধ্যে প্রবেশ করে । জেনে রাখ; প্রত্যেক বাদশাহের একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে আর আল্লাহ তা’আলার সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে হারাম বিষয় সমূহ । (সুনানে তিরমিযি-১২০৫)

وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [صحيح البخاري]

অর্থ: “সন্দেহ যুক্ত জিনিস গুলোকে বর্জন কর এবং সন্দেহ মুক্ত জিনিস গুলোকে গ্রহণ কর । (বুখারী)

قال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر.

অর্থ:- ইবনে উমর (রাঃ) বলেন বান্দা তাকওয়ার বাস্তবতায় পৌছতে পারে না যতক্ষন না সে সন্দেহ যুক্ত জিনিস গুলোকে বর্জন করে । (সহীহ বুখারী)

عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَلاَ أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالإِثْمِ إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَجَعَلْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ ، فَقَالُوا : إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : دَعُونِي أدنوا مِنْهُ ، فَقَالَ : ادْنُ يَا وَابِصَةُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ ، فَقَالَ : يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي ؟ فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي ، وَيَقُولُ : يَا وَابِصَةُ ، اسْتَفْتِ نَفْسَكَ ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ.[إتحاف الخيرة المهرة - (1 / 242]

অর্থ: ...হে ওয়াবেসা! তুমি এসেছ আমার কাছে নেক এবং গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য? আমি বললাম হ্যাঁ । আল্লাহর রাসুল (সাঃ) নিজের আঙ্গুল গুলো একত্র করে আমার বক্ষের উপরে মৃদু আঘাত করে বললেন; হে ওয়াবেসা! তুমি তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর । তোমার মন বা অন্তর যেটার উপর স্থীর হয় (জায়েয বলে ফাতওয়া দেয়) সেটাই নেক । আর যে বিষয়ে তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, দিদ্ধা-দন্ধ দেখা দেয় সেটাই গুনাহ্ । যদিও মুফতী সাহেবগন তোমাকে যায়েজ বলে ফাতওয়া দেন ।

০৬ । মাল হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান সমূহ:

ক. চুরি করা অথবা অন্যের মাল অবৈধ ভাবে ভোগ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ: "আর তোমরা নিজদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং তা বিচারকদেরকে (ঘুষ হিসেবে) প্রদান করো না। যাতে মানুষের সম্পদের কোন অংশ পাপের মাধ্যমে জেনে বুঝে খেয়ে ফেলতে পার। (সুরা আল বাক্বারা:২/১৮৮)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.

অর্থ:- নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে। (সুরা নিসা: ১০)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِي حَقٍّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. [صحيح البخاري- 3198]

অর্থ:- সাইদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি অন্যের জমি থেকে অন্যায় ভাবে এক বিঘাত পরিমাণ জমি দখল করবে কিয়ামতের দিবসে ঐ পরিমাণ সাত তবক জমি তার গলার মালা বনিয়ে দেয়া হবে। (সহীহ বুখারী- ৩১৯৮)

বাকপটুতার মাধ্যমে অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাস করাকে নিষেধ করা হয়েছে

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها

অর্থ: "হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেন, তোমরা অনেক সময় আমার কাছে পারস্পরিক বিবাদের মিমাংসার জন্য আসো। অনেক সময় দেখা যায় যে একজন অপরজন হতে বেশী বাকপটু ও অধিক

যুক্তির অধিকারী হয়। (জেনে রেখো কথার চাতুর্য্যে যদি কেউ তার অপর ভাইয়ের কোন হক অন্যায়ভাবে নেয়) আমি যদি কারো বাকপটুতায় তার জন্য তার অপর ভাইয়ের হক দিয়ে দেই, তাহলে সেটি তার জন্য জাহান্নামের আগুনের একটি টুকরো হবে তাই সে যেন তা গ্রহণ না করে)।" (সহীহ বুখারী- ২৫৩৪)

খ. চোরের জন্য 'হদ' হাত কাটার বিধান রাখা হয়েছে

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ:-" আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুরা আল মায়িদা:৩৮)

এ আইন বাস্ত্মবয়ন করলে দেশে চোর থাকতে পারে না। সোনার বাংলা ও সোনার মদিনায় এখানেই পার্থক্য। সোনার মদিনায় আযান হয়ে গেলে স্বর্ণের দোকান পর্যন্ত একটি কাল পর্দা ঝুলিয়ে দোকান খোলা রেখে লোকেরা মসজিদে চলে যায়। কোন প্রকার চোরের ভয় থাকেনা। অথচ সোনার বাংলায় ভাল জুতা নিয়ে মসজিদে গেলে নামাজের পরে তা আর খুজে পাওয়া যায় না। এ পার্থক্য এ জন্য যে, সোনার মদিনায় চোরের হাত কাটার বিধান কার্যকর রয়েছে। আর সোনার বাংলায় এ আইনকে বর্বর ও মধ্যযুগিয় আইন বলে বাতিল করা হয়েছে। অথচ আল্লাহর আইন বাতিল করার অধিার কারো নেই। কারণ আল্লাহ (সুব:) বলেন:- **وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ** (আর আল্লাহ-ই হুকুম করেন এবং তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই - সুরা রা'দ: ৪১। এজন্যই রাসুল (সাঃ) এর কাছে মক্কা বিজয়ের পরে কুরাইশ বংশের শাখা বানু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করার পর তার হাত না কাটার ব্যাপারে সুপারিশ করা হলো তখন তিনি তা কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। যা নিম্নের হাদিসে উল্ল্যেখ রয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا

سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

অর্থ: "আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বনু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করলে বিষয়টি কুরাইশদের অত্যন্ত চিন্তায় ফেলে দিল। তারা বলল এই মহিলার ব্যপারে কে আল্লাহর রাসুল (সা.) এর কছে সুপারিশ করবে? এরপর তারা বলল আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর প্রিয় পালক নাতি উসামা বিন যায়েদ ছাড়া অন্য কেউ এই দুঃসাহস করতে পারে না। তখন উসামা (রা.) রাসুল (সা.) এর নিকটে সুপারিশ করলে প্রিয়নবী সা. বললেন তুমি কি আল্লাহ তা'আলার নির্ধরিত শাস্তির ব্যপারে সুপারিশ করছ? অতপর তিনি খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধবংস হয়েছে এজন্য যে যখন তাদের কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তাকে ছেড়ে দিত আর যখন কোন গরীব দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তখন তার উপর আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়ন করত। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" (সহীহ বুখারী-৩৪৭৫)

গ. ছিনতাই, রাহজানী, ডাকাতীর জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অর্থ:-" যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়,(ডাকাতি) তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্চনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাআযাব। (সুরা আল মায়িদা:৩৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. [صحيح البخاري]

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত, রাসুল (সাঃ) বলেন, কোন চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না এবং কোন

ছিনতাইকারী যখন ছিনতাই করে তখন সে মুমিন অবস্থায় ছিনতাই করে না। (বুখারী-২৩৪৩)

ঘ. সুদ হারাম করা হয়েছে এবং সুদের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে

সুদ একটি মারাত্মক ব্যাধি। মুসলিম জাতির ধ্বংসের একটি ভয়াবহ অস্ত্র। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবার এক সুস্পষ্ট ঘোষনার নাম সুদ। এ সুদ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষনাঃ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অর্থ:-" যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আলাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আলাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (সুরা আল বাক্বারা:২৭৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

অর্থ:-"হে মুমিনগণ, তোমরা আলাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আলাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না। (সুরা আল বাক্বারা : ২৮৭-২৮৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِين. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

হে ঈমানদারগন! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেও না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে কল্যাণ অর্জন করতে পার। এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য প্রস্ণুত করা হয়েছে। আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। [সুরা আল-ইমরান, ৩:১৩০-১৩২]

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

অর্থ:- আর তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল-াহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল-াহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত। (সুরা রুম:৩৯)

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

অর্থ: "সুতরাং ইয়াহূদীদের যুলমের কারণে আমি তাদের উপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাস্ণা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে। আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ খাওয়ার কারণে। আর আমি তাদের মধ্য থেকে কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সুরা নিসা: ১৬০-১৬১)

يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।" [সুরা বাক্বারা, ২:২৭৬]

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قال وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح.

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্নিত তিনি বলেন; রাসুল (সাঃ) অভিশাপ দিয়েছেন সুদ গ্রহিতা, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী এবং সুদের মহুরীকে। (তিরমিযী-১২০৬)

وَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا مَلأَ الله بَطْنَهُ نَارًا بِقَدْرِ مَا أَكَلَ ، وَإِنْ كَسَبَ مِنْهُ مَالاً لَمْ يَقْبَلِ الله شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ ، وَلَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ الله وَمَلاَئِكَتِهِ مَا دَامَ عِنْدَهُ مِنْهُ قِيرَاطٌ. [إتحاف الخيرة المهرة - (٢ / ٢٩٧)]

অর্থ:- যে ব্যক্তি সুদ খায় আল্লাহ তার পেটকে আগুন দ্বারা এই পরিমান ভরে দিবেন যতটুকু সে সুদ খেয়েছে। আর যদি সে এই সুদি মাল দ্বারা সম্পদ উপার্জন করে থাকে তাহলে আল্লাহ তার কোন আমল গ্রহণ করবেন না। এবং সর্বদায় আল্লাহ ও ফেরেস্ণাদের অভিশাপ তার উপর পরতে থাকবে সামান্যতম সুদের মাল বাকী থাকা পর্যন্ণ।

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم اتيت ليلة اسريبي علي قوم بطر نهم كالبيوت فيها الحيات تري من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرءيل قال هؤلاء اكلت الربا

অর্থ: "হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমাকে লাইলাতুল ইসরা বা মেরাজ রজনীতে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকটে নিয়ে যাওয়া হল যাদের পেটগুলো ঘরের মতো, যার ভিতরে অনেকগুলো সাপ ছিল যাহা বাহির হতে দেখা যাচ্ছিল। আমি বললাম, হে জীবরাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হচ্ছে সুদখোর।

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم الربا سبعون حوبا ايسرها ان ينكه الرجل امه

অর্থ: "হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, সুদের মধ্যে সত্তুরটি গুনাহ রয়েছে, তার মধ্যে নিম্নতম হচ্ছে নিজের মা কে বিয়ে করা (মায়ের সাথে যেনা করা)।

عن عمر بن الخطاب قال ان أخر ما نزلت أية الربا وان رسول الله صلي الله عليه و سلم قبض ولم يفسرها لنا فدعواالربية

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন, কুরআনের সর্বশেষ আয়াত সুদের আয়াত। আর রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যু হয়ে গেল অথচ তিনি আমাদেরকে রেবার (সুদ) কোন তাফসীর করে যান নি। অতএব তোমরা রেবা (সুদ) এবং রিবা (সুদের সন্দেহ) উভয়টাকেই ত্যাগ কর।

এখানে সর্বশেষ আয়াত বলতে সুরা বাক্বারার ২৭৫ নং আয়াতকে বুঝান হয়েছে। অতএব এটা মানসুখ ও হয় নাই এবং কোন অস্পষ্টতাও নেই। একারনেই রাসূল (সাঃ) তাফসীর করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অতএব তোমরা সুদকেও বর্জন কর এবং সুদকে বৈধ করার জন্য কোন প্রকার হিলা গ্রহন করাকেও বর্জন কর। এটাকেই রিবা বলা হয়েছে।

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلي الله عليه و سلم قال ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبة امره الى قلة.

অর্থ: "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে কেহ সুদের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করবে, তার পরিণতি হবে করুণ।"

يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا

অর্থ: "যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।" [সুরা আন-নাবা, ৭৮:১৮]

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে 'তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান' নামক কিতাবে একটি দীর্ঘ হাদীস হযরত বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত হয়েছে, যার একটি অংশ হল:

تحشر عشرة أصناف من أمتي ... وهي بعضهم على صورة القردة و بعصهم على صورة الخنازير و بعضهم منكسون أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليها و بعضهم عميا و بعضهم صما بكما و بعضهم يمضغون السنتهم فهي مدلات على صدورهم يسيل القيح من افو اههم يتقذرهم اهل الجمع و بعضهم مقطعة ايديهم وارجلهم و بعضهم مصلبون على جذوع من نار و بعضهم أشد نتنا من الجيف و بعضهم ملبسون جلبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم. أما الذين على صورة الخنازير: فأهل السحت و المنكسون أكلة الربا و العمي الجاءرون في الحكم والصم المعحبون بـأعمالهم و الذين يمضون السنتهم العلماء و القصاص الذين خالف قولهم أعمالهم و مقطوع الآيدي مؤذوا الجيران و المصلبون السعاة با لناس إلى السلطان و الذين أشد نتنا متبعوا الشهوات و مانعوا حق الله في أمو الهم ولابسو الجمباب أهل الكبر الفخر.

অর্থ: "কিয়ামতের দিবসে আমার উম্মতকে দশটি দলে উপস্থিত করা হবে। বানরের আকৃতিতে, শুকরের আকৃতিতে, মাথা নিচে ও পা উপরে

করে চেহারার উপরে ভর করে টেনে আনা হবে, অন্ধ, বোবা বধির করে, একদল যারা নিজেদের জিহ্বাকে চাবাতে থাকবে - তাদের জিহ্বা সিনা পর্যন্ত ঝুলন্ত থাকবে, এবং তার থেকে পূঁজ নির্গত হতে থাকবে যার দুর্গন্ধ গোটা হাশরবাসীকে কষ্ট দিবে, আর একদল যাদেরকে সীসা গলানো পোষাক পরিধান করিয়ে দেয়া হবে যা তাদের চামড়ার সাথে লেগে থাকবে। যারা শুকরের আকৃতিতে -তারা হলো হারামখোর, আর যাদের মাথা নিচে ও পা উপরে -তারা হলো সুদখোর, আর যারা অন্ধ -অত্যাচারী শাসক/বিচারক, যারা বধির -নিজের আমলে তুষ্ট, যারা জিহ্বা চাবাচ্ছিল -ঐ সকল আলেম ও বক্তা যারা নিজের কথানুযায়ী আমল করত না, যাদের হাত কাটা -তারা হলো যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিত, আর যাদেরকে আগুনের খেজুর বৃক্ষে শূলে ঝুলানো হয়েছে -তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষের প্রতি জুলুম করত, আর যারা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল -তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করতর সীসা গলানো পোষাক পরিহিতগন হলো -যারা অহংকারী এবং নিজেদের বড় মনে করত।" [তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, ৯ম খন্ড, পৃ:৭, ইমাম মুহাম্মদ আল আমীন আল শানকিতি]

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ليا تين علي الناس زمان لايبقي منهم احد الا أكل الربا فمن لم ياكل اصابه من غباره

অর্থ: "হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, মানুষের উপর এমন একটা সময় আসবে, যখন সুদখোর ছাড়া কেউই অবশিষ্ট থাকবে না। যে সুদ না খাবে তার শরীরেও সুদের ধূলা লাগবে।

এই হাদীসগুলো ইবনে মাজাহ থেকে সংকলিত। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবেও হাদীসগুলো পাওয়া যাবে।

এছাড়া বিদায় হজ্জে রাসূল্লাহ (সাঃ) যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তারা গুরুত্বপূর্ন একটি অংশ ছিল-

ألا ان ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع واول ما اضع عن ربا عباس بن عبد المطلب ...

অর্থ: "...জাহিলিয়াতের সকল সুদ পদদলিত করলাম এবং সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর সকল সুদ রহিত ঘোষণা করলাম।...

ربوا শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ইসলামে সব ধরনের বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধিকে হারাম করা হয়েছে। বস্তুত: সম্পদের একটা বিশেষ ধরনের মুনাফা কিংবা বৃদ্ধির নাম হচ্ছে রিবা।

- প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক উমার চাপরার মতে শরীয়াহতে রিবা বলতে ঐ অর্থকেই বোঝায় যা ঋনের শর্ত হিসেবে মেয়াদ শেষে ঋন গ্রহীতা অতি অবশ্যই মূল অর্থ সহ ঋনদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য।
- ইমাম ফখরুদ্দীন আল রাজী বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসী সকলেরই রিবা সম্বন্ধে জানা ছিল এবং তাদের মধ্যে এটি বহুল প্রচলিতও ছিল। সে যুগেও তারা প্রথা সিদ্ধভাবে ঋন দিতো এবং শর্ত অনুসারে তার উপর মাসিক নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ আদায় করত, কিন্তু আসল বা মূলধন এর পরিমান থাকতো অপরিবর্তিত। যখন ঋনের মেয়াদ শেষ হতো এবং ঋনগ্রহীতা তা পরিশোধে ব্যর্থ হতো তখন সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে পরিশোধের সময়ও বাড়িয়ে দেয়া হতো। (তাফসীরে কবীর)
- ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেনঃ পন্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পন্য বা অর্থই হলো রিবা।
- ইমাম আবু বকর আল জাসসাসহকামুল কুরআনে বলেনঃ রিবা দু'রকম। একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে, অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই জাহিলিয়্যাতের যুগের রিবা। তিনি আরও বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে ঋন গ্রহনের সময়ে ঋনদাতা ও ঋন গ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি হতো। তাতে স্বীকার করে নেয়া হতো যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূলধনের উপর একটি নির্ধারিত পরিমান অতিরিক্ত সহ আসল পরিমান মূলধন ঋনদাতাকে ফেরৎ দিতে হবে।
- প্রখ্যাত তাফসীর বিদ ইবনে জারীর বলেনঃ জাহিলিয়্যাত আমলে প্রচলিত রিবা যা আল-কুরআনে হারাম ঘোষনা করা হয়েছে তা হলো 'কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋন দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ গ্রহন করা।' আরবরা এটাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋন পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে পরিশোধের মেয়াদও বাড়িয়ে দেয়া হতো। (তাফসীরে ইবনে জারীর, ৩য় খন্ড)

সুদের প্রকারভেদঃ

রিবা দুই প্রকার: ক) রিবা আন নাসিয়া النسيه খ) রিবা আল ফাদল الفضل

ক) রিবা আন নাসিয়া **النسيه**

রিবা আন নাসিয়া হচ্ছে টাকার ক্ষেত্রে যেমন, একজন লোক দশ হাজার টাকা কারও কাছ থেকে ধার নিল এই শর্তে যে, একমাস পরে তাকে এগার হাজার টাকা দিবে। অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে টাকা লেনদেন করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দেয়া নেয়া।

খ)রিবা আল ফাদল الفضل রিবা আল ফাদল এর উদ্ভব হয় পন্য সামগ্রী হাতে হাতে বিনিময়ের সময়ে। একই জাতীয় পন্যের কম পরিমানের বিনিময়ে বেশী পরিমান পন্য বিনিময় করা।

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم لاتبيعوا الذهب بالذِهب الا مثلا بمثْلٍ ولاتشفوا بعضها علي بعض ولاتبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثْلٍ ولاتشفوا بعضها علي بعض ولاتبيعوا منا غائبا بناجز

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, ,তিনি বলেন রাসূল আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সোনা সোনার বিনিময়ে বিক্রি করবে না। হ্যাঁ উভয় দিকে সোনা যদি সমপরিমাণ হয় তাহলে বিক্রি করা যাবে। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এক দিকে বেশী আর অপর দিকে কম এরূপ করবে না। রূপা রূপার বিনিময়ে বিক্রি করবে না। হ্যাঁ তবে যদি সমান সমান হয় তবে বিক্রি করা যাবে। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এক দিকে বেশী আর অপর দিকে কম এরূপ করবে না। উপস্থিত মাল অনুপস্থিত মালের বিনিময়ে বিক্রি করবে না।[বুখারী, মুসলিম]

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثْل يدا بيد فمن زاد اواستزاد فقد اربي الاخذ والمعطي فيه سواء

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, ,তিনি বলেন রাসূল আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সোনার পরিবর্তে সোনা, রূপার পরিবর্তে রূপা, গমের পরিবর্তে গম, যবের পরিবর্তে যব, খেজুরের পরিবর্তে খেজুর ও

লবণের পরিবর্তে লবণ একটি আরেকটির অনুরূপ হওয়া চাই এবং হাতে হাতে নগদ বিক্রি হওয়া চাই। যদি কোন ব্যক্তি এতে বেশী দেয় অথবা বেশী নেয় তাহলে সে সুদী লেনদেন করল। সুদ দাতা এবং সুদ গ্রহীতা উভয় পক্ষের গুনাহ সমধরনের। (মুসলিম)

সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্যঃ

বর্তমান বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও অনেকে সুদ ও মুনাফাকে এক জিনিস বলে মনে করে থাকে। অথচ এ ধারনা মূলত: আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত বা বর্বর যুগের। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا 'তারা বলে ব্যবসাতো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহপাক ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন'। হাল যমানার অনেকেই সুদকে মুনাফা বলেও প্রচার করছে। বই পুস্তকে, পত্র-পত্রিকায় 'সুদ'-এর স্থানে মুনাফা, লাভ ও Interest ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে হারামকে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে হালাল বানানোর ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত। তার বলে, "সুদের অর্থ যেমন অতিরিক্ত, বেশী, বৃদ্ধি; অনুরূপ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফাও তো অতিরিক্ত, বেশী বা বৃদ্ধি। সুতরাং সুদ এবং মুনাফা একই জিনিস।" তাদের এ ধারনা নিছক ভ্রান্ত আর ভ্রান্ত। সুদ আর মুনাফা এক জিনিস কখনো হতে পারে না। বহ্যিক দৃষ্টিতে এক মনে হলেও এ দু'য়ের মাঝে বিরাট তফাৎ রয়েছে। মৌলিক কয়েকটি পার্থক্য নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সুদ ও মুনাফা

১. ইসলামে সর্ব প্রকার সুদ হারাম। -ইসলামে বৈধ পন্থায় অর্জিত মুনাফা হালাল।

২. কাউকে ঋন দিয়ে নির্ধারিত সময়ের পর পূর্ব শর্তানুযায়ী যা কিছু অতিরিক্ত আদায় করা হয় তা হলো সুদ। -ক্রয়-বিক্রয়ে দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের উপর অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয় তা হচ্ছে মুনাফা।

৩. সুদের ক্ষেত্রে টাকা বা মুদ্রাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। -মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে টাকাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। বরং পণ্যের আদান প্রদানে টাকাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৪. সুদ পূর্ব নির্ধারিত থাকে। -মুনাফা অনির্ধারিত থাকে।

৫. সুদ নিশ্চিত আয়। অর্থাৎ ঋনদাতা নির্ধারিত মেয়াদান্তে সুদে মূলে ফেরৎ পাবে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। -মুনাফা অনিশ্চিত আয়। অর্থাৎ বিক্রেতার লাভ হতেও পারে, নাও পারে।

৬. সুদের হার স্বল্পকালে পরিবর্তন হয় না। -মুনাফা দ্রুত পরিবর্তনশীল।

৭. সুদে লোকসানের ঝুকিঁ নেই।- মুনাফা অর্জনে লোকসানের ঝুঁকি নিতে হয়।

৮. সুদের সম্পর্কে ঋন ও সময়ের সাথে। -মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে।

ইসলামী ব্যাংকের নামে সুদের প্রচলন

সারা বিশ্বের ইসলামি ব্যাংকগুলি অশুভ অনৈতিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে রিবাকে পাশ কাটানোর উদ্দেশ্যে কৌশলে বরং রিবাকে বৈধতা প্রদানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সরল প্রাণ মুসলিম জনগনকে সুদী-ব্যাংকিং এর বিকল হিসেবে তারা যা উপস্থাপন করছে তা মূলত রিবারই ছদরূপ ছাড়া আর কিছু নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তারা মুরাবাহা নামক একটি পরিভাষা কৌশলে ব্যবহার করে এবং ত্রুটিপূর্ণভাবে তাকে সংজ্ঞায়িত করে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে জনসাধারণকে প্রচ্ছন্নভাবে ধোঁকা দিয়েই এই ধরনের লেনদেন করা হয় যা নিশ্চিতভাবেই রিবার প্রভাব মুক্ত নয়। এই মুরাবাহা প্রকলের আওতায় কোন দ্রব্য নগদ মূল্যে ক্রয় করে এবং বেশী মূল্যে তা বাকীতে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের যুক্তি হচ্ছে এই যে, যেহেতু এ ধরনের লেনদেনে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে আগেই সমঝোতা হয়ে থাকে সেহেতু এ ধরনের লেনদেন হালাল।

যদি কোন ব্যাংক বাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি গাড়ী ক্রয় করে এবং সে বাজারেই নগদ ১৭ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে তবে এই লেনদেনটি হবে সন্দেহজনক। কারণ যদি বাজারে ১০ লক্ষ টাকায় গাড়ীটি পাওয়া যায় তাহলে কে ১৭ লক্ষ টাকা দিয়ে ব্যাংকের কাছ থেকে সেই একই গাড়ী কিনতে যাবে? সেক্ষেত্রে যদি কোন ক্রেতার বাজারদর সম্পর্কে ধারণা না থাকে এবং সে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকিয়ে ৭ লক্ষ টাকা বেশি আদায় করা হয়, এ ধরনের প্রতারণাও রিবার অন্তর্ভুক্ত।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) এর বর্ণনায় রাসূল (সাঃ) বলেছেন: একজন মুসতারসালকে (বাজারদর সম্পর্কে যে জানেনা এমন ক্রেতা) ঠকানো রিবার অন্তর্ভুক্ত। (বায়হাকী)

যদি কোন ক্রেতা বাজার দর সম্পর্কে জানার পরও ১৭ লক্ষ টাকা দিয়ে সে গাড়ীটি ক্রয় করেন তাহলে বুঝতে হবে এ ধরনের অস্বাভাবিক লেনদেনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গলদ কিংবা কোন অন্তর্নিহিত কারণ আছে। নয়তো ক্রেতা মানসিক ভারসাম্যহীন। সেক্ষেত্রে লেনদেনটি অবৈধ হবে।

অপরদিকে ব্যাংক যদি গাড়িটি নগদ ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে ১৭ লক্ষ টাকায় বাকীতে বিক্রি করে তবে মূল্য বৃদ্ধির যথাযথ কারণ এখানে সময়ের উৎপাদক (ঋন দানের মাধ্যমে সুদ গ্রহণ) ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এ ধরনের লেনদেনে সময়ের সাথে সাথে টাকার পরিমাণও বেড়ে যায়। তাই এই অবস্থায় শুধু টাকাই টাকা উৎপাদনে সক্ষম হয়ে যায়। এ ধরনের লেনদেনের সাথে রাসূল (সাঃ) এর সময়কার রিবা-আন্নাসিয়াহর সাথে কোন তফাৎ নেই। রাসূল (সাঃ) এর হাদীস অনুযায়ী এটি অবশ্যই রিবা ভিত্তিক লেনদেন।

যে সমস্ত পথহারা মুসলিমগন কৌশলে উপস্থাপিত মুরাবাহাকে হালাল বলে মনে করে তাকে আঁকড়ে ধরে আছেন তাদের আল্লাহ তা'আলাকে ভয় পাওয়া উচিৎ। কারণ তারা মুরাবাহাকে হালাল বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলিম জনগণকে প্রতারণা করছেন, এই কাজে তাদের কোন কল্যাণ তো হবেই না বরং পথভ্রষ্টকারী হিসেবে তাদের শাস্তি দ্বিগুন বাড়িয়ে দেয়া হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَـؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـكِن لاَّ تَعْلَمُونَ

অর্থ: "হে আমাদের রব! এরাই হলো সেসব লোক যারা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল কাজেই এদের আযাব দ্বিগুন করে দিন।" [সূরা আ'রাফ, ৭:৩৮]

বায়' মুয়াজ্জাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা

বাকীতে কোন কিছু লেনদেন করাকে বায়' মুয়াজ্জাল বলে। কোন দ্রব্য বর্তমান অবস্থায় ক্রয় করে পরবর্তী কালে মূল্য পরিশোধ করা হল বকেয়া বা বাকীতে লেনদেন। বাকীতে লেনদেন সর্বদা রিবা হয় না। আমাদের রাসূল (সাঃ) নিজেও বাকীতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। তবে সে সময়ের

বাকীতে লেনদেন বা বায়' মুয়াজ্জাল আর বর্তমান সময়ের বাকীতে ক্রয়ের মধ্যে বেশ কিছু পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে, সেগুলি হলো

১) কোন দ্রব্য বাকীতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে বাড়তি মূল্য পরিশোধ করতে হতো না। [সম্মানিত পাঠক, লক্ষ্য করুন] বর্তমানে বাড়ী, গাড়ী বা কোন কিছু বাকীতে ক্রয় করার জন্য উক্ত বন্ধকী ব্যবস্থায় ঋণের বিপরীতে পরিশোধযোগ্য মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য পরিশোধ করতে হয়, এবং এটাই রিবা।

২) বন্ধক রাখার মাধ্যমে ঋণের নিরাপত্তা বিধান বাকীতে কোন কিছু ক্রয় করার ক্ষেত্রে কোন কিছু বন্ধক রাখা হতো যা উক্ত লেনদেনের নিশ্চয়তা প্রদান করতো। ঋন পরিশোধের পূর্বেই ক্রেতা মৃত্যুবরণ করলে উক্ত বন্ধকীকৃত পণ্য বিক্রির মাধ্যমে বাকীতে কেনা পণ্যের মূল্য উদ্ধার করা সম্ভব হতো আবার ক্রেতাও ঋন মুক্ত হয়ে যেতো।

৩) বাকীতে ক্রয়কৃত পণ্য সামগ্রী সর্বদিক থেকে ঝামেলামুক্ত ছিল, অথাৎ পরিশোধের সময় কোন প্রকার অজুহাত বা ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। (যেমন আমের ফলন যা এখনো সংগ্রহ করার উপযুক্ত হয়নি)।

উপরোক্ত লেনদেন রিবা'র প্রভাবমুক্ত। এ ধরনের বাকীতে ক্রয় করার ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর অনুমোদন রয়েছে।

উম্মুল মু'মিনিন আয়শা (রাঃ) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক ইয়াহুদির নিকট হতে নির্দিষ্ট মেয়াদে (বাকীতে) মূল্য পরিশোধের শর্তে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন। (৪:১৯৩৩ সহীহ বুখারী, ৪:৩৯৬৯ সহীহ মুসলিম)

হযরত আয়শা (রাঃ) আরো বলেন: রাসূল (সাঃ) এর ওফাত কালে ত্রিশ 'সা' যবের বিনিময়ে এক ইয়াহুদির কাছে তাঁর কোর্তা (জামা) বন্ধক ছিল [সা হলো রাসূল (সাঃ) এর যুগের ওজন প্রকাশের একক]

সুদ ও মুনাফার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র

সুদ	মুনাফা
১. ইসলামে সর্বপ্রকার সুদ হারাম।	১. ইসলামে সর্ব প্রকার মুনাফা হালাল।
২. কাউকে ঋণ দিয়ে নির্ধারিত সময়ের পর পূর্ব শর্তানুযায়ী যা কিছু অতিরিক্ত আদায় করা হয় তা	২. ক্রয়-বিক্রয়ে দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের উপর অতিরিক্ত অর্থ ধার্য

হলো সুদ।	করা হয় তা হচ্ছে মুনাফা।
৩. সুদের ক্ষেত্রে টাকা বা মুদ্রাকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।	৩. মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে টাকাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। বরং পণ্যের আদান প্রদানে টাকাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
৪. সুদ পূর্ব নির্ধারিত থাকে।	৪. মুনাফা অনির্ধারিত থাকে।
৫. সুদ নিশ্চিত আয়। অর্থাৎ ঋণদাতা নির্ধারিত মেয়াদান্তে সুদে মূলে ফেরৎ পাবে এ ব্যপারে সে নিশ্চিত।	৫. মুনাফা অনিশ্চিত আয়। অর্থাৎ বিক্রেতার লাভ হতেও পারে নাও হতে পারে।
৬. সুদের হার স্বল্পকালে পরিবর্তন হয় না।	৬. মুনাফা দ্রুত পরিবর্তনশীল।
৭. সুদে লোকসানের ঝুঁকি নেই।	৭. মুনাফা অর্জনে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়।
৮. সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।	৮. মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে।

ঙ. বেচা-কেনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধোঁকা দেয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ.

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত রাসুল (সা:) প্রতারণা ও ধোকা মূলক ব্যবসা নিষেধ করেছেন। (মুসনাদে আহমদ-৮৮৮৪)

فضيل أبو عمران الطحان روى عنه خلاد بن يحيى قال عبد الله نا عبيد الله قال أنا أبو عمران الطحان واسمه فضيل عن مسلم بن مخراق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش المسلمين فليس منا.

অর্থ:- হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মুসলিমদের ধোকা দিবে সে আমাদের মুসলিম উম্মাহ্ এর অন্তর্ভূক্ত না। (তারিখুল কাবীর লিল বুখারী -৭/৫৬)

চ. লেন-দেন, চুক্তিপত্র লিখে রাখা ও স্বাক্ষী রাখার বিধান দেয়া হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থ:-"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেন-দেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে। আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন ইনসাফের সাথে লিখে রাখে এবং কোন লেখক আলাহ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তা লিখতে অস্বীকার করবে না। সুতরাং সে যেন লিখে রাখে এবং যার উপর পাওনা সে (ঋণ গ্রহীতা) যেন তা লিখিয়ে রাখে। আর সে যেন তার রব আলাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং পাওনা থেকে যেন সামান্যও কম না দেয়। অতঃপর যার উপর পাওনা রয়েছে সে (ঋণ গ্রহীতা) যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয়, অথবা সে লেখার বিষয়বস্তু বলতে না পারে, তাহলে যেন তার অভিভাবক ন্যায়ের সাথে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ । অতঃপর যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী– যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর। যাতে তাদের (নারীদের) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়। সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে, যখন তাদেরকে ডাকা হয়। আর তা ছোট হোক কিংবা বড় তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। এটি আলাহর নিকট অধিক ইনসাফপূর্ণ এবং সাক্ষ্য দানের জন্য যথাযথ। আর তোমরা সন্দিহান না হওয়ার অধিক

নিকটবর্তী। তবে যদি নগদ ব্যবসা হয় যা তোমরা হাতে হাতে লেনদেন কর, তাহলে তা না লিখলে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর তোমরা সাক্ষী রাখ, যখন তোমরা বেচা-কেনা করবে এবং কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর যদি তোমরা কর, তাহলে নিশ্চয় তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আলাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আর আলাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী। (সুরা আল বাক্বারা:২৮২)

ছ. মাল অপচয় করা, নষ্ট করা, বোকা-জ্ঞানহীন লোকদের হাতে মাল অর্পন নিষেধ করা হয়েছে

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

অর্থ:-" আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা থেকে তাদেরকে আহার দাও, তাদেরকে পরিধান করাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বল। (সুরা আন নিসা:৫)

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

অর্থ: আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না। (সুরা বনী ইসরাঈল: ২৬)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

অর্থ:"নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।" (সুরা বনী ইসরাঈল:২৭)

জ. ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের বিধান জারী করা হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন না করার আদেশ দেয়া হয়েছে

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء/١١]

অর্থ:-" আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সুরা আন নিসা:১১)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

অর্থ: "পুরুষের জন্য মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গেছে তা থেকে একটি অংশ– তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক– নির্ধারিত হারে। আর যদি বণ্টনে নিকটাত্মীয় এবং ইয়াতীম ও মিসকীনরা উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তাদেরকে তা থেকে আহার দাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বলবে।" (সুরা নিসা : ৭-৮)

ঝ. যাকাত ফরজ করা হয়েছে। দান-সদকার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। গরীব আত্মীয় স্বজনদের উপর মাল ব্যায় করার নির্দেশ জারী করা হয়েছে। যাতে সে চুরি করতে বাধ্য না হয়।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

অর্থ:-" আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। (সুরা আল বাক্বারা:৪৩)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

অর্থ: "আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যে নেক আমল তোমরা নিজদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আলাহর নিকট পাবে। তোমরা যা করছ নিশ্চয় আলাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। (সুরা বাক্বারা: ১১০)

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

অর্থ: "আর ভিক্ষুককে তুমি ধমক দিওনা।" (সুরা দুহা: ১০)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অর্থ: "তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।" (সুরা যারিয়াত: ১৯)

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হলো দ্বীন ও দুনিয়ার বড় ধরণের ক্ষতি করতে পারে এমন সব অপরাধের জন্য ইসলামী শরীয়ত নির্ধারিত 'হদ' বা শাস্তি নাজিল করেছে এবং তা কোন মুজতাহিদ বা মুফতীর ইজতেহাদের অপেক্ষায় রাখেন নাই। বরং আল্লাহ (সুবা:) নিজেই কুরআনে তার বিধান অবতীর্ণ করেছেন।

: সংক্ষেপে মূল কথা :

দ্বীন হিফাজত করার জন্য মুরতাদের শাস্তি "হাদ্দুর রিদ্দাহ"।
জান হিফাজত করার জন্য ক্বিসাস এর বিধান "হাদ্দুল ক্বিসাস"।
বিবেক-বুদ্ধির হেফাজত করার জন্য মাদক এর শাস্তি "হাদ্দুল খাম্‌র"।
বংশ হিফাজত করার জন্য যিনা-ব্যাভিচার এর শাস্তি "হাদ্দুয্‌ যিনা"।
মান-মর্যাদা হিফাজত করার জন্য অপবাদের শাস্তি "হাদ্দুল ক্বাযাফ"।
মাল হিফাজত করার জন্য চুরির শাস্তি "হাদ্দুস সারাক্বা" ইত্যাদি।

এই বিধান গুলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজেই নাজিল করেছেন। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর এ সকল আইনকে অমান্য করে বা এ যুগে এ আইন চলে না বা চললেও তার চেয়ে মানব রচিত আইন ভাল এ জাতীয় আকিদা পোষণ করে সে ব্যাক্তি মুসলিম থাকে না বরং সে ব্যাক্তি কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়।

'এসো আল্লাহর পথে' সিরীজের দ্বিতীয় বই

কিতাবুল তাওহীদ

এখানেই সমাপ্ত। এই সিরীজের তৃতীয় বই

ইকামাতে দীন